সচিত্র

তারিণীতত্ত্ব-সঙ্গীত।

শ্রীতারিণীপ্রসাদ জ্যোতিষী

বিরচিত।

সন ১৩১৭

রঞ্জন প্রেস

২৩ নং গোয়াবাগান লেন, কলিকাতা।

শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

প্রকাশক—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গুহ।

মূল্য—১৲ একটাকা, (কাপড় বাঁধা)
৸০ বার আনা (সাধারণ বাঁধা)

উৎসর্গ-পত্র।

শ্যামা-ভক্তি-পরায়ণা

আমার একমাত্র স্নেহের দেবীমূর্ত্তি

অনন্তধাম-প্রাপ্ত জননীদেবী

৺সারদা সুন্দরীর পবিত্র স্বর্গীয় নামে

এই আত্মা-প্রেম-পূর্ণ

"তারিণীতত্ত্ব-সঙ্গীত"

অকৃত্রিম ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রী তারিণী প্রসাদ।

THE BENCH & BAR DIARY PRESS, CALCUTTA

বিরাটরূপিণী-শ্যামামূর্ত্তি।

মেঘমল্লার,—একতালা।

বিরাট-রূপিণী উলঙ্গিনী শ্যামা মা আমার।
দাঁড়ায়ে বিরাট বক্ষে কর মা প্রভা বিস্তার।
অনন্ত ও নীলাকাশ,
নীল দেহে পরকাশ,
অনন্ত নক্ষত্র জ্বলে রোমকূপে মা তোমার।
নাভিচক্রে প্রভাকর,
দগ্ধ করে চরাচর,
রাশিচক্র-মুণ্ডমালা সাজে চারি দিকে তার।
বুধ ও বরদ করে,
সাম্যশক্তি সদা ধরে,
শুক্র বাম-নিম্নকরে দানব-মুণ্ড-আধার।
অসিতে কলুষ হরে,
ভৌম বাম উর্দ্ধ করে,
পৃথিবী বেষ্টিত ভালে অর্দ্ধচন্দ্র অর্দ্ধাকার।
অনন্ত-মস্তক-বেণী,
ধরা-রূপে ধরে মণি,
ব্রহ্ম-ডিম্ব কর্ণদ্বয়ে দোলে দুল দ্বিপ্রকার।
ধূমকেতু পুচ্ছ শিরে,
ও মুকুট শোভা করে,
বৃহস্পতি দক্ষিণোর্দ্ধে অভয় বিলায় তার।

এক পদ শিব হৃদে,
শনি রাখ অন্যপদে,
ব্রহ্মময়ি! মহাভাব অশিবে শিবে তোমার।
পুরুষ প্রকৃতি করে,
রাহু কেতু আছে প'ড়ে,
ঘোর বিপরীত ক্রমে করে দিবা অন্ধকার।
তারিণী কয় মহাগতি!
তুমি গো জ্যোতির জ্যোতি,
মহাশূন্যে মহাজ্যোতি ভ্রমে তব চারিধার।
তুমি মা! ও সৌর প্রাণ,
অনন্ত অনাদি স্থান,
মহাকাল হৃদে নিত্য নৃত্যোৎফুল্লা অনিবার।

("তারিণীতত্ত্ব সঙ্গীত" সম্বন্ধে লব্ধপ্রতিষ্ঠ জ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়ের অভিমত।)

আমাদের দেশের প্রখ্যাত জ্যোতির্ব্বিৎ মহাত্মা তারিণী-প্রসাদ জ্যোতিষী মহাশয়ের "তারিণী-তত্ত্ব-সঙ্গীত" নামে একখানি অপূর্ব্ব সঙ্গীত গ্রন্থ দর্শন করিলাম। এই গ্রন্থকারকে বড় জ্যোতিষী বলিয়াই জানিতাম। এক্ষণে ইহার অত্যাশ্চর্য্য প্রেম-ভক্তি-তত্ত্বজ্ঞানের দিব্যভাণ্ডার-স্বরূপ এই সঙ্গীত গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইঁহাকে, রামপ্রসাদ মহারাজা রামকৃষ্ণপ্রমুখ সিদ্ধপুরুষের স্থানীয় জানিয়া, ইঁহার উপর আমার শ্রদ্ধা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। বর্ণনা দ্বারা এ সকল সঙ্গীতের পরিচয় হয় না। এ সকল সঙ্গীত, ভক্ত সাধকের স্বসংবেদ্যো চিন্ময়ী সুধা। ইহাতে অজ্ঞানী হইতে গভীর-তত্ত্বজ্ঞানী সিদ্ধ যোগীর উপসেব্য, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় শক্তিপুঞ্জের ব্যঞ্জক, একটী অপূর্ব্ব রাশিচক্র আছে। সেই রাশি-চক্রের ঈশ্বরী, আদ্যাশক্তি, মহাকালরূপা মহাকালী—অনন্ত বিভূতি পুঞ্জে সাজিয়া দণ্ডায়মানা। ইনি পূজাবাটীর মৃণ্ময়ী শ্যামা নহেন। ইনি সেই অবাঙমনসগোচরা অনাদি-আদি-আদি-শক্তি, "অমূলং মূলং" মহাপ্রকৃতি। বিস্ময়ে ও পুলকে বিহ্বল হইয়া, বার বার এ মহাশক্তির পদতলে প্রণাম না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। আশা করি; নিবিষ্ট চিত্তে যিনিই এ গ্রন্থ দেখিবেন, তিনি এ গ্রন্থকারকে শতমুখে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

THE PENCIL & PAR DIARY PRESS, CALCUTTA.

তারিণী তত্ত্ব সঙ্গীত।

শ্রীকৃষ্ণবন্দনা।

———ঃ*ঃ———

গৌরী একতালা।

জয় জয় নারায়ণ মধুকৈটভ দর্পহারী।
কেশী নিসূদন কমললোচন নিকুঞ্জ বনচারী।
বঙ্কবিহারী বঙ্কঠাম,
নব-নটবর-নীরদ-শ্যাম,
বন-ভূষণ বন-আসন বনফুল-মালাধারী।
পীত-বাস শিরে ময়ূরপুচ্ছ,
হৃদয়ে কৌস্তভ-মণি-মাধুর্য্য,
আধ হাসিভরে বাঁশরী অধরে রাধা-হৃদি-প্রমত্তকারী
গোকুলের শশি গোপ-বল্লভ,
বৃন্দাবন-নব-ফুল-সৌরভ,
ননী-নধর নন্দদুলাল যশোদা-সর্ব্বস্বহরি,
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রাখাল সখা,
রস রাসেশ্বর রসিক একা,
কংস সুশাসন কালীয় দমন কদম্ব মূলচারী।

মহা কুরুক্ষেত্র পতি যাদব,
দ্রৌপদীর গতি নীলমাধব,
তারিণীর কৃষ্ণ-কালী অভিন্নদর্শন এক কমল দল'পরি

বাণী-বন্দনা।

ইমন ভূপালী মিশ্র পট্‌তাল।

বন্দে ভারতীম্ দিব্য-কুসুম ভূষণ ভূষিতাম্।
শ্বেতহাস শ্বেতবাস,
শ্বেত সরস উচ্ছাস,
শ্বেত সরসিজ-শির-আসীনাম্।
সিত-কৌমুদী রঙ্গিণী,
পীত-দুকুল-ধারিণী,
পিক কুহু কুহু নাদিনী,
ভ্রমর গুন্ গুন্-গীত বরাতাম্।
সিক্ত শিশির নীর,
নির্ম্মল-মলয় ধীর,
দলিতলতিকা শির,
সুসজ্জিত বসন্ত সহ মিলিতাম্।
ঊষা অরুণ-বরণী,
স্বর্ণ সীমন্ত শোভিনী,
সন্ধ্যা চামর ধারিণী,
নিশীথ-নীলাম্বর খদ্যোৎখচিতাম্।

তারিণী তত্ত্ব সঙ্গীত।

চন্দ্রাতপ-পূর্ণশশী,
প্রফুল্ল ত্রিদিববাসী,
নক্ষত্র মুকুতারাশি,
নেহারি ও অনুপম রূপ মোহিতাম্।
বেদবেদাঙ্গ-সঙ্গিনী,
কাব্যকুঞ্জ বিনোদিনী,
ব্রহ্মজ্যোতি উদ্ভাসিনী,
অনন্ত কল্পনা বাল্মীকি কণ্ঠশোভিতাম।
নবরঙ্গময়ী-সঙ্গীতরূপা,
বন্দে সুরাসুর ভাবস্বরূপা,
তারিণী-ত্রিতাপ হরা বন্দেমাতরং॥

১০ই বৈশাখ, ১৩০৩ সাল।

প্রকৃতি বন্দনা।

বেহাগ একতাল।

বন-বিহঙ্গ সঙ্গীত রবে শ্রবণ জুড়ায়।
প্রদোষ প্রসঙ্গে রঙ্গে ঝিঁঝিঁ ঝিঁঝিট্ গায়।
চন্দ্রমা চকোর মনোদাসি,
চায় চোখে চোখে বসি,
হসায় জোছনা হাসায় যামিনী সুধাকর সুধাকায়।
খদ্যোৎ খচিতা তিমির-বসনা,
প্রফুল্ল লতিকা প্রেম-নিমগনা,
সরস সৌরভ বিলায় চাঁদেরে কুসুম হৃদয় বাসনা পুরায়

নীরবে তারকা ফুটিছে অম্বরে,
নীরবে হাসিছে নীরব অধরে,
নীরব আঁধারে সোহাগের ভরে কলঙ্কী চাঁদের মুখ পুছায়।
তারিণী প্রকৃতি তরঙ্গে ভাসে,
কালা কল্পনায় পরাণ উদাসে,
ভাবে কোথা মূলাধারা তারা মার দেখা পায়॥

১৭ই বৈশাখ ১৩০০ সাল

গণেশ-বন্দনা।

——:*:——

জয় জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

প্রণমামি মূষিক বাহনম্।
জয় পরমানন্দ প্রেম-লহরী,
প্রশান্ত জ্ঞান-সাগর প্রস্রবণম্
জয় আনন্দ-কন্দ সচ্চিদানন্দ,
ভ্রান্ত-নিখিল ভয় বারণম্।
জয় বিঘ্ন বিনাশক সিদ্ধি বিধায়ক,
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব ভয় ভঞ্জনম্।
জয় পূর্ণেন্দু কান্তি, মহা-শুভ্র দন্তী,
অদ্ভুত বিজ্ঞান-রূপ ধারণম্।
জয় সুলম্বিত শুণ্ড, করী-রাজমুণ্ড,
লম্বোদর কাণ্ড স্থূলশক্তি বাহনম্।
জয় ত্রিভুবন পূজিত, সুরাসুর অর্চ্চিত,
মহাযোগান্বিত রাগরঞ্জিত লোচনম্।

জয় প্রকৃতি জীবন, সুকৃতি ভূষণ,
দুষ্কৃতি নাশন দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান কারণম।
জয় অলৌকিক শক্তি, শক্তি-সূত মূর্ত্তি.
ভক্ত তারিণী দুর্ম্মতি দমনম্।
১লা বৈশাখ ১৩০০ সাল।

সিন্ধু-মিশ্র—ঢিমা তেতালা।

নানা দেশে নানা বেশে জগন্মাতা নাম ধর।
নানা মতে নানা গীতে তোমায় ডাকে চরাচর।
কেহ বলে জগদীশ্বর,
যীশু খ্রীষ্ট আল্লা বদর,
কেহ বলে মা শিবদুর্গা ব্রহ্মা বিষ্ণু শ্যামসুন্দর।
কেহ ভজে মস্‌জিদে মা,
কেউ চার্চ্চে ভজে তোমা.
কেউ পীঠে, কেউ মঠে ভজে মা কেউ বা ভজে আপনার অন্তর
কেউ পূজে মা শালেগ্রাম,
কেউ দর্‌গা কেউ গয়াধাম,
কেউ লিঙ্গে কেউ তরবারে কেউ পূজে মা গাছ পাথর।
কারো শ্রীপাট ঘোষপাড়া মা,
কেউ ঘটে দেয় বেলপাত শ্যামা.
কেউ সমাজে কেউ নমাজে চক্ষু বুজে থাকে বিভোর।
কেউ ক্রস্ কেউ ত্রিশূলধারী,
কেউ চাঁদ কেউ তীক্ষ্ণ ছুরি,
কেউ নেশান কেউ নামাবলী ধরে ফোটা তিলক যন্তর।

কেউ কাশী কেউ বৃন্দাবনে,
কেউ মক্কা কেউ জর্দ্দানে,
কেউ পরেশনাথ নবদ্বীপে কেউ যায় অমৃতসর।

কেউ মন্ত্রে কেউ যন্ত্রে করি,
কেউ নাক কেউ পৈতা ধরি,
কেউ গানে কেউ বা মনে কেউ ডাকে মা ধ্বনির ভিতর।

কেউ জটা কেউ শিক্ষা বাঁধে,
কেউ টুপী কেউ পাগ্‌ড়ি ছাঁদে,
কেউ ধরা কেউ চূড়া পরে কেউ নেড়ে মাথায় দেয় মা গড়।

কেউ বিভূতি রক্ত চন্দন,
কেউ করে মা মালা বন্ধন,
কেউ আসনে কেউ চেয়ারে কেউ বসে মা মাটীর উপর।

কেউ চায় মা আকাশ পানে,
কেউ থাকে মা স্বরূপ ধ্যানে,
কেউ বকে কেউ ফুকারে কেউ হেসে নেচে কেঁদে বিভোর।

কেউ বেদী বা বৃক্ষ মূলে,
কেউ সাধে মা গঙ্গাজলে,
কেউ কবরে কেউ শ্মশানে কেউ গুহা মা ঘরের ভিতর।

কেউ কোরাণ কেউ পড়ে ভাগবত,
কারো বেদ মা বাইবেলে মত,
কেউ বুদ্ধিষ্ট, থিয়সফিষ্ট, ক্রিশ্চিয়ন্ পরস্পর।

কেউ খায় মা মাছ মাংস,
কেউ নিরামিষ পরমহংস,
কেউ মকার কেউ নিরাহার কেউ পূরে ফল মূলে উদর।

তারিণী তত্ত্ব সঙ্গীত।

তারিণী কয় রকম ভেবে,
তোর অন্ত কে বোঝে ভবে,
শিব হয়েছেন ভ্রান্তমতি না বুঝি মা তোর অন্তর ॥

১০ই চৈত্র ১৩০০ সাল।

পিলুমিশ্র ভর্ত্তঙ্গা।

আমার মন ! কবে নূপুর হয়ে মায়ের পায়ে বাঁধা রবি।
কুলুকুলু মধুর বোলে কবে মা বলে ডাকিবি।
ছাড়িয়ে মন তুচ্ছ পদ,
অসার ধন সম্পদ,
কবে সে আনন্দময়ীর রাঙ্গা পদে মিশে যাবি।
তারিণী বলিছে তোরে,
দিস্‌নে শ্যামার পদ ছেড়ে,
ও পদে মজিলে পরে চতুর্ব্বর্গ ফল পাবি।

৩রা কার্ত্তিক ১২৯৯ সাল।

মধু কানের চপ।

বাসনা করেছি চিত্তে শবাসনা পূজিব।
জ্ঞানকাণ্ডের মনোজবা মুক্তিদাত্রীর পদে দিব,
ধূপ-দীপ আর নৈবিদ্য,
আয়োজনে নাই মা সাধ্য,
বীজমন্ত্রে করে বাধ্য দুরারাধ্যা সাধিব।
ত্রিনয়না ! শোন্ মা বলি,
দিবনা আর পশু বলি,
ভক্তি-স্তম্ভে জ্ঞান-খড়্গে ষড়্‌রিপু বলি দিব।

করবো না তোর আবাহন,
করবো না তোর বিসর্জ্জন,
প্রসাদ হৃদে নিত্য ধন নিত্য নিত্য পুজিব ॥

ভৈরবী-পোস্তা।

আলো করা মা যে আমার
জগতের আলো-রূপিনী।
(আমার) আলো করে দাঁড়ায়ে আছিস্-
এই দেহ-গেহ খানি।
(আমি) কেমন করে দিব ছেড়ে,
তোরে যেতে কৈলাস পুরে,
মা ছেড়ে তনয়ে কোথা বাঁচে গো জগত জননি !
(আমি) একে ঘোর অন্ধকারে,
ডুবে আছি এ সংসারে,
বল্ মা কি লয়ে রব যদি খুঁজে না পাই চরণখানি।
আলো করা মা আমার তুই,
তোর পানে না চেয়ে রই,
(আমার) অন্ধকারে প্রাণের আলো নিভাস্‌নে জগদম্বে।

৩রা কার্ত্তিক ১২৯৯ সাল

কানেড়া,—একতালা।

আমার প্রাণের পূর্ণচন্দ্র প্রশান্ত নীলবরণী,
হাসিছে এ হৃদাকাশে অনন্ত সুধা রূপিণী।

নক্ষত্র মুকুতা মালা,
করে মা তোর বুক উজলা,
দিগম্বরী ভবজায়া ভব-ভয়-নিবারিণী।
কৃষ্ণ মানস কমলে,
শিশিরাশ্রু পরে গ'লে,
ছোটে ভক্তি-পরিমল ধুইতে ও পা দুখানি।
তারিণী বাসনা-রবি,
দেখিতেও নীল-ছবি,
কুসুম অঞ্জলি করে পূরেছে প্রভাতে আনি।
৩রা কার্ত্তিক ১২৯৯ সাল।

জয় জয়ন্তী—যৎ।

জবার প্রাণ মোক্ষ পেয়ে মিশে যায়
মায়ের পদে,
বাসি জবা বলে তারে বোঝে না
মানব হৃদে।
মন কবে তুই জবা হবি,
শ্যামা পদে মিশে যাবি,
জীবন্ত-ভক্তি-স্রোতে ভাসিবি কালী-নদে।
ছিঁড়িয়ে সংসার বৃন্ত,
কবে তুই হবি শান্ত,
ডুবাবি-ফল-বাসনা শ্যামাপদ-সুধা হ্রদে॥
৩রা কার্ত্তিক ১২৯৯ সাল।

ইমন কল্যাণ—আড়া ঠেকা।

কর্ম্মদোষে মজে মানব দোষ দেবে কি তোমায় শ্যামা।
তুমি কর্ম্মাতীতা কর্ম্ম, ওগো হর মনোরমা!
কর্ম্মাকর্ম্ম যত কিছু,
তুমি নও মা কারো পিছু,
কেবল কর্ম্মক্ষেত্রে সাকার রূপে ভক্তিযোগে দেখি তোমা।

৩রা কার্ত্তিক, ১২৯৯ সাল।

মূলতান,—আড়া ঠেকা।

মা! আমার এ প্রাণের ছবি তোর ও রাঙ্গা চরণ খানি।
(আমি) দিবানিশি হৃদ্-পদ্মে তুলে রাখি ত্রিনয়নি।
নিশ্বাসে বিশ্বাস করি,
তিলেক তোরে নাহি ছাড়ি,
কি জানি কাল কবে ভাঙ্গে ওগো নিরদবরণি!
সুষুম্নার রজ্জু দিয়ে,
বাঁধি যতন করিয়ে,
ব্রহ্ম-রন্ধ্র-যোগে জপি পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী।
রেখেছি এমন ভৃত্য,
সাধু সঙ্গে তারে নিত্য
পুছাইতে পা দুখানি বলি ধূমল বরণী।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১২৯৯ সাল।

মূলতান,—ঠুংরী।

দিক্-বসনা শবাসনা সদা ভাবি শ্যামা আমার,
নিরাধারা নিরাকারা চারি বেদে বলে আবার।
আমি পূজি সে চরণে,
কুসুম চন্দন দানে,
বেদে বলে ওকি কর, ও ফুল কি সাজে শ্যামার?
বসন ভূষণ দিয়ে,
সাজাই আমি মায়ে নিয়ে,
বেদে বলে ভ্রান্তমতি! এ সজ্জা কি শোভে উঁহার?
আবাহন মন্ত্র তন্ত্র,
আমি বলি মহামন্ত্র,
বেদে বলে ঘট সহ বিসর্জ্জন কর তোমার।
আমি করি হোম জপ,
বেদে বলে সুদুর্ল্লভ,—
জ্ঞানযোগে ভক্তিবেগে সদা দেখা হয় সে শ্যামার।

৪ঠা কার্ত্তিক, ১২৯৯ সাল

মেঘ,—ঢিমে-তেতালা।

কি দিয়ে সাজাব মায়ে এ সাজা কি সাজে মায়।
হেরেছে কুবেরের সজ্জা সাজাইতে রাঙ্গা পায়।
চন্দ্র সূর্য্য আঁখি যাঁর,
পৃথ্বী যে চরণ মার,
এ অনন্ত নীলাকাশ যে মায়ের নীল কায়।

জোছনা যাঁহার হাসি,
ছড়াইছে দশ দিশি,
যাঁহার নিশ্বাস বায়ু সদা বহে বসুধায়।
মেঘমালা কেশভার,
তারা দল রোম যাঁর,
দামিনী পলকনেত্রে, অশনি হুঙ্কার গায়।
নদ নদী পারাবার,
বস্ত্র হয়ে আছে যাঁর,
বন উপবন নিত্য পুষ্পাঞ্জলি দেয় পায়।
পর্ব্বত যাঁহার ধ্যানে,—
পাষাণ হয়েছে প্রাণে,
তারিণী তাঁহার সজ্জা ভক্তি বিনা কোথা পায়।

১৮ই কার্ত্তিক ১২০৩ সাল

ইমন পূরবী—আড়াঠেকা।

যা চাই তা দাওনা মা তুমি।
কি চাহিলে কি দাও, তা বুঝিনা আমি!
কি বলে ডাকিলে পাই,
কি চোখে তোমাকে চাই,
কি সে খুসী তত্ত্বমসি! তুমি জান অন্তর্য্যামী।
তারিণী বলিছে আজি,
কিসে মা তোমায় বুঝি,
কিসে তোমার কাণা ছেলে হয়ে যাবে পারগামী।

১লা চৈত্র ১২৯৯ সাল।

কুকুভা মিশ্র—ভর্ত্তঙ্গা ।

শ্যামা ! আমার সংসারের বড় গণ্ডগোল,
বাপ সন্ন্যাসী, মা উদাসী গোলে হরিবোল ।
ভাই থাকেন দেশান্তরে,
স্ত্রী রয়েছেন গৃহান্তরে,
আমি আছি মনান্তরে ভুলিয়ে আসল ।
হাতে নাই মা টাকা কড়ি,
কি দিয়ে তোর পূজা করি,
আমার আকাশ বৃত্তি অশেষকীর্ত্তি একূলা ঘরে দোল ।
তা[illegible]ী বলিছে হাসি,
আ[illegible]ন এলোকেশি !
তুমি আসি সর্ব্বনাশী করিলে পাগল ।

১লা চৈত্র, ১২৯৯ সাল ।

যোগীয়া,—আড়খেম্‌টা ।

আমার ভিটা মাটী হলো যে উচ্ছন্ন ।
মায়ের দুঃখ গেলনা মা, বাপ হলেন মতিচ্ছন্ন ।
মহাজনের ঋণের দায়ে,
ভবে আছি পাগল হয়ে,
এখানে অন্নদা ঘরে আমার পেটে নাইকো অন্ন ।
সারদা যার মায়ের নাম,
তারে হলেন লক্ষ্মী বাম,
তারিণী বলিছে মাগো ! ধন্য ! ধন্য ! তুমি ধন্য !

১লা চৈত্র, ১২৯৯ সাল ।

বিভাষ,—একতালা।

বাবা আমার সদাই পাগল,
না বুঝিয়া যোগমায়া, যোগমায়ায় হলেন বিহ্বল।
নয়ন মুদিয়া রন,—
ধ্যানবশে নিমগন,
ভালমন্দ সম জ্ঞান অমৃতে গরল।
নাহি চান পরিণাম,
পরিণাম তাঁরি নাম,
যায় যাক্ হয় হোক্, পথের সম্বল।
তারিণীর এ দুঃখ রৈল,
বাপে পোয়ে সমান কৈল,
আর না কপালে হ'লো চরণ-কমল।

১লা চৈত্র, ১২৯৯ সাল।

বিভাষ,—আড়া ঠেকা।

সোজা শান্তি খোজরে মন ধনজন বিদায় ক'রে।
তুমি কার, কে তোমার, এসেছ দুদিনের তরে।
সুখের স্বপন দেখি,
অসুখী করোনা আঁখি,
উড়ে যাবে প্রাণপাখী সময় আসিলে পরে।
ছেড়ে দাও বিষয়-আশা,
গৃহসুখ ভালবাসা,
তারিণী বলিছে অন্তে পাবে দীন্ তারিণীরে।

১লা চৈত্র, ১২৯৯ সাল

মিশ্রটোরী,—একতালা।

মা! তোর খেপা ছেলেয় খেপিয়ে কি লাভ মা তারা।
সে যে মা মা বলে ডেকে মরে তবু তুই মা দিস্‌নে সারা।
(ওগো পাষাণের মেয়ে! তবু তোর পায় না সারা)
সে যে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়,
তোর নামে ধূলো মাথায়,
লোকে তাকে পাগল বলে তোর ভাবে সে আত্মহারা।
তার ছেঁড়া কাঁথা এলো মাথা,
মাথায় দেয় মা ভাঙ্গা ছাতা,
(সে যে) এদিক্ ওদিক্ খুঁজে বেড়ায় ভিক্ষা করে পাড়া পাড়া।
(সে যে) আপনি হাসে আপনি কাঁদে,
আপনি পরে আপনার ফাঁদে,
তার উপায় নাই মা এ সংসারে তোর ও চরণ-তরী ছাড়া।
(তার) ভক্তি হীনে বায়ু বৃদ্ধি,
বদ্ধিতে না পায় বুদ্ধি,
তারিণী কয় বিষ্ণু তৈলে উপকার তার যোলকড়া।

৩রা চৈত্র, ১২৯৯ সাল

বাউলের সুর।

মা! আমার খেতে নাইকো ঘরে।
তুমি না দিলে পাই না তারা!
তোমার উপর সকলি নির্ভর,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা জন্মজন্মান্তর,
যাহা কিছু পাই তোমারি সংসারে

তুমি অন্নপূর্ণা এ তিন ভুবনে,
কেহ নাহি হেথা থাকে অনশনে,
ডাকে ক্ষুধা হ'লে মা বলে তোমারে।
দয়া করে তুমি দাও সবার অন্ন,
সকলের প্রতি সমান প্রসন্ন,
কেবল মনে নাই তোর অধম তারিণী ক'রে।

৪ঠা চৈত্র, ১২৯৯ সাল

বাউলের সুর।

আমার মন যায় কোন্ গঙ্গা স্নানে।
(এই) দেহের মধ্যে জ্ঞান-গঙ্গা যে, দেখে না সামান্য জ্ঞানে;
দর্শনে যার মহাস্নান,
স্পর্শনে অমৃত পান,
মনে নিলে পাও যাঁহারে তাঁরে খোঁজ কোন্খানে।
জলে ডুবে হয় না পুণ্য,
জল ফল যে দেহের জন্য,
ভক্তি-রসে প্রেমে ডুবে মজরে অনন্ত ধ্যানে।
তারিণী বলিছে খুলে,
ডুব দেরে মন কালী ব'লে,
(ও তুই) এক ডুবে স্বর্গে যাবি ফুরাবে ডুব এ জীবনে।

৪ঠা চৈত্র, ১২৯৯ সাল।

সাহানা—যৎ।

আমি কি দিয়ে পূজিব শ্যামা! চরণ দুখানি তোর মা।
আমার নাহিক শকতি কিছু তুই যদি না দিস্ গো উমা!

নানা রত্ন উপহার,
দেয় যে তোমায় তুমি তার,
আমি জবা-বিল্বদলে অনুদিন পূজি তোমা।
আমায় দাও বা না দাও দয়াময়ি!
আমি জানিনা মা তোরে বই,
তারিণীর এই বাসনা ওগো হর মনোরমা!

৬ই চৈত্র, ১২৯৯ সাল।

পুরবী—একতালা।

আমি কি নিয়ে কাটাব কাল মা কালী।
আমাকে করেছিস্ তুই মা, ঐ চরণ ধনের কাঙ্গালি।
এত ধন যার মায়ের ঘরে,
তারি ছেলে ভিক্ষা করে,
দ্বারে দ্বারে ঘুরে মরে তার দিকে না ফিরে চালি।
যেমন মা তোর পতির দশা,
আমারও তো সেই দুর্দ্দশা,
বাপে বেটায় এক সঙ্গে পাগল কোরে খাবুলি।
মা বাপ তো গেছে সারা,
আপনি মা তুই বাবা ছাড়া,
দিগম্বরী হরজায়া তুই মা আমার পাগ্‌লী।
লোল রসনা নীলবরণা,
মুণ্ডমালী ঘোর দশনা,
তারিণীর মুণ্ডুটা মা! বাসনে যেন ভুলি।

(৬ই চৈত্র, ১২৯৯ সাল।)

মেঘ.—ঢিমেতেতালা।

কামরূপা করাল বদনী।
ভীষণ-ভূষণা, ভীষণ-মেঘনাদিনী।
ভীষণ-নীলবরণা,
ভীষণ ভ্রুকুটি-দশনা,
ভীষণ-দ্রুতগমনা. ভীষণ-চারিণী।
ভীষণ শব পদতলে,
ভীষণ নরমুণ্ড গলে,
ভীষণ-কাল-সমরে ভীষণ খর্পরধারিণী।
ভীষণ রুধির মগনা,
ভীষণ নৃশব আসনা,
তারিণী প্রসাদের ভীষণ কালভয়বারিণী।
(৭ই চৈত্র, ১২৯৯ সাল)

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

যেজন আনন্দময়ীরে ভাবে,
তার ভাবনা কিসে ররে;
যার ভাবনায় পাগল ভোলা,
ভুলে আছেন এ সংসারে।
আনন্দ যার বাধা সে পায়,
যে জন সে আনন্দ চায়,
তার কিসের অভাব নিরানন্দ,
চলে যায় সে ভবপারে।

তারিণী যে তারা বিনে,
আর কিছু না ভবে চিনে,
তিনি যে জগন্মাতা, জীবনদাতা,
ভব আনন্দ-বাজারে ॥

(৭ই চৈত্র, ১২৯৯ সাল।)

সিন্ধু,—ঢিমে তেতালা।

কালি ! কি দিয়ে পূজি মা তোমা,
ভক্তি হীন আমি অতি।
আমার মনের ভিতর পশু ভাব মা,
ঘুচান নাই পশুপতি।
(মাগো !) তারা আমার কপাল মন্দ,
না জানিলাম ভাল মন্দ,
কেবল বৃথা দ্বন্দ্বে বৃথা ধবন্দে বসে কাটাই দিবারাতি।
তারিণীর হলোনা কিছু,
কর্ম্মদোষে প'লো নিচু,
এখন পড়েছি মা তোমার পিছু যা তুমি কর মা গতি।

(৭ই চৈত্র, ১২৯৯ সাল।)

ভক্ত প্রসাদী সুর,—একতালা।

আমি ঝাঁপ দিব মা কালীনদে।
এ কলঙ্ক রাখ্‌তে নারি।
আমার হৃদে কালী, মুখে কালী,
মন কালী মা কালীর বাড়ী।

সাত জন্মে উঠে না খুলে,
এম্‌নি কালী যায় না ম'লে,
এখন মা বলে প্রাণ উথলে,
কালী কালী ডাক ছাড়ি।
তারিণী কয় ভক্তি বলে,
কালী পায়ে জবা দিলে,
আপ্‌নি উঠে মনের কালী,
দেখেছি তা বিচার করি।

(৮ই চৈত্র, ১২৯৯।)

আলিয়া ঠুংরি।

আমার মন-নেয়ে, কোন্‌ পথ দিয়ে,
দিবেরে নৌকা ছাড়ি।
সে যে হানা ডাকে, জলের পাকে,
চারি দিকে আঁধার ভারি।
পাপের ভরা বোঝাই ক'রে,
এনেছি এ সাগর পারে,
এখন ভেবে মরি, আহা মরি!
ভব সিন্ধু কিসে তরি।
কালের ঘরে বাজে ডঙ্কা,
শুনে হয় প্রাণের শঙ্কা,
তারিণী কয় কালীনামে যেতে হয় না কালের বাড়ী।

(৮ই চৈত্র, ১২৯৯।)

সিন্ধুভৈরবী,—যৎ।

যা করার তা কল্লি কালি! আর কিছু মা বাকী নাই।
আমার সকল আশা মিটে গেল, বল মা এখন কোথা যাই।
আমি হাত বাড়ালাম চাঁদ ধরিতে,
আমার চাঁদে হলো রাহু দেখ্তে,
এখন একুল ওকুল দুকুল গেল কিসে মাগো প্রাণ বাঁচাই।
(আমার) জল চাইতে বজর দিলি,
আর কি মা বাকি রাখ্লি,
এখন তোরে নিয়ে এ সংসারে বল মা তারা কোথা দাঁড়াই।
(দীন্) তারিণীর তো আশা যায় না,
তবু চায় তোর চরণ কণা,
আশায় আশায় ফিরি যদি সর্ব্বনাশী তোরে না পাই।
(৮ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বিভাষ,—একতালা।

নীলকাঞ্চন বরণী, নগেন্দ্র নন্দিনী,
নীলকণ্ঠ হৃদে বিরাজে আহা কি!
নীলকুন্তল কলাপে, চারু ভুরু চাপে,
নীল আঁখি-সর আহা কি দেখি!
নবীনা নিবিড় নিতম্বিনী,
নব-ঘন-নীল-কাদম্বিনী,
নব হাসি ধরে সুনীল অম্বরে নীল শশীমুখী।
রাঙ্গাপদে রাঙ্গা-অসুর-শোণিতে,
রাঙ্গা জবা দিতে, পারিব কি আজ,

কি হবে উপায় তারা! তারিণীর,—
চাহিতে যেন মা! ঝলসে আঁখি।

(৮ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বেহাগ,—আড়া।

আমি কূল ছেড়ে অকূলে ভাসি,
ওগো কুল কুণ্ডলিনী।
আমার কোন কুলে সুখ হলোনা,
দনুজ-কুল-দলনি!
না হলেম রাজা বাদ্‌শা,
না মিটালেম ভোগ পিপাসা,
পিপাসা যে রয়ে গেল মা! চারি যুগের লয়ে পানি.
না হলেম মা ফকির কাজি,
সন্ন্যাসী মোল্লা বাবাজি,
বিষয়ে মজে পাজি ভুলিলাম ও চরণখানি।
বৈষ্ণবকুলে তাঁতিকুলে,
না রলেম মা! কোন কুলে,
এখন দাঁড়াইয়ে ভব-কূলে কাঁদে মা তোর তারিণী।

বিভাষ,—একতালা।

রাঙ্গা ফুলের রাঙ্গা মুখে সাজাব মা! পা দুখানি।
দেখিব হাসি চলে ভক্তি গ'লে, হাসি ভরা বদনখানি,
রাঙ্গা পদ ছেড়ে দিয়ে,
রবনা চোক্ বুজিয়ে,

কি জানি লুকাস্ যদি হর-হৃদে নীলবরণি!

তারিণী অন্য ধ্যানে,

চায় না মা! তোর পানে,

সে ধ্যানে মা! যায় না ক্ষুধা জগৎ ক্ষুধা নিবারিণী।

(৮ই চৈত্র, ১২৯৯।)

গুর্জ্জরী টোরী—কাওয়ালী।

মা বোলে ডাকলে ছেলে পায়না মায়ে

হলো কি এ বিষম দায়।

মা হলে নিতেন কোলে, বাবা বলে

হাত বুলাতেন ছেলের পায়।

মায়ের পো সবাই বলে,

বাঁচেনা সুত মা না হলে,

জননী শিশুকালে কত ক'রে প্রাণ বাঁচায়।

আজ আমি মা মা করি,

কত যে কেঁদে মরি,

মা এসে কন্ না কথা, লন্ না কোলে হলো একি

—বিষম দায়।

তবে কি এ সতীন ছেলে,

তাতেই মা গেলেন ফেলে,

তারিণীরে নিরাশ ক'রে একেবারে ঠেলে দিয়ে

—রাঙ্গা পায়।

(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বেহাগ,—যৎ।

আমার ভরসা সকল গেল মা!
তুই হলি বিমুখী তারা।
যা ছিল মা পথের সম্বল
তাও আজ হলেম হারা।
কাল কি হবে দীন্‌তারিণি!
না জানে মা দীন তারিণী,
এখন মোলে যদি ভাল হয় মা!
তাই গো তুমি কর ত্বরা।
আমি মোলে কি ফুড়াবে
(তোমার) যেমন জগৎ তেম্নি রবে,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে জুড়াবেন মা বসুন্ধরা।
(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।

জয়জয়ন্তী,—যৎ।

ইচ্ছাময়ি! যা কর মা সকল ইচ্ছা তোমার হাতে।
তুমি দাও যদি পাই, না দিলে নাই, বেচে থাকি
তোমার ভাতে।
হাত পা সর্ব্বস্ব তুমি,
সোনার পুতুল কেবল আমি,
যেম্নি নাচাও তেম্নি নাচি, যেদিকে লও সেই দিকেতে।
পঞ্চভূতে গড়িয়ে দেহ,
তুমিই তাতে প্রাণ দেহ,
আবার যখন ইচ্ছা কেড়ে লও মা এই মাটির দেহ হ'তে।

(তুমি) কারে কর রাজা উজির,
(তুমি) কারে লও মা ক'রে ফকির,
কারে দাও মা হীরা মতি কারে ভাঁড়াও ভিক্ষা দিতে।
তুমি কেমন তুমি জান,
তোমার কথা তুমি মান,
ভাঙ্গা গড়া তোমার খেলা কেউনা বোঝে এ জগতে।
তারিণী কয় আছ তুমি,
সকলেরি অন্তর্য্যামী,
যাহা ইচ্ছা তাই কর মা ঠেলোনাকো পদাঘাতে।
(৯ই চৈত্র ১২৯৯।)

নিরঞ্জন করবো মায়ে আজ আমি এ নয়নজলে,
ভাসিব রে নিরাধারা নিরানন্দ সলিলে।
শ্মশানে যার পতির বাস,
তার কপালে আর কি আশ,
চির বিসর্জ্জন বিনা অনন্ত কাল-কবলে।
ছেলের দুঃখ যাবেনা তার,
বাপ ভিখারি সদা যার,
দিবা নিশি সিঙ্গা ফুকে ববভম্ ববভম্ বলে।
সিদ্ধি ভাঙ্ যে ঘরের সজ্জা,
উলঙ্গে যার হয় না লজ্জা,
ব্যাঘ্র চর্ম্মে করি শয্যা যিনি শোয়ান তরুতলে।

(আমার) সোণার মায়ের সোণার পদে,
ধূলো লাগে দেখে না যে,
তারিণী কয় বেঁচে কি ফল দেখে যদি এমন ছেলে।

(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

মা! তুমি উলঙ্গ কেন।
বাবার ঘরে নাইক বস্ত্র, তাই তোমার এ দশা হেন?
বাবা থাকেন চির ঘোরে,
দেখেন না কি আছে ঘরে,
ভক্তের প্রাণে সয় যে না মা, তোমার ওরূপ করি ধ্যান।
তুমি খাও কি না খাও তারা,
বাবা ফিরেন পাড়া পাড়া,
ভেবে মরে তারিণী তাই হারাইয়ে আত্ম জ্ঞান।
ছাই ভস্ম কি যে মাখেন,
একবারও নাহি দেখেন,
তুমি যে তাঁর প্রাণের লক্ষ্মী, তোমার এ দশা কেন।
তারিণী কয় লক্ষ্মী যে হয়,
পতি যেমন তেম্নি সে রয়,
অমন মায়ে অমন বাপে পাই মা তারা অন্তে যেন।

(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

জংলা—একতালা।

মা তুমি একলা কেন রণে ?
পতি যার শমনজয়ী তার পত্নী কেন এখানে !
ঘরের মেয়ে ঘরে থাক,
ঘর কন্যা সকল দেখ,
পুরুষ হতে, আস্‌তে ভাল, নাশ্‌তে অরি অসুরগণে।
খেপেছে পুরুষগুলো,
তোমার তায় রাগ কি বল ?
এসেছ একলা হেটে, এই মাঠে, কার মা কাতর আহ্বানে।
তারিণী কয় বুঝ্‌লিনে মন,
এ মেয়ে নয় যেমন তেমন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবে বসে আছেন যাঁর ধ্যানে।
মেয়ে পুরুষ নাই একা,
তুচ্ছ জ্ঞানে যায়না দেখা,
যে দেখেছে সেই পেয়েছে আদ্যাশক্তি পূর্ণ জ্ঞানে।
(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

সোহিনী—আড়াঠেকা।

রাজার মেয়ে রাজনন্দিনি ! মুণ্ডুমালা পেলে কোথায় ?
যখন অসুরগুলো ছিল না মা ! তখন কি মা পরতে গলায় ?
যখন ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব সবে,
তোমায় না জান্তেন ভবে,
তখন কোথা ছিলে তারা তুমি নাম ছিল কি বল আমায় ?

রূপাদি না হতে সৃষ্টি,
তুমি হতে কিরূপ দৃষ্টি,
তখন ক'টা হাতে কি বেশেতে কার ধ্যানেতে থাকৃতে কোথায় ?
পৃথিবী হয়নি যখন,
চন্দ্র সূর্য্য ছিল না মন,
(তখন) ঘোর অন্ধকার ভূতে কি ভাবে কে দেখ্‌তো তোমায় ?
তারিণী মা ! সে ভাব ভেবে,
পাগল হয়ে তোমায় ভাবে,
মা তুমি বুঝাও তবে আসল ভাবে ভবানন্দময়ি ! আমায়।
(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

মুলতান—ঝাঁপতাল।

মা ! আজ কি শুনালে কার কোলে কারে দিলে ত্রিনয়নি !
শুকনো পাছে ফুল কেন মা ! সুমধুর মুখখানি।
আঁধারে চাঁদের আলো,
একি মাগো দেখ্‌তে ভালো ?
(নিমাইর) জন্মের মধ্যে কর্ম্ম এযে চৈত্রমাসে যাস শুনি।
হাঁকৃছে কালে নিরনব্বই,
বেদ চৈত্রে মা ব্রহ্মময়ি !
এর মাঝে কেন দিলে মা ! মৎস্য মূলের চক্রখানি।
এযে মা বিষম চক্র,
কুম্ভে চন্দ্র রাহু নক্র
ধরে লয়ে যাবে যে মা ! বিষয় জালে আমায় টানি।
গুরুবার, ধনিষ্ঠা দেখি,
আমায় বলে ভাব্‌ছ ও কি ?—

বারুণী,—বারুণী যোগে এইবার কিছু হবে জানি।
তারিণী কয় হয় যাক্ থাক্,
বারেক আগে মা বলে ডাক,
সকলি তাঁহার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তিনি ॥
(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বাউলের সুর।

শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে কেনরে আনন্দ রোল,
আবার কি জন্মিলেন প্রভু সঙ্গে লয়ে হরিবোল।
হরির চরণ বক্ষে করে,
কোথা আজ আছি প'রে,
আজ এ প্রাণ ভাব্‌ছে তারে একবার গিয়ে দিতে কোল।
হরি প্রেমে মাতোয়ারা,
হয়েছি আত্মহারা,
শুনে সে মুখের সারা মধুমুখে হরিবোল।
যদি সে না হয়রে নিমাই,
পতিত পাবন প্রাণের নিতাই,
তাহলে এ প্রাণে কাজ নাই, পাততারি গুটায়ে তোল্।
যদি হয় জগাই মাধাই,
আয় তারে কোলে লই ভাই,
পরে যা'ক গউর প্রেমে হরিনামের গণ্ডগোল।
তারিণী-চৈতন্য শ্যামা,
জগতের নিরুপমা,
প্রেমাবেশে উলঙ্গিনী (আজ) নেচে নেচে বাজান খোল্।

সঙ্গে বাজে মন-করতাল,
হৃদয় তায় দিচ্ছে তাল,
বলিছে সামাল সামাল ছয় রিপু খেয়ে ঘোল।
(৯ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বাউলের সুর।

ও ভাই! আয়না সবে মধুসূদন নাম গেয়ে বেড়াই।
বিপদের ভয় রবে না, আয়না হরির পায়ে লুটাই।
ঘরে মা কল্পতরু,
রয়েছেন জগৎগুরু,
আয়না রে প্রাণভরে, মা বোলে ডেকে তাঁরে
প্রাণ জুড়াই।
বিফলে গেলরে দিন,
দিন দিন হলিরে ক্ষীণ,
ছিলি নবীন হলি প্রবীণ সে দিনের আর বাকি নাই।
ছেড়েদে বিষয় আশা,
ঘর বাড়ী রং তামাসা,
(ও তোর) ভালবাসা সব কুয়াশা, দারাপত্য কেহ নাই।
তারিণী বোল্‌ছে তোরে,
আয়না ভাই নামের যোড়ে,
কালরূপ ভাবনা ক'রে কালিদহে ডুবে যাই।
(ও ভাই ভব-সিন্ধু ত'রে যাই)।
(১২ই চৈত্র, ১২৯৯।)

মুলতান—ঝাঁপতাল।

কেনরে মন! বিরোধ কর বিরোধের কি সময় তোমার।
যেই কৃষ্ণ সেই কালী ক'রে দেখ মনে বিচার।
যিনি বৃন্দাবনে দোলে,
নব ঠামে শ্যামের কোলে,
তিনিই আবার শিবের বামে কৈলাসেতে করেন বিহার।
যিনি ব্রজে কাত্যায়নী,
তিনি তথা রাধারাণী,
উৎকলে বিমলা দেবী জগন্নাথ ভৈরব যাঁহার।
যিনি কামরূপে কালী,
তিনি ব্রজে বনমালী,
মুণ্ডমালা বনমালা, অসি-বাঁশী সব তাঁহার।
উভয়েই নব ঠাম,
একই বরণ শ্যাম,
একই ত্রিভঙ্গ রঙ্গ যুগল মূরতি আবার।
একই কটাক্ষে চা'ন,
জগতের মন ভুলান,
যোগিনী গোপিনী সমা সঙ্গিনী একই তাঁর।
একই নূপুর পায়,
রুনুঝুনু বাজে তায়,
তারিণীর বাসনা অন্তে ঐ বোল্ শুনিবার॥

(১২ই চৈত্র, ১২৯৯।)

সিন্ধুভৈরবী—আড়া ঠেকা।

বামে হেলে চুল দোলে কি শোভা শ্যামা তোমার।
পড়েছে বাবার গায়ে তাই বাবা অবশ আমার।
লয়ে তোমার চরণখানি,
বক্ষে ধরেন ত্রিনয়নি!
যেতেছেন মহাধ্যানে নাইকো জ্ঞান তাঁহার।
পত্নীভাব ভুলে গেছেন,
আনন্দে হৃদয় ভর্‌ছেন,
ভাবিয়ে মাতৃরূপা প্রকৃতি পুরুষাধার।
তুমিও আত্মহারা,
দেখ ছো না দিচ্ছ সারা,
নাশিছ ভবের ভার আপ্‌নি ভাবণ অবতার।
তারিণী বলিছে মাগো!
মানুষ ভাবে বারেক জাগো,
প্রকাশ জ্যোতির্ম্ময়ী হৃদ্‌পদ্মে অনিবার।

(১২ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বাউলের সুর।

শ্যামা, আমার নবদ্বীপে যুগল-রূপে
নিত্যানন্দ গৌর হলি।
মা, তুই অসুর কুলে সমর, ছলে
নেচে প্রেম বিলাতে এলি।

মা তুই দশভুজে প্রেম বিলাস্ মা,
তোর প্রেম কে জানে শ্যামা,
পেয়েছিলেন কিঞ্চিৎ তাই শিব থাকেন না নয়ন মেলি।
শম্ভু আর মহিষাসুরে,
জগাই মাধাই দুইটীরে,—
কত কোরে কাল সমরে হরিপ্রেম মা তুই বিলালি।
রক্তবীজ বিনাশ কালে,
লোল রসনা পড়ে ঝুলে,
প্রেমাবেশে আত্মহারা তখন গৌর মা কালী হলি।
(মা তুই) নেচে নেচে প্রেম বিলাস্ মা,
তোর সমা কে আছে শ্যামা।
তুই বিষ্ণুপ্রিয়া মনোরমা শচীর ঘরে মুণ্ডমালী।
তারিণী বলিছে অন্তে,
রাখিস্ গো তায় পদপ্রান্তে,
সে যে অধম হরিদাস তোর ভকত গৌরাঙ্গের কালী।
(১৩ই চৈত্র ১২৯৯।)

গাড়া ভৈরবী,—আড়া ঠেকা।

মা তুই অন্নপূর্ণা আজি,
অন্ন দে মা এ সন্তানে।
এ সংসার তোর অন্নক্ষেত্র,
আমার প্রাণ যায় অন্ন বিনে।
জলে স্থলে শূন্যদেশে,
কেহ নাই মা উপবাসে,
সবাই মা বোলে ডেকে তোর অন্ন খায় গো এসে।

চৌদিকে আনন্দ রোল,
মুখে অন্নপূর্ণা বোল্,
আমি কিন্তু তোরে ছেয়ে, আছি চেয়ে কাশীর পানে।
ঘরে ঘরে শিবের কাশী,
প্রাণ-মণি দেউলে বসি,
তুই রয়েছিস্ বুদ্ধিরূপে দেখিনে তোরে নয়নে।
শিব দেহ জ্ঞান-গঙ্গা যে মা,
তার প্রতি মোর ভক্তি নাই মা,
তাই খাই খাই করি তারা! শোননা তুমি শ্রবণে।
তারিণীর মরণ ভাল,
বুঝ্লে না সে পরকাল,
পেটের দায়ে সব খোয়ালো বৃথা অন্নের অন্বেষণে।

(১৪ই চৈত্র, ১২৯৯।)

সিন্ধু—ঢিমেতেতালা।

দেহ-কাশী প্রাণ-বরদা বুদ্ধি-শিব
কি বুঝ্লিরে মন।
ও তুই রেলে চেপে কাশী যেতে
করিস্ কত আয়োজন।
বলিস্ শিব হবো মলে,
শিব ছাড়া তুই কোন্ কালে?
প্রাণ গেলে শিব পেলে শিবের হয়না প্রয়োজন।

মন-মণিকর্ণিকায় বসে,
অন্তর্জ্জল তোর সো'হংবশে,
মেশামিশি পঞ্চভূতে বারমেসে তোর মরণ।
তুই মরবি কি আছিস মরে,
দেখ্না মনে বিচার কো'রে,
মন্ না মেরে মরা মানুষে পায় না শিবের দরশন।
তারিণী কয় জ্ঞান থাকতে,
ঝাঁপ দেরে মন জ্ঞান গঙ্গাতে,
কোশাকুশি ফেলে দিয়ে কালী নামে কর তর্পণ।

১০ই চৈত্র, ১২৯৯।)

ললিত বিভাষ,—একতালা।

ভক্তি রাজ্যে নয়নজলে পা ধুয়ায়ে শুধু পায়,
ভক্তি হীন শক্ত মাটি কাদা করা বড় দায়।
ভক্তের প্রাণ ফুলের মত,
প্রেম শিশির পেলে হয় আনত,
কাঁদ কাঁদ মুখখানি সে, মরি কত শোভা ধরে হায়।
ভক্ত মারলে নাহি মরে,
জীবন্ত দেখ্তে সে পারে,
(বিশ্বাসের) প্রাণ শেকলে বেঁধে রেখে হিয়া মাঝে রাঙ্গা পায়।
ভক্ত আব্দেরে ছেলে,
পাগল করে শুধু নামবলে,
কথা বলে প্রাণ খুলে, মা বলে ডাকলে তাঁরে সাড়া পায়।

ছুটাছুটি করেনা যে সে,
(কেবল) প্রাণ লয়ে ভাবে সে বসে,
আপ্না হতে সকল ভুলে থাকে তাঁর চরণ সেবায়।
তারিণীর তাইতো কেবল আশ,
জ্ঞান শিখে হলো সর্ব্বনাশ,
মা তুমি হওগো পরকাশ রাঙ্গা জবা দি ছুটী ও রাঙ্গা পায়।
(১৪ই চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর,—একতালা।

শমন তোরে দেখাব কলা,
ছেড়ে তোর রেয়ত জমী, দেবোত্তরে মার খাসে বেঁধেছি চালা।
ছয় কড়া তোর খাজনা বাকী,
দিব তোরে তাও ফাঁকি,
(ঘরে) শূন্য কলসি একটা আছে (তাই) দখল ক'রে নেনা শালা
মা বোলেছেন মৌরস পাট্টা,
দিবেন আমার প্রাণের ঘরটা,
(আবার) পাকা করে দিবেন আমায় একেবারে দোতালা।
ভক্তি-রোক্‌খাজনা নেবেন,
নজর ট্যাক্‌স কিছু না চাবেন,
(দেখ ছেলের মত)
আপ্‌নি করে অনুগ্রহ আস্‌বেন যাবেন দুবেলা।
পুলিস প্যায়াদার ভয় রবেনা,
অপরাধে নাই জরিমানা,
মা যে আমার মহারাণী তুই তাঁর কি জানিস্ ঠেলা।

আর সে ছটার ভয় করি না,
প্রাণ থাক্‌তে আর মরি না,
তারিণী কয় কাইমী সত্ত্বে রেজেষ্টারী আছে কন্তলা।

(১৪ই চৈত্র, ১২৯৯।

সোহিনী—একতালা।

গয়াধামে পিণ্ডি দিয়ে পিতৃলোকের হয়না উদ্ধার।
(ও তোর) দেহের মধ্যে পিতৃলোক যে আগে শ্রাদ্ধ করনা তাহার।
বিষ্ণুপদ তোর বেঁধে প্রাণে,
হৃদ্ পিণ্ডটী দে সেখানে,
(তবে) অনায়াসে তরে যাবি পুনর্জ্জন্ম হবেনা আর।
ভূতের পিণ্ডে ছাড়েনা ভূত,
কর্ম্ম-ভূত সে বড় অদ্ভুত,
সঙ্গে আসে সঙ্গে যায় সে, বাসনা তার পিণ্ডি খাবার।
ডেকে বিবেক বুদ্ধি গয়ালীরে,
তাড়িয়ে দেনা মন পেত্‌নীরে,
(ও তুই) আপ্‌নি মরে আপনার পিণ্ডি দেনা তবে হবি উদ্ধার।
তারিণী কয় শ্রদ্ধা শ্রাদ্ধ,
ভক্তি-পিণ্ডি পরম শুদ্ধ,
(ও যেজন) দিতে পারে মায়ের পদে বাপের বেটা সেই আমার।

(১৫ই চৈত্র, ১২৯৯।)

বাহার—ঠুংরী।

এযে কলি, ঘোর কলি মা!
কোথায় তারা পালাই এখন।
দেখে শুনে হতবুদ্ধি বিপরীত সব চাল চলন।
(কলির) ব্রাহ্মণে নাই ব্রহ্মত্ব,
বেদ হয়েছে আমসত্ব,
(কেবল) চালকলা নৈবিদ্যতত্ত্ব গৃহেতে শ্রীমতী স্মরণ।
(কলির) পৈতা যায় ধোপাবাড়ী,
সন্ধ্যা আহ্নিক বে সরকারী,
মদ বেশ্যা ছল চাতুরী এখন কেবল অঙ্গের ভূষণ।
মায়ে দেয় মা গুদাম ভাড়া,
মাগ্ বল্‌তে হয় মা সারা,
বাপের ছেলে বল্‌তে তারা লজ্জায় হয় অধোবদন।
মেয়ে থুয়ে ছেলে বিক্রি,
আর কি মা আছে বক্রী,
কুলীন বলে নাম কওলায় মা কুলে আছে ষোলকাহন।
খাদ্যাখাদ্য নাই মা বিচার,
ভার্য্যা ছাড়ে আপন ভাতার,
ছেলে খৃষ্টান মেয়ে নচ্ছার পাজির পাজি হদ্দ এখন।
সমাজ আছে লক্ষীছাড়া,
ধর্ম্ম আছেন মর্ম্ম হারা,
তীর্থগুলি পাপের ভরা ভণ্ডের গায়ে ভস্মলেপন।
গঙ্গা গেছেন বাপের বাড়ী,
লক্ষ্মী আছেন ম্লেচ্ছপুরী,
সরস্বতীর ছড়াছড়ি সকলেই মা বিদ্যাভূষণ।

মহাশক্তি বেশ্যাকণ্ঠে,
ব্রহ্মা আছেন বোতল ভাণ্ডে,
কোথা থাকেন কোথা যান মা বিষ্ণুর কিছু নাই নিদর্শন॥
চক্ষুমুদে ত্রিপুরারি,
আছেন মা তোর পায়ে পড়ি,
গাঁজা সিদ্ধি কিছু খান্না মা দেখে শুনে ভয়ে মগন॥
তারিণী কয় ঐ মগনে,
থাকি যেন তোর চরণ ধ্যানে,
হেরি যেন দিবানিশি ঐ অসুর গুলির কাটা বদন॥

(১৫ই চৈত্র, ১২৯৯।)

খাম্বাজ।—একতালা।

তুলসি তলে খেপা ছেলে, ও তুই কি পূজা করিস্‌রে বল?
ও তোর প্রাণের ভিতর পরম তুলসি দেনা তাঁরে ভক্তি জল॥
ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ঘট স্থাপন,
সাগর জলে পরিপূরণ,
যার উপরি হিম-গিরি সপত্র নারিকেল ফল॥
নিত্য ফুল বনে বনে,
যাঁরে পূজে ফুল্লমনে,
অবিরাম গন্ধবহ দেয় যাঁরে ধূপ সকল।
আচমন অর্ঘ্য পাদ্য,
সন্ধ্যা উষা দেয় নিত্য,
(যাঁর) শঙ্খ ঘণ্টা-কোলাহল চৈতন্য আরতি রোল॥

চন্দ্র সূর্য্য দীপদ্বয়,
সদা প্রজ্জ্বলিত রয়,
যাঁর নীলবক্ষে শোভে নক্ষত্র-হার সকল।
নৈবিদ্য প্রসাদ যাঁর,
জগতের নিত্য সার,
প্রসাদ বলে তাঁর পূজা হয় দিয়ে জ্ঞান-গঙ্গাজল।
তারিণীর তারিণী শ্যামা,
ভক্ত হৃদে নিরূপমা,
খুঁজে নিতে প্যারিস্ যদি পাবি চতুর্ব্বর্গ ফল।
(১৬ই চৈত্র, ১২৯৯।)

আলেয়া,—একতালা।

আমার মন অলি! বিষয় ফুল ফেলি,
কবে লুকাবিরে সে রাঙ্গা চরণে।
মধু খাবি প্রাণ ভরি,
পিপাসা আর রবে নারে এ জীবনে।
ছুটাছুটী ছেড়ে,
আয় মন মধু খাবিরে!
শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়ে (আহা) এমন মধু আর পাবিনে।
যদি একবার,
মা মা বলে করিস্‌রে ঝঙ্কার,
তারিণী কয় কালো রংটী তোর উঠে যাবে হৃদিনে॥
(১৬ই চৈত্র, ১২৯৯।)

ঝিঁঝিট—আড়া ঠেকা।

কালী প্রেম-সুধা কি পায় সকলে।
যে সুধার লোভে, পাগল ভবে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব ভোলে।
পেয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য,
নিত্যানন্দ নিত্য ধন্য,
মধুর ভক্তি রসে প্রেমে মেতে হরিবোল্ হরিবোল্ বোলে।
রামপ্রসাদ মা বলে ডেকে,
পেয়েছিলেন শ্যামা মাকে,
গান শুন্‌তে বেড়া-বান্‌তে আপনি এসেছিলেন ছলে।
দাশরথি মরণকালে,
পেয়েছিলেন গঙ্গাজলে,
ধ্রুব-প্রহ্লাদ মা মা বোলে উঠেছিলেন মায়ের কোলে।
তারিণী তায় ভাব্‌ছে বসি,
কিসে পাবে এলোকেশী,
তার ভিত্তি হীন শক্তমাটি নরম হয় না জল সেচ্‌লে॥
(১৬ই চৈত্র, ১২৯১।)

রামকেলী আড়াঠেকা।

আমার প্রাণ ক্ষেতে হ'লোনা ফসল,
বল্ কি মা খাব তারা।
তোমার দয়া-মেঘ হৃদ্-আকাশ থেকে
অনেক দিন হয়েছি হারা।
আমার সম্বৎসর কিসে যাবে,
ছেলে পিলে কি মা খাবে,

আমার অনাটনের ঘর কন্যা মা নিত্য আনি নিত্য সারা।
দেহের ভিতর ছয়টা বলদ,
(তারা) হাল বয়না এমনি গলদ,
আমার রোয়াধান চিবুয়ে খায় মা যদি কভু দিই মা তাড়া।
(আমার) মন-গোলায় ঢুকেছে শনি,
অধোগর্ত্তে নিচ্ছে টানি,
ধর্‌তে ছুঁতে কিছু না পারি মা! (কল্লে) ধনে প্রাণে লক্ষ্মী ছাড়া।
তারিণী কয় ওরে চাষা,
তুই শ্যামা বলে নয়ন ভাসা,
এখনি যে বৃষ্টি হবে ভরে যাবে প্রাণের গাড়া।

(১৬ চৈত্র ১২৯৯)

বারোঁয়া—আড়াঠেকা।

আমার হৃদাকাশে উদয় হবে
কবে নীল-কাদম্বিনী।
আমার মন-ময়ূর করিবে নৃত্য,
হেরি নব সৌদামিনী।
আমার শুক্‌নো হৃদে বর্ষিবে জল,
কবে তারা কর্‌বে শীতল,
কবে) কাদার ভেক এ পাপ-রসনা বল্‌বে কালী কালী বাণী।
কবে উঠবে প্রাণের ঢেউ মা,
(আমার) চোখের জলে ভাস্‌বি শ্যামা,
(আমার) রিপু ছ'টা মূর্চ্ছা যাবে তোর ও হুঙ্কার শুনি।

(আমার), সিঁদকাটা চোর রসনারে,
(তোরও) অশনিটী দিবি ছেড়ে,
দেখাবি প্রাণ্-চমকা-আলো অট্টহাস তোর সৌদামিনী।
তারিণী কয় তাড়াতাড়ি,
যদি চাতক হয়ে থাক্‌তে পারি,
অবশ্যই প্রাণ পিপাসা মিটাবি জলদ বরণী।

(১৬ই চৈত্র ১২৯৯)

মুলতান,—আড়খেম্‌টা।

আমার মন মালী তোরে বলি
বেড়াদিতে ফুল বাগানে।
আমার হৃদয়ের ধন রাঙ্গা জবা ফুটে আছে সঙ্গোপনে।
এ জবা মোর হয়না বাসি,
নিত্য ফোটে নিত্য হাসি,
জেগে থাকি সারা নিশি ভক্তি শিশির সুধাপানে।
বিষয় মায়া ঘোর আঁধার,
লুকায়ে রাখে জবার বাহার.
তার রূপ দেখে শিব অলি হয়ে মত্ত আছেন মধু পানে।
রামা দাস্ দুটো ছোঁরা,
নামটী তাদের ফুল চোরা,
তারা জবা দেখ্‌লে আত্মহারা (কোন্ দিন) নিয়ে যায়—
গোপনে ছিনে।
তারিণী তাই খোল্‌ছে মনে,
মাইনে চা'স্‌তো বোস্ এখানে,

খাঁটি হয়ে জবার পানে চেয়ে থাক্‌বি এক ধ্যানে।
যদি আসে বাবার বাবা,
চুরি কর্‌তে চায় এ জবা,
যেন ঘুষ খেয়ে বেহুষ হয়ে ঘুম্‌ যাস্‌নে এই খানে।

ভক্ত প্রসাদীস্থর।

মন তুই কারে করিস্‌ প্রণাম।
ও যিনি রূপাতীত পূর্ণব্রহ্ম বেদাগমে অনন্ত নাম।
যিনি সকল দেহের সকল স্থানে,
পূর্ণরূপে আছেন প্রাণে,
তাঁরে ছাড়া ছাড়ির হাতে দিয়ে কেন ভাঙ্গিস্‌ মুক্তি ধাম।
ডাকা খোঁজা দূরের জনে,
প্রণাম পূজা মূর্ত্তি ধ্যানে,
যিনি নিরাকার সর্ব্বব্যাপী তাঁর আবার কি পূজা প্রণাম?
তারিণী কয় এক হয়ে,
মিশে যানা শ্যামা মায়ে,
ও তোর উপাধিগুণ ভেদ না রবে পূর্ণ হবে নির্ব্বাণকাম।

১৮ই চৈত্র, ১২৯৯।

ভক্ত প্রসাদী স্থর।

মন তুই আগে কি ছিলি ভাই।
ও তুই কোথা থেকে কোথা এলি নাম উপাধি খুঁজে না পাই।
কেউ বলে তুই কর্ম্ম ফলে,
কেউ বলে মা বাপের ছেলে,

কেউ বলে স্বজিলেন তোরে, ভবগুরু জগৎ গোঁসাই।
কেউ বলে তুই বৈকুণ্ঠেতে,
কেউ বলে তুই ভূত প্রেতে,
কেউ বলে তুই নরকেতে জোঁক পোক ছিলিরে ভাই।
কেউ বলে তুই বাদসা ছিলি,
কেউ বলে যোগভ্রষ্ট এলি,
কেউ বলে তোর জন্ম মৃত্যুর স্থিতি স্থানের কিছু ঠিক নাই।
তারিণী কয় মায়ের ছেলে,
জন্মের আগে যেমন ছিলে,
(আবার যাবে মায়ের কোলে)
মরে গেলেও তেম্নি হবে, রবে না তোর আর কোন ঠাঁই।
(১৮ই চৈত্র ১২৯১)

বেহাগ,—আড়া।

মন তোর মা থুয়ে আম্‌রিকা যাওয়া হলো না রে।
ও তুই গেলে তোর ঘরে, ও তোর মায়ের সেবা কেকরে।
(মন তুই) তথায় গেলে ম্লেচ্ছ হবি,
মায়ের সেবা ভুলে যাবি,
আর মাকে মা বোলে না ডাকিবি, তাই মা দিলেন না ছেড়ে।
তোর ঘরে অমূল্য ধন যে,
তুই তা দেখিস্ নে খুঁজে,
(ও মন) তুই যাবি কি ধনের তরে প্রশান্ত সাগর পারে।
জাত ধন কুল মান খোয়াবি,
মন তুই এক ঘরে হবি,

(ও তুই) শ্যামার ছেলে মহাকুলীন, তোরে নিয়ে কেউ খাবেনারে।
তারিণী কয় দেখ্ না চেয়ে,
(ও তুই) কোটী মেলা শ্যামার পায়ে,
সেযে কত বাজার বোসে গেছে কত জগত আলো করে।

(১৮ই চৈত্র ১২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

আমার মেলার খেলা সাঙ্গ হলো,
ভবের খেলা যাচ্ছে বয়ে।
আসল খেলা মনে হলো তাই গেলাম না চিকাগোয়ে।
জগৎ যোড়া মায়ের মেলা,
খেলছে জীব তায় নানা খেলা,
ভাঙ্গা গড়া কালের কলে কত আস্‌ছে তৈয়ার হয়ে।]
নিত্য নূতন রাঙ্গা রবি,
তারা শশী গ্রহ ছবি,
সসাগরা পৃথ্বী আজ সেজে আছে মায়ের পায়ে।
কত ফুল তরু লতা,
পশু পক্ষী যথা তথা,
কত দেশের কত রাজা এসেছে রাজত্ব লয়ে।
গীতবাদ্য কোলাহল,
শব্দ স্পর্শ রূপ জল,
পরিপূর্ণ ভূমণ্ডল যাচ্ছে বেচা কেনা কোরে।

তারিণী কয় তব খেলা,
ভেবে আছেন পাগল ভোলা,
ঘুরে বেড়ান খেলার ছলে ভবানন্দময়ী লয়ে।

(১৮ই চৈত্র ২২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

আবার সেই কাল জ্যৈষ্ঠ ষষ্ঠী বাটা মনে হলো।
নিদারুণ শোক-স্মৃতি শূন্য সনে ঘুরে এলো।
রাহু আসি তিন প্রাণে,
গ্রাস করিল এক খানে,
আমার সে শরত-শশী অস্তাচলে লুকাইল।
কালরূপে দুইজন,
এসে ছিল করি পণ,
অকালে পাষাণ বুকে বজ্র হেনে চলে গেলো।
আমার সে প্রিয়তমা,
জগতের মনোরমা,
হারা'লাম অযতনে কি আর বলিব বল।
তারিণী বলিছে হায়,
যত দিন রবে কায়,
জানাইব শ্যামামায় দিয়ে পায় অশ্রুজল।

(১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্তা।

এই নিবেদন কালী মাগো ! তোর চরণে।
বীজ থেকে যা হয় করিস্ মই দিস্‌নে পাকাধানে।
আমি রোপেছিলাম আশাবৃক্ষ,
তার ফলের দিকে ছিল লক্ষ্য,
সে ফল হলোনা ভক্ষ্য ভেঙ্গে গেল কাল তুফানে।
একটী বোটায় দুইটী ফুল,
(আমার) আলোকরা ছিল কুল,
আমায় না ব'লে ডাল ভেঙ্গে নিয়ে—
(কাল চোর) চলে গেছে আকাশ পানে।
তারিণী কয় শক্ত কোরে,
বেড়া দে মন কাঁটাঘরে,
ভয় কিরে তোর দিন দুপোরে, কেমারে তোর প্রাণ-কৃষাণে।

(২৪শে চৈত্র ১২৯৯)

ভীমপলাশ্রী—আড়াঠেকা।

কলি দুলি দুলি কচি মুখ ফুটি,
বলে কালী মা ! আমার মাকে এনেদে।
তুই নিয়ে গেলি আর না দিলি,
আমি না পেলেম আমার মায়ে বরদে !
আমি কাঁদি মা কালী কালী বলি,
কালী মা তুই আমার কি করিলি,

আমার মায়ে কেড়ে নিলি (আর আমার)
জন্মের মত মা মা বোলে ডাকা হলোনা জগতে।
আমিযে স্বপনে দেখেছি মায়ে,
মা আমার রাঙ্গা জবা দিচ্ছে তোর পায়ে,
আমায় কোলে লয়ে, মুখে কালী কালী কোয়ে,
এখন চোখ্ মেলে মা, না দেখিয়ে তোকে মাকে
মরি কেঁদে কেঁদে।
তারিণী পাষাণ হৃদয় ধরে,
বলে শোন্ ওরে অবোধ শিশুরে!
তোর রাঙ্গা মা যে কালো মায়ে মিশে গেছে,
যদি পাবি মায়ে (থাক্) দেখ্ চেয়ে—
ঐ কালী মায়ের রাঙ্গা পদে।
(২৪শে চৈত্র, ১২৯৯)।
(মাতৃবিয়োগান্তে অবোধ বালকের উক্তি।)

ঝিঁঝিট খাম্বাজ,—একতালা।

আমার পিতৃঋণ কি শোধ হলো না।
কিসে মা তোর কাছে ঋণী একবার সেটী বলে দেনা
আমার তালা তালুক নিলাম হলো,
সাত পুরুষের নাম ডুবিল,
তুই মা হয়ে এ সর্ব্বনাশটী কি বলে গো
দেখ্‌ছিস্ বল্ মা।

(মা তুই) আমার ঘরে মহারাণী,
অন্নপূর্ণা টাকার খনি,
আমার বাপের দোহাই অধম বলে,
আমায় কিছু ধার দেনা।
তোরে সুদ দেয় কে আসল ফাঁকি,
তাও ভেবে দেখিস্ না কি,
আমি তেমন ছেলে নই তোর তারা! করবো মায়ে প্রতারণা।
যদি মায়া বশে ভুলে থাকি,
শেষে তোরে দেই মা ফাঁকি,
আমার এই প্রাণ-মহাজনটী তোরি দত্ত তখন তুই মা
কেড়ে নিস্ না।
তারিণী কয় অবোধ মনরে,
(ও তুই) ভাব্ ছিস্ কেন ঋণের তরে,
তুই ভবঋণে মুক্তি পাবি (এইবার) শ্যামার চরণ ভেবে নেন।
(২৪শে চৈত্র, ১২৯৯

মিশ্র ঝিঁঝিট,—কাওয়ালী।

বাবার ভাবনা ছেলে ভাবে,
মা রয়েছেন মত্ত রণে
তবে রান্না খাওয়া ঘুচে গেছে,
ভবানন্দময়ীর ধ্যানে।
নেশা ভাঙ্ ধুতুরা খেয়ে,
রয়েছেন অবশ হয়ে,
চিৎপাত চরণে ভোলা বিপরীত রসপানে।

তারিণী কয় আদ্যা স্থিতি,
মাতৃরূপে জীবের গতি,
শিব সংহারে রক্ষাকর্ত্তা প্রকৃতির বশ দিব্য জ্ঞানে।
(২৪শে চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

মন! তুই রত্ন খুঁজে মরিস্
রত্ন যে তোর হৃদয় মাঝে।
বেদ বেদাঙ্গ স্মৃতি পুরাণ
তন্ত্র মন্ত্র সবই আছে।
আত্মারাম তোর পরম্ গুরু,
তিনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু,
প্রেম ভক্তি দক্ষিণা তাঁয় দে নারে তুই আপন কাজে।
(মন) তোর হৃদয়ে চারিটা টোল,
(তুই) করে বেড়াস্ গণ্ডগোল,
তুই কালী ছেড়ে কলাপ পড়িস্ বৃথা কু-প্রলাপে ম'জে।
তোর কারক সন্ধি শব্দগত,
কর্ত্তা রেখে কর্ম্ম ব্রত,
তোর ধাতু প্রত্যয় বিষম প্রত্যয় ধাতু প্রত্যয় হয় না কাজে।
তোর স্বরে ব্যঞ্জন, ব্যঞ্জনে স্বর,
স হকারে নাই অনুস্বর,
তোর ওকারে নাই চন্দ্রবিন্দু মরিস কেবল সন্ধি খুঁজে।

তারিণী কয় গুরুর চেলা,
(তুই) মিছা শাস্ত্রে করিস খেলা,
শুধু দুটো কথা পাঠ কোরে বিদ্যাভূষণ দেখ্ না সেজে।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

বিদ্যায় কি কাজ আমার মন!
তুমি বিদ্যা থাক হৃদে।
টোলে পড়ে টিকি ধরে
চাই না বিদ্যাসাগর হতে।
(মা তোমার)—
দুই পদে মোর চরম বিদ্যা,
(তুমি)—
আত্মসিদ্ধি মহাবিদ্যা,
আমায় দিওগো মা সেই উপাধি যা দিয়াছিলে রামপ্রসাদে!
তারিণী কয় অর্থকরী,—
বিদ্যা শিক্ষা আর না করি,
মহা অর্থ মায়ের চরণ, ধরি মুক্তি হবো ভব-নদে।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

কে করে তাঁর শাস্ত্র প্রকাশ,
যিনি বেদাগমে পরম শাস্ত্র সর্ব্বব্যাপী স্বপ্রকাশ।

দেবর্ষি ব্রহ্মর্ষিগণ,
পান নাই যাঁর নিরূপণ,
গণেশের লেখনীতে হয় নাই কিছু অবকাশ।
আঠার পুরাণ লিখি,
ব্যাস বলেছেন তুমি যে কি,
পঞ্চমুখে যাঁর গুণ গান শিব বার মাস।
ব্রহ্মা চারি মুখ দিয়ে,
হতাশ যে নাম নিয়ে,
অনন্ত শয্যায় বিষ্ণু শুয়েছিলেন যাঁর আশ।
তারিণী কয় খনার ডাকে,
যদি পেতে ইচ্ছা (সেই) শ্যামা মাকে,
ভক্তি শাস্ত্র পড় না তবে পূর্ণ হবে অভিলাষ।
(২৫শে আষাঢ়, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

কেনরে মন ! তুই যাবি দ্বারি সেনের দরবারে।
তোর ও বিষম ব্যাধি বৈদ্যে কি করিতে পারে।
বায়ু পিত্ত কফ ত্রয়,—
নাড়ীতে না দোষ হয়,
তোর জন্ম-নাড়ী কর্ম্মদোষে এসেছে ত্রিদোষ ধরে।
জ্বরান্তক পিত্তান্তকে,
ছাড়্‌বে না ও ব্যাধি তোকে,
যদি বাঁচতে চাস্ দেনারে মন গুরুদত্ত কবচ কোরে।

ব্রহ্মময়ীর লক্ষ্মীবিলাস,
খেলে পরে হবি উল্লাস,
অনুপান ভক্তি-মধু মারিস্ হৃদয়-খলো'পরে।
পদে দিয়ে রাঙ্গা জবা,
পথ্য তোর পদসেবা,
একাসনে একাশনে থাক্‌বিরে ধ্যান নিয়ম ধরে।
তারিণী কয় আসা যাওয়া,
রোগ ফুরালে যাবে দাওয়া,
এখন রোগটী তোর মজ্জাগত বিশ্বাস নাই মরিস্ ঘুরে।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

জংলা—আড়াখেমটা।

ঘুম লেগেছে গঙ্গার ধারে,
মা এলেন কবিরাজ বাড়ী,
নৃত্য গীত সভা মজলিস,
লোক ঢুকিছে সারি সারি!
সাহেব সুবা বাবুর দল,
খোট্টা কাজি ইয়ং বেঙ্গল,
চোগা চাপকান হ্যাট্ কোট্ গাউন্ সেমিজ তাজ্ পাগ্‌ড়ি।
খানা বল, বাই, খেমটা,
মেয়ে বউল আধ্ ঘোমটা,
মেয়ে পুরুষ একখানে মদ্ মাংসের ছড়াছড়ি।

তারিণী কয় খিতিকিচ্ছা,
ইচ্ছাময়ীর নয় এ ইচ্ছা,
এস ভাই দুই প্রসাদে (মায়ের) প্রসাদ বাটরা করি।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

খাম্বাজ,—মধ্যমান।

কেন সে দুই বিয়া করে,
যার ম্যাগ্ পোয়াতি সাধ্বী সতী ;
শ্যামা মা বিরাজেন ঘরে।
সাধ কোরে আপনার পায়,
সোণার শেকল পরতে চায়,
ডুনায়ে পা দিয়ে কেবা চলে যায় সাগর পারে।
নিক্তিতে করিয়ে তুল,
দুজনে দেয় প্রাণফুল,
এক জনে এক হিয়া মাঝে দুই মুখ কি কোরে ধরে।
তারিণী কয় চাঁদের মত,
সবে করে আলোকিত,
সাধনা-জ্যোছ্না পেলে সুধারস আপ্নি ঝরে।
ইড়া পীঙ্গলা হতে,
লয়ে যায় সুষুম্নাতে,
সতিন ভাব রয়নারে তার প্রাণায়াম প্রেম কোরে।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

খাম্বাজ ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

ময়রা ভাই খায়না মণ্ডা,
যার হাঁড়িতে পোনের গণ্ডা
খুসি থাকে তার মন্‌টা।
যার হাঁড়িতে নাই,
ভোগে কামাই,
তার আগে চাই তেত্রিশ গণ্ডা,
তাই তারিণী কয়,
বিষে বিষ ক্ষয়,
বিষয়ে চিনে নেনা মুক্তি ধন্‌টা।
(ও তোর)
কামে অকাম,
ঘট্‌বে নিষ্কাম,
বিয়া কর্‌না দশ গণ্ডা।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

ও তুই বড় হয়ে বড় বুঝে
ঘৃণা করিস্‌ বারাঙ্গনা।
ভবে কোন্ প্রকৃতি পুরুষ ছাড়া,
আগে আমায় তাই বল্‌না।
মনের পাপে জীব দুখী,
কর্ম্মফল ভুঞ্জে আসি,
বল্ কোন্ নারী মনোদাসী লুকিয়ে রাখে কল্ক বাসনা।

ইচ্ছা যার হয়, না হয় কাজে,
সেওতো কর্ম্মফলে মজে,
তবে দোষের মধ্যে দুষি কেন ভগবানের দেহখানা ?
তারিণী কয় মনের কথা,
খাও না আগে মনের মাথা,
নৈলে শ্যামা আমার দাঁড়ান কোথা, তিনি কি
সব নারীর মা না ?
(২৫শে চৈত্র, ১১৯৯।

সাহানা বাহার—যৎ।

যে প্রকৃতি যার যখন, সে তার সেবায় মজে তখন,
সময় গেলে আর সে না চায় হয়ে থাকে অধোবদন।
বাগানে কুসুম ফোটে,
নানামত বাস ছোটে,
যথা ইচ্ছা অলি ধায় রকম রকম ফুলের বরণ।
তারিণী কয় বোঝা না যায়,
কখন এ প্রাণ কিসে লুকায়,
কবে তারা ! ভক্তি সুধায় দিবি তোর রাঙ্গা চরণ।
(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি ভাবি সদা কাল, কালোমেঘে সৌদামিনী।
না জানি মা পরকালে ভাগ্যে আছে কি অশনি।

হাসিতে চপলা খেলে,
ডাকি সৌদামিনী ব'লে,
দেখা দিয়ে লুকায় সে চাঁদপানা মুখখানি।
মায়ের বরণে মেশে,
মা হাসিলে সেও হাসে,
ডাকিলে নীরব থাকে সে যে গো বড় পাষাণী।
পতি বক্ষে দেয় পদ,
ছোটে প্রেম-অশ্রু-নদ,
স্বপনের খেলা খেলে সে যে জীবিতা রমণী।
তারিণী কয় রাঙ্গা পায়ে,
পাবি যদি দেখ্ না চেয়ে,
লুকায়ে রেখেছেন তারে শ্যামা নীরদবরণী।

(২৫শে চৈত্র, ১২৯৯।)

সুরাট মল্লার—আরাঠেকা।

আমি যার তরে উদাসীরে গিয়াছিলাম সাগরপারে।
আমি যদি ভেবে দেখ্‌তেম আশার স্বপন
তা হলে আস্‌তেম কি ফিরে?
আমার প্রাণে ছিল রাধা রাধা,
হৃদয় তাই দেয়নি বাধা,
গিয়েছি মরমে ভেসে হতাশা গভীর-নীরে।
ছুঁলেম না পেলেম না কিছু,
আমি গেলাম তার পিছু পিছু,
আমার হয়ে গেল মাথা নীচু বলি তাই ভবানীরে।

তারিণী কয় তারি আছে,
চেয়ে দেখ্ না প্রাণের কাছে,
প্রাণময়ী সর্ব্বঘটে, প্রাণ দিতে পারিস্ কি তারে ?

(২৫ চৈত্র, ১২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

সেই হয় পরমহংস যে জন
হংসধ'রে পেটে পূরে।
যার জীবন মরণ বুঝা না যায়,
একই স্থানে আছে প'ড়ে।
রেচক পূরক দুটো পুকুর,
একটা এঁদো একটা ভরপূর,
সেই তো আমার বাপের ঠাকুর যে জন দুটো কেটে এক করে।
সুষুম্নার নালা দিয়ে,
হংসগুলি দেয় ছাড়িয়ে,
যারা পুকুর থেকে একেবারে ব্রহ্মরন্ধ্র নদে চরে।
জোয়ার ভাঁটার সম্পর্ক যায়,
হংসগুলি খেলে বেড়ায়,
চিদানন্দ সলিলেতে নিত্য সুধা আহার করে।
তারিণী কয় সেই হংস,
তার কভু হয় না ধ্বংস,
স্থূল সূক্ষ্ম নষ্টের মূল নির্ব্বংশে বলে তারে।

(২৬শে চৈত্র, ১২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

মনরে তোর কত মরণ।
ও তুই রাতে মরিস দিনে জাগিস পলকে তোর হয় অদর্শন।
শয়নেতে শতাঙ্গুলি,
মৈথুনে পঁয়ষট্টি কলি,
বলে চলে হেসে খেলে তাওরে তোর যায় জীবন।
গমন দশ পোয়া পথে,
নির্গম দ্বাদশ রথে,
এক পলে দুই আঘাতে কাল তোরে কচ্ছে স্মরণ।
যোনিযোগে জায়া দেহে,
অপমৃত্যু নিত্য গেহে,
ভূত প্রেত নিত্য তুই যে কৃমি কীট কত মতন।
শয্যা শ্মশান রাত্রি জরা,
তন্দ্রা মোহ চেতনহারা,
তোর ভোগবাসনা মহাকারা কিসে মুক্তি হবি এখন।
তোর বাল্য যৌবন কালের ফুটাস্,
আয়ু থাকতে আয়ু টুটিস্,
(ও তুই) আপনি মরে শ্রাদ্ধ কোরে পিণ্ডি বাটিস পরের কারণ।
তারিণী কয় মরা মানুষ,
তুইযে এখন বড় বেহুষ,
পেয়ে চৈতন্যধন-মৃত্যু-অঙ্কুশ ভুলে থাকিস্ শ্যামার চরণ।

(২৬শে চৈত্র, ১২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

মন তুই কুষ্মাণ্ড পাজি।
(ও তুই) আপনার ধন পরকে দিয়ে বেশ্যালয়ে থাকিস মজি।
জায়াতে তোর জন্ম হয়,
সেই জায়া তোর নয়,
তুই বেশ্যাগর্ভে জন্মনিয়ে খান্‌কীর ছেলে হতে রাজি।
পদার্থ কি আছে তোর,
তুই যে অপদার্থ ঘোর,
(ও তুই) ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব দিয়ে মদের পিপায় আছিস্ মজি।
তারিণী কয় ওরে অধম,
যা হতে তোর মানব জনম,
(ও তুই) তাঁরে একবার ভাব্‌লিনেরে ভুলেও ভবেতে আজি।

(২৭ শে চৈত্র, ১২৯৯)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

বিনে পয়সায় মদ খাবি কে চ'লে আয়।
যে মদ খেলে পরে প্রাণ ভ'রে ভবক্ষুধা দূরে যায়।
প্রেমিক শুঁড়ি ডাক্‌ছেরে তোরে,
প্রেম-মদের বোতল হাতে কোরে,
ব্রাণ্ডি, বিয়ার্, জিন্, রোজলিকার, যে নামে যার ইচ্ছা পায়।
সব নেশার একই আস্বাদন,
একবার লাগ্‌লে না ছোটেরে কখন,
(যে জন) রস পেয়েছে প্রেমিক মাতাল সেই নিত্য আসে নিত্য যায়।

কৃষ্ণ প্রেমে প্রেমিক চৈতন্য,
সুঁড়ি ছিলেন নবদ্বীপে ধন্য,
(ও তাঁর) অমর অক্ষয় সুঁড়ির দোকান এখনো প্রেম-মদ বিকায়।
যে মদে কত মাতোয়ারা,
নৃত্য গীতে হয় আত্মহারা,
এক দিন জগাই মাধাই খেয়েছিল এখনো সে গন্ধ পায়।
তারিণী কয় এমন যদি হয়,
কালী-পদ-প্রাপ্তি মন্দ নয়,
খেয়ে জন্মের শোধ নেশা কোরে থাকি ব'সে কলকাতায়।

(২৭ শে চৈত্র ১২৯৯)

দীনতারিণীর—সুর।

ভবের হাটে কে পশারি কার পশার ভাল।
কেউ পাগল কেউ আধ্ পাগল, কেউ বেচা কেনায় কাটায় কাল।
কোথা হয় আনন্দ বাজার,
প্রেমিক ইয়ার লুটে নেয় বাহার,
ভুলেযায় জাত কুল মান অভিমান দ্বেষাদ্বেষী ঈর্ষানল।
হারালে কে দেয় পথ বলে,
কাঁদিলে কে করে গো কোলে,
ম'লে কে চলে সঙ্গে, বলে হরিবোল হরিবোল মধুর বোল।
কার দোকানে খাঁটীধন,
খাঁটি কাঁটায় ক'রে দেয় ওজন,
লাভালাভ চায়না নিজে লোকসান ক'রে দেয় আসল।

তারিণী কয় আছে একজন,
খুঁজে নিতে পার যদি মন,
(ও তুই) ঘরে বোসে সব পাবিরে বিনামূল্যে চিরকাল।

(১৭ শে চৈত্র, ১২৯৯)

দীনতারিণীর—সুর।

বল্‌কে প্রেমিক মাঝি ভাল।
ওসে খেয়ার পয়সা নিতে চায় না
আপনি দাঁড়ীধরে হাল।
তুলসী বলেন রাম, হনুমান,
হাফেজ্ বলেন আল্লা সোফান্,
জয়দেব কন্ রাধা রমণ্ গোকুলের সে নন্দ দুলাল।
চেলা বলেন গুরু নানক,
ব্রাহ্ম বলেন জগৎপালক,
বৌদ্ধ বলেন বুদ্ধশরীর ভবার্ণবে মুক্তি স্থল।
গোঁসাই বলেন নবদ্বীপে,
গৌর কাণ্ডারী ভবে,
পাদরি বলেন যীশুখ্রীষ্ট পরিত্রাতা সর্ব্বকাল।
দীন্ তারিণী কয় মনে বুঝে,
ভবে সবই ভাল যে যা বুঝে,
নানা দেশের নানা নৌকা এখন পারে যাবেতো
চোড়ে ফেল।

(২৭ শে চৈত্র ১২৯৯,)

দীনতারিণীর—সুর।

ওরো ভাই চাক্‌রীর উমেদার,
আপিস্ গুলোয় ঘুরে ঘুরে অস্থিচর্ম্ম হলো সার।
বিএ, এম্ এ, দিয়ে কত পাশ,
শেষ কালে কি কাট্‌লে ঘোড়ার ঘাস,
দশ বিশ যে দূরের কথা এপ্রেন্টিস্ পাওয়া ভার।
লেখা পড়া শিখেছ কি ভাল ?
না, ঘানিতে ঘুরেছ কেবল !
(ভাই) একটু আধ্‌টু কাজের মত তাও যোটে না ভাগ্যে আর।
বাপের টাকা উট্‌লোনা চাক্‌রীতে,
ছেলে গুলী মলো যে না খেতে,
বয়স গেল বুড়ো হলে দেখ্‌ছো চোখে অন্ধকার।
তারিণী কয় ছেড়ে উমেদারী,
চাক্‌রী নে না শ্যামামায়ের বাড়ী,
এতদিন নিতিস্ যদি পেন্‌সন্ নিয়ে চলে
যেতিস্ গঙ্গাপার।
(২৮ শে চৈত্র ১২৯৯)

দীনতারিণী—সুর।

আমার শ্যামামায়ের আপিস্ ভারি।
ব্রহ্মা বিষ্ণু বিচার কর্ত্তা শিব পেয়েছেন সেরস্তাদারী।
গনেশ হলেন খাস মন্ত্রী,
কার্ত্তিক হলেন প্রধান সন্ত্রী,
কুবির ভার ইন্দ্র নিলেন কুবের পেলেন পোদ্দারী

চন্দ্র সূর্য্য হলেন ফরাস,
বরুণ হলেন মুৎসুদ্দি খাস,
পবন হলেন দুত শ্রেষ্ঠ যম পেলেন কোতোয়াল গিরি।
লক্ষ্মী রইলেন ভাঁড়ার ঘরে,
সরস্বতী দরবারে,
ব্যাস হলেন হেড্ কেরাণী ডাক্তার অত্রি ধন্বন্তরি।
নারদ সরকারী উকীল,
আইন কর্ত্তা গৌতম কপিল,
শুক বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র কেউ কন্‌সুলী কেউ মুহুরী।
চৌদ্দভুবন মায়ের রাজ্য,
অলৌকিক সব রাজকার্য্য,
বেদ তন্ত্র আইন্-কানুন পুরাণ পুঁথী নজীর ভারি।
যক্ষ রক্ষ ট্যাস্‌ফিরিঙ্গি,
নরবানরে নানারঙ্গী,
সকলেই চাকুরী করে মায়ের প্রজা তল্ বিদারী।
কেউ আসামী কেউ ফৈরাদী,
কেউ মধ্যস্থ নির্ব্বিবাদি,
কেউ স্বর্গে, কেউ জেল্‌খানা-নরকে যায় দোষ করি।
তারিণী কয় এ সরকারে,
যদি কাজ নিবি তো চলে আয় রে,
একদিনে প্রমোশন্ হবে, যদি কাস্তে পারিস মা মা করি!

(২৮ শে চৈত্র ১২৯৯ অষ্টমী)

ভক্ত—প্রসাদী সুর।

মন! তুই কি দেখে গণণা করিস্?
কর-কোষ্ঠী, প্রশ্ন, স্বর, কোন্‌টা তুই ভাল জানিস্।
কবে মন জ্যোতিষী হলি,
জ্যোতিষ বিদ্যা পড়ে নিলি,
নাম কিনেছিস্ দেশ বিদেশে মুখে ভূত ভবিষ্যৎ কসিস্।
না হতে পঁচিশ পার,
বসালি জ্যোতিষের বাজার,
আবার তন্ত্র মন্ত্র যোগ দর্শন তার সঙ্গে ব্যাখ্যা করিস্।
কেউ বলে তোর দৈব কাণ্ড,
কেউ বলে সব মাথা মুণ্ড,
কেউ বলে তুই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সব গুণ ধরিস্।
কেউ বলে তোরে বদ্ধ পাগল,
কেউ বলে তোর বুদ্ধি আসল,
কেউ বলে তুই সিদ্ধিবলে সকল কথা গুণে দেখিস্।
বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষে,
নিত্য আসে তোর বাসে,
শুভাশুভ মনের কথা যার যেটা খুলে বলিস্।
তারিণী কয় শ্যামা ভেবে,
শুনোছ তুই গুণিস্ সবে,
(এখন) আপনার দিনের ক'দিন বাকী আই বারেক গুণে দেখিস্।

(২৯শে চৈত্র ১২৯৯।)

কালাংড়া—আড়াখেমটা।

এল কাল বৈশাখ সন তেরশত,
শুভাশুভ বলি তোরে,
নব বর্ষ নব হর্ষ নব আয়োজন ক'রে।
শাখী ধরে নব মুকুল,
নবগীতে পাখী আকুল,
নববধূ নব হাসে নব বেশ ভূষা পরে।
যথা তথা নবোল্লাসে,
নব আম্র-পল্লব হাসে,
হাটে হাটে নূতন খাতা নিমন্ত্রণ ঘরে ঘরে।
তারিণী কয় পেয়ে ব্যথা,
কাল গেল তোর খেয়ে মাথা,
কিসের ভাল কিসের নূতন আয়ু যায় একদিন কোরে।
কালের ঘরে নিমন্ত্রণ,
হিসাব নিকাশ চাই এখন,
চিত্রগুপ্তের নূতন খাতা দিচ্ছে তোরে স্মরণ কোরে।

(৩০শে চৈত্র, ১২৯৯।)

দীন তারিণীর সুর।

কালের চড়ক বৎসরান্তে
তুই চড়ক-গাছে ঘুরিস,
ও তোর মন মানে না বিবেক শাসন,—
শিবের নামে সন্ন্যাস করিস।

তুই সাক্ষাতে না দেখিস্ কালে,
হাঁক ছাড়িস্ মহাদেব বলে,
ও তোর বিষয় পাকের ঘোর রয়েছে বৃথা তারকনাথে চলিস্।
(ও তুই) বাড়ী বাড়ী নানারঙ্গে,
সং দেখাস্ সঙ্গীর সঙ্গে,
(ও তোর) শ্মশানের রং কঙ্কাল সং ভেবেও একবার নাহি দেখিস্।
ভক্ত তারিণী কয় সন্ন্যাসী ভাই,
কলিতে যে সন্ন্যাস নাই,
(ও তোর) হৃদ্-চড়কে কালী নামটী এই কথা মনে রাখিস।
(৩০শে চৈত্র, ১২৯৯।)

দীন তারিণীর সুর।

বুধ রাজা, শনি মন্ত্রী, তেরর পিঠে শূন্য দুটী,
ও তোর আসল কাজে শূন্য হবে সার দেখ্‌লেম ছুটাছুটী
কোথা যাও হে কৃষাণ ভাই,
এবার ক্ষেতে শস্য নাই,
বসে পর লাঙ্গল কাঁধে, ছুঁড়ে ফেল হাতের লাঠি।
রাজা হবেন ভব ঘুরে,
লক্ষ্মীছাড়া যাহাতরে,
কয়ে কয়ে হাড় জুড়াবে পূরবে কায়া মদের ভাঁটী।
অসময়ে বৃষ্টি বাদল,
ঝড় তুফানে ঝরবে সুফল,
হাহাকার সর্ব্বদেশে লেগে যাবে কান্নাকাটী।

বাটার দায়ে রাজা অস্থির,
পার্লেমেণ্ট্ হবেন বধির,
আইরিস্ বিল্ লয়ে বাধ্‌বে দুই দলে লেঠেলেঠি।
কাবুল বনে বসে বুলবুল্,
খাবে যত ভারতের কুল,
ভূঁই ফুঁড়ে গাছ হবে কোন্‌কালে পড়্‌বে আঁটী।
তারিণী কয় নূতন বছর,
লাগ্‌বে না মন কুশের আঁচড়,
যদি দুঃখ সুখ সকল ভুলে শ্যামাপদ করিস্ খাঁটি।

(৩০শে চৈত্র, ১২৯৯।)

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

শ্যামা দিন গেল বাসনা পূর্ণ হলোনা।
নব যুগ এলো কি যোগে তোমায় দেখি বল না।
আমি মজে আছি ও গো! বিষয়ের ফেরে,
কর্ম্মফল কৃত ঘোর অন্ধকারে,
আমি দেখিবারে চাই, তোমা সহ দরশন হয় না।
কি করি গো এবে তব কৃপা বিনা,
এ পাপ দহনে আর তো বাঁচি না,
একবার হের গো তারিণি! বিপদবারিণী পতিত-
পাবনী ত্রিনয়না।

(১লা বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

দীন তারিণীর সুর।

শতবর্ষ মহাচক্র ঘুরে এল,
অঘোরে জাগাও অঘোর ঘরণী।
পলকে উদয় পলকে বিনাশ,
পলকে প্রাণের নাইকো বিশ্বাস,
কাল-তরঙ্গে প্রবল-উচ্ছাসে পলকে প্রলয় কারিণী।
অক্ষয় অনন্ত স্থির মহাকাল,
রবি শশী গ্রহ ঘোরে সদাকাল,
ভীষণ পেষণে পেষিত সকল পরমাণুময় মেদিনী।
তারিণী কয় ভয়ে ওগো! মহাকালী,
যায় না কাল কভু তোমা ছেড়ে কালি!
যায় কর্ম্মস্রোত অবিরাম গতি তব পাদপদ্মে
মিশিতে জননি!

(১লা বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

রামকেলী আড়াঠেকা।

আমায় সবাই কাঙ্গাল বলে,
বাবা যার ত্রৈলোক্যপতি শমনজয়ী ভূমণ্ডলে।
স্বয়ং লক্ষ্মী জননী যার,
জগতের মূলাধার,
সসাগরা পৃথ্বী ভাসে যাঁর কৃপা-কণা হলে।
কুবের যাঁর খাজাঞ্চি ঘরে,
ইন্দ্র যাঁর দ্বারী দ্বারে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু ধ্যানে মগ্ন সদা যাঁর চরণতলে।

তারিণী কয় যার এমন মা,
তার ভাবনা কিসের শ্যামা!
যদি সকল ফেলে প্রাণ খুলে ডাক্‌তে পারি মা মা কোয়ে।

(২রা বৈশাখ, ১৩০৬ সাল।)

দীন তারিণীর সুর।

আমি মানুষ রাজের ভয় করিনে—
আমি আনন্দময়ী মায়ের ছেলে ;—
আমি মা বিনে বড় আর জানিনে।
তোমার সেপাই তোমার থাম্নী,
তোমার দত্ত জমিদারী,
থাক তুমি সঙ্গে লয়ে আমি তোমায় কিছু কইনে।
ফেলে দাও মাণিক মতি,
আমি তারে মারি লাথি,
তোমার সজ্জা তোমার থাকুক্ আমি তা ছুঁতে চাইনে,
তোমার গাড়ী তোমার ঘোড়া,
শাল দোশালা টাকার তোড়া,
ডুবে যাক্ রসাতলে আমি তায় দুখ বুঝিনে।
আমার ছেঁড়া কাঁথা ঝুলি,
ভাঙ্গা কুঁড়ে শাকের ডালি,
আমার মতে এই ভাল এর চেয়ে আর বেশী চাইনে।

তারিণী কয় মানুষ রাজা,
তুমি ভোগে পাগল রোগে ভাজা,
তুমি শ্যামার চরণ ভুলে থাক কাছে শমন
তায় দেখ না।
(২য়া বৈশাখ, ১৩০০।)

ভক্ত প্রসাদী সুর।

তুমি যেন্নি ঘরে বাস কর মা,
তেম্নি পূজা পাও শঙ্করি!
(তোমায়) কেউ পূজে মন-বিল্বদলে,
কেউ পূজে ফুল সাজি ভরি।
কারো নৈবিদ্যি কলাপাতে,
কারো সোণার রেকাবিতে,
কেউ দেয় তোমায় দধি দুগ্ধ কেউ শাক অম্বল চচ্চরী।
কাহারও মা তাও যোটেনা,
তোমায় ডেকে দিন চলে না,
সর্ব্বস্ব শ্রীপদে দিয়ে ভিক্ষা করে বাড়ী বাড়ী।
তারিণী কয় মায়ের ছেলে,
তার সফল জন্ম ভূমণ্ডলে,
যে জন বিপদেও মা বোলে ডাকে মায়ের পূজা দেয় না ছাড়ি।
(২রা বৈশাখ ১৩০০ সাল।)

দীন তারিণীর সুর।

আমার ধর্ম্ম কর্ম্ম সব শ্যামা মায়,
আমি সেই ভাবে থাকি গো তারা
যখন যেমন রাখ আমায়।
আমি নহি শাক্ত, কিম্বা না হই বৈষ্ণব,
নহি কর্ত্তাভজা, গাণপত্য, শৈব,
আমি যেখানে যেমন সেখানে তেমন,—
যখন যে ভাবে যে আমারে পায়।
আমি নহি হিন্দু, বৌদ্ধ, নহি মুসলমান,
নহি শিখ, শাক্ত, নহি মা খৃষ্টান,
আমি এক হয়ে ভবে একের কারণ,—
এক শ্যামা বোধে মানি মা সবায়।
আমি খাই সবার হাতে যে আমারে দেয়,
যাই সবার পাশে যে আমারে নেয়,
আমি ধরি তার পায় যেজন আমায়,—
ভাল কোরে মায়ের নামটী শুনায়।
তারিণী কয় ভাই তুই বড় সাধু,
পাবি সকল ফুলে মায়ের নাম-মধু,
(ভক্ত) অলি হয়ে তুই মজ্‌তে পারিস্‌ যদি,—
মা মা বলে শ্যামা মায়ের রাঙ্গা পায়।

(২রা বৈশাখ ১৩০০।)

বেহাগ,—একতালা।

মম চঞ্চল চিত চাতক
চাহেনা চকিত জলদে।
কি করি কি করি কোথা গিয়ে তরি,
পিপাসায় মরি বরদে!
শুষ্ক হিয়া মম শুকাল শুকাল,
তব কৃপা বারি কৈ বরষিল,
দুরাশা-মারুতে কোথা নিয়ে গেল,
দে মা! এ হৃদে নিরদে।
তারিণী ডাকে মা! কাতরে তোরে,
কলুষ নাশিনী আয় ত্বরা কোরে,
দেখে যা দেখে যা পলকের তরে,
ভেসে যায় হিয়া বিষাদে।
(২রা বৈশাখ, ১৩০০।)

ভৈরবী বেহাগ,—একতালা।

ধ্যান-নিমিলিত-নেত্র বাঘাম্বর ভোলা গায়।
ভম্ ভম্ ভম্ ববভম্ভম্ গাল বাজায়।
অর্দ্ধচন্দ্র ভালে আধ বিকশিত,
আজানুলম্বিত-ফণি-উপবীত,
শুভ্র বিভূতি-ভূষণ গায় মাথায়।
শিঙ্গা কমণ্ডলু ত্রিশূল করে,
এক ঠাঁই ডমরু তম্বুর ধরে,
গলায় দোলায় রুদ্রাক্ষের মালা জটা বিলম্বিত পায়।

উচ্চ-হিম-গিরি-শৃঙ্গে জ্যোতির্ম্ময়,
শঙ্কট আসনে মহাযোগে রয়,
কুলু কুলু গঙ্গা শিরোপরি বয় তারিণী প্রাণভুলায়।

(২রা বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

সুরট মল্লার—আড়া ঠেকা।

জয় কৈলাস-পতি কপর্দ্দি করুণাসিন্ধু হর।
জয় বাঘাম্বর বিভূতি-ভূষণ-গঙ্গাধর,
জয় পিনাক-পাণি-পরমদেব,
জয় পরমেশ্বর-শম্ভু-শিব,
জয় বিরূপাক্ষ বিপুল-শকাতি ভূতপতি-বিশ্বেশ্বর।
কভু ঘোর হাস ভীষণ ভ্রুকুটি,
কভু ধ্যানযুত প্রশান্ত মূরতি,
কভুবা প্রমত্ত উন্মত্ত প্রমথগণ সহচর।
কভু তেজস্পুঞ্জ মধ্যাহ্ন ভাস্কর,
কভু সৌম্যমূর্ত্তি দিব্য কলেবর,
কখন শ্মশানে কভু সিংহাসনে রাজ রাজেশ্বর।
দেহি কৃপা-কণা শঙ্কর কিঙ্করে,
ত্রাহিমে ভূতেশ এ ভব দুস্তরে,
বিভব প্রসাদ তারিণী প্রসাদে নাশ কলুষ দক্ষেশ্বর।

(৩রা বৈশাখ ১৩০০ সাল।)

ভৈরবী—আড়াখেমটা।

দিব্যরূপা দশমহাবিদ্যা শিবমায়া অনন্ত প্রকৃতি।
দশভাবে দশদিকাচ্ছন্না দশ অবতার বৈষ্ণবী শকতি।

১ মীনরূপে জলে কালী অবতার,
আদ্যাশক্তি শ্যামা প্রথমা বিস্তার,
জ্ঞানোদ্ধারহেতু জলদবরণী,
একার্ণব মধ্যে পরমা গতি। (১)

২ কূর্ম্মরূপে তারা চতুর্ভুজা দেবী,
শবোপরি পৃষ্ঠে রাখিলা পৃথিবী (২)
বরাহ রূপেতে তুমি মা ষোড়শী
বিদারিলা দন্তে তৃতীয়া শকতি। (৩)

৩ অভয় বিলাতে ত্রিভুবন বাস,
চতুর্থ শকতি হলে পরকাশ,
নৃসিংহ রূপেতে ভুবন ঈশ্বরী
নাশিলে হিরণ্যকশিপু দুর্ম্মতি। (৪)

৪ বামন রূপেতে ভৈরবী পঞ্চমে,
বলি-দর্পহরা তুমি ভবধামে,
তিন পদে কেড়ে নিলে ত্রিভুবন,
করিলে সকল তুমি সৃষ্টি স্থিতি। (৫)

৬ ষষ্ঠ জামদগ্ন্যরূপে ছিন্নমস্তা,
ভক্ষিলা শোণিত স্বীয় খড়্গহস্তা,—
ক্ষত্র কুলান্তক শোণিত পায়িনী
কুঠার ধারিণী ভীষণ মূরতি। (৬)

৬ সপ্তমে শ্যামাঙ্গ অতীব জরতী,
নাশিতে রাবণে হলে রঘুপতি,
ছদ্মবেশে নররূপে নরপতি,
দিব্য রথারূঢ়া নাম ধূমাবতী। (৭)

৭ বলরামরূপে অষ্টমে বগলা,
হলধর, গদা ধরিলা একেলা,
দ্বিভুজা ভীষণ মহিষ ঘাতিনী,
সিংহপরি স্থিরা তুমি ভগবতী। (৮)

৮ নবমে মাতঙ্গী বুদ্ধরূপে হরি,
এলে সর্ব্বজীবে অহিংসা বিতরি,
রাজরাজেশ্বরী তুমি মহেশ্বরী,—
রক্ষিলা এ সৃষ্টি প্রশান্ত মূরতি। (৯)

৯ দশমেতে কল্কি তুমি হবে তারা,
কমলা-বিমলা-কলুষ-সংহরা,
পূর্ণ-কুম্ভ-বারি যবন শোণিতে
করিবে তারিণী তোমার আরতি। (১০)

(৩রা বৈশাখ ১৩০০ সাল।

রামকেলী—কাওয়ালী।

পুরুষ প্রকৃতি যোগে নিত্য সৃষ্টি হয় ধরা,
ভুলাকাশে কার্য্য সিদ্ধি না হয় প্রকৃতি ছাড়া।

পুরুষে না দেখা যায়,
মিশ্রিত প্রকৃতি গায়,
নিত্যক্রিয়া কর্ম্মসূত্রে নিয়ত হয় আত্মহারা।
পুরুষের রাজা মন,
হৃদয়ে প্রকৃতি র'ন,
তাই আগ্যা মহাবিদ্যা অনাদি উপরে দাঁড়া।
মহাকাল মহাকালী,
শক্তি মাত্র কর্ম্মস্থলী,
হর হৃদে কর্ম্মজ্ঞান সংজ্ঞা কর্ম্মাতীত ধারা।
তারিণী বলিছে স্তবে,
ধর্ম্মাধর্ম্ম যুদ্ধ হবে,
তাই আমার চতুর্ভুজা করালবদনী তারা।

(৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০।)

খাম্বাজ—একতালা।

নয়ন মুদিলে ভাই! যেমন দেখ অন্ধকার।
সেইরূপ শ্যামা আমার নিলবরণী নিরাকার।
গভীর জলধি নীল,
অনন্ত আকাশ নীল,
জ্ঞান-চক্ষুহীন দেখে সেইরূপ নীল শ্যামার।
চন্দ্র সূর্য্য আলো রূপ,
নহে মার সে স্বরূপ,
চর্ম্মচোখে কর্ম্মদোষে দেখা শুনা হয় না তাঁহার

বুঝি না মরিলে ভাই,
কোথা আছি কোথা যাই,
শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাতীত বোঝা ভার।
তারিণী কয় চৈতন্য-ধন,
চৈতন্যময়ী করেন গ্রহণ,
এতেই তোর মরণ বাঁচন সৃষ্টি-বিজ্ঞান বুদ্ধি বিচার।

(৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০)

সিন্ধু খাম্বাজ—পোস্তা।

সূক্ষ্মবীজে মহাতরু, বুদ্ধির অগোচর কথা।
এইরূপ স্থির পুরুষ রয়েছেন যথা তথা।
পরম সূক্ষ্ম তিনি হন,
মন তাঁর আকর্ষণ,
সূক্ষ্মাকাশে গতিবিধি করে থাকেন সেই বিধাতা;
চৈতন্যময় সর্ব্বগতি,
স্থূলে এসে করেন স্থিতি,
তাকেই বলে শিব সহ পঞ্চভূতে জীব গাঁথা।
তারিণী কয় সেইতো জীব,
যে জন ভূতে ঠেলে বাঁধে শিব,
কর্ম্মফল উল্টে ফেলে ভাঙ্গে মায়া-ঘটের মাথা।

(৪ঠা বৈশাখ ১৩০০)

দীন তারিণীর সুর।

মন কেন এত মায়া তোমার।
তুমি কর্ম্মবশে একই বস্তু দুই ভেবে হওরে অসার।
যত বারাও বারে তেমন,
দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ,
আশা বৈতরণী নদী ডুবে যাও যে দেখ না আর।
নদী থাকে জলে পূর্ণ,
তুমি কর কুম্ভে পূর্ণ,
প্রয়োজন বশে তখন তাতে হয় যত্ন তোমার।
সেইরূপ ধন দারা,—
সম্বন্ধে হও আত্মহারা,
বোঝাই কর বিষয়-ভারা কর না তার পূর্ব্বে বিচার।
তারিণী কয় বীজে গেলে,
অশ্রুজল কেউ না ফেলে,
রূপে থেকে কর্ম্মে এলে বলেরে লোক আমার আমার।

(৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

বাউলের সুর।

সাবধান! রূপ দেখোনা রূপের নদীর বড় টান।
দেখিলে পাকুদে ফেলে অতলে ডুবায় প্রাণ।
রূপের নদী, প্রাণ স্রোতে চলে,
কুলু কুলু মধুর বোল্ বলে,
শুনিলে আপনা হতে ঝাঁপ দিতে চায় সখের প্রাণ

যদি মন! ডুবিস্ রে একবার,
খুঁজে তোরে পাবনা রে আর,
ভেসে যাবি তার সনে, তার পাকে পাকে কত স্থান।
রূপ-নদী ভাঙ্গে নরম মাটী,
পাহাড় পেলে দূরে যায় হাটি,
ঝরণা রূপে করে কত মন ভোলানো মেশা গান।
পাষাণ ধষে না তা শুনে,
তাই নীরে তৃপ্তি করে প্রাণে,
তারিণী কয় কালী ভেবে তার কান্না বারি কর পান।
(৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০ সাল

আশাভৈরবী,—ঠুংরি।

সিন্দুরে মেঘ দেখে ঘর পোড়া গরুর ভয়।
যে জন ঠেকে শেখে বিষয় পাকে তার জ্ঞান তাতে হয়।
যদি থাকৃতো কিছু বোধ,
পাখী যে'ত না অবোধ,
লোভে হয়ে আত্মহারা ব্যাধের ফাঁদে হতো লয়।
যদি থাকৃতো প্রাণের জ্ঞান,
পতঙ্গ হতো না অজ্ঞান,
দেখিয়ে রূপের চমক্ রূপের ঠমক্ রূপের আলো জ্যোতির্ম্ময়।
তারিণী কয় মিশ্‌লে পরীক্ষায়,
চেনা যায় আসল নকল কায়,
সেই হয় পায়ে ঠেলা মায়ের চেলা লোকে তাকে গুরু কয়।
(৪ঠা বৈশাখ ১৩০০ সাল।)

বাউলের সুর।

মন তোমার কি বাবু গিরি।
তোমার পেটে মল মূত্র তেল-চর্ব্বি নাড়ী ভুঁড়ি।
(তোমার কেশের নীচে আছে খাব্‌রি—
ঠুন্‌কো, ভরা ঘৃত রাব্‌রি,
(ও তুমি) জেনে শুনে তার উপরে টেঁরি কাট কত করি।
ও তোমার চাম্‌রার নীচে অস্থি পঞ্জর,
শুক্র মাংস শোণিত কন্দর,
ও তুমি বাইরে ঘষে কর সুন্দর রূপের গর্ব্বে যাও মরি।
তোর বেশভূষার সাধ যায় না,
রকম রকম বাবুয়ানা.
কাল দিয়েছে কালের বায়না একদিম দিতে হবে ছাড়ি।
এসেছিস্‌ উলঙ্গ হয়ে,
যাবিরে তাই সঙ্গে লয়ে,
তারিণী কয় ল্যাভের মধ্যে যাবি একবার কাঁধে চড়ি।
(৪ঠা বৈশাখ, ১৩০০।)

আলয়া, ঠুংরি।

মা তুমি কর্ম্ম হেতু দশভুজা চতুর্ভুজা নাম ধর।
নানা ভাবে নানা মূর্ত্তি যখন যেমন কর্ম্ম কর।
তুমি চণ্ডী কালী তারা,
বারাহী চামুণ্ডা ঘোরা,
নারসিংহী নারায়ণী শিব শক্তি চরাচর।

ইন্দ্রাণী, বারুণী শিবে,
ব্রহ্মাণী, ভবানী ভবে,
মাহেশ্বরী মহালক্ষ্মী সরস্বতী নামান্তর।
তুমি হ্রীঁ স্বাহা স্বধা,
ব্রজেশ্বরী তুমি রাধা,
অযোধ্যায় সীতারূপে রঘুবংশ আলো কর।
দাক্ষায়ণী মায়া পুরে,
পার্ব্বতী হিম শেখরে,
কৈলাসে শিবের বামে তুমি পূর্ণ সুধাকর।
তুমি চিন্তা, দময়ন্তী,
কৌশল্যা, সাবিত্রী, কুন্তী,
বিশ্ব প্রসবিনী শ্যামা তারিণী কুচিন্তা হর।

(৫ই বৈশাখ, ১৩০০।)

কালাংড়া,—ঠুংরি।

মম হৃদি-রথ মাঝে নীলবরণী শ্যামা আমার,
আমি সদা প্রাণ-শেকলে টানি দেখাই আনন্দ বাজার।
আমি বসাই ভক্তি-বেদী মুলে,
(মায়ে) স্নান করাই নয়ন জলে,
আমি পুছাই প্রেমের হাতে চরণ যুগল শ্যামার।
আমার তিনটী নাড়ী তিনটী দড়ি,
তাই দিয়ে রথ টান করি,
আমার মন-চাকা তায় আসে ঘুরি ধুম্ লেগে যায় রথযাত্রায়।

আমি একলা টানি একলা ঘুরি,
একলা সেই মুখটী হেরি,
কষ্টে স্বষ্টে টেনে লয়ে চলে যাই গুণ্ডিচা আগার।
(মায়ে) খাওয়াই বসে সহস্রারে,
ব্রহ্ম রন্ধ্র-সুধা ক্ষরে,
সময় মত না এলে শ্যাম যুগ যুগান্তর রাখি আবার।
তারিণী কয় এমন রথে,
যে জন টান্‌তে পারে আমার সাথে,
গৃহে ব'সে পুরী পায় সে পুনর্জ্জন্ম হয় না তাহার।

(৫ই বৈশাখ, ১৩০০।)

দীনতারিণীর—সুর।

দোল্ দেখ্‌বি কে চলে আয়।
আমার বারমেসে মায়ের দোল্ অবিরাম প্রাণ দোলায়।
দোলা বাঁধা আছে তিনটী তারে,
কুল কুণ্ডলিনী ঘরে,
দোলাইছে মন-পবনে (নিতে) ব্রহ্ম রন্ধ্র অজপায়।
দোলায় পাঁচটী স্তম্ভ নয়টী দ্বার,
বসন ভূষণ বাঁধা ঝাড়,
বাহাত্তর হাজার পিচ্‌কারী রুধির—আবীর খেল্‌ছে তায়
পঞ্চভূতে খেল্‌ছে হুড়ি,
বিষয় কাদা মাটী করি,
মনকে কোরে হুড়ির রাজা সোহং হংস হুড়ি গায়।

দোলে মায়া-নারীর ছড়াছড়ি,
দিচ্ছে সবায় পিচ্‌কারী,
আত্মারাম হয়েছেন সং সব লাল একাকার।
তারিণী কয় মায়ের দোলে,
যদি ফাঁগ্‌ খেল্‌বি কেউ চলে আয় রে,
আগে ফু দিয়ে ভাই ছয়টা রিপু ফাঁক কোরে দে মায়ের পায়।

ভৈরবী,—ঠেকা।

যশোদার ধন নন্দদুলাল! এ রংটী কোথা পেলি।
এ যে অনন্তরূপ প্রাণ মাতান, কার কাছে ধার করিলি।
বৃন্দাবনে তুই বাঁকা শ্যাম,
তোর মত কেউ নয় তোরে শ্যাম,
তুই যে কালো-শশী মধুর হাসি ব্রজ নারীর মন ভুলালি।
কেউ রাঙ্গা কেউ গৌর মোরা,
তুই ভাই এ ব্রজ ছাড়া,
বল্‌না রে ভাই কোন্ পাড়া জন্মেছিলি বনমালি!
কি খেয়ে ভাই হলি কালী,
আমাদের পাগল কল্লি,
রাধা পানে চেয়ে চেয়ে তারেও দিলি মনের কালী।
তারিণী কয় ও ভাই রাখাল!
এ কালী যে অনন্তকাল,
শ্যাম কালো তাই জগৎ কালো রাধা-আধা মহাকালী।

দীনতারিণীর—সুর।

আমার শ্যামা মায়ের রাস হবে হৃদ্-বৃন্দাবনে।
প্রাণ রাধিকা রাসেশ্বরী মিশে যাবেন শ্যামার সনে।
প্রবৃত্তি-গোপিনী কুল,
ছড়াইবে প্রেম-ফুল,
ঘুরাইবে মন-রসিক রাস-চক্র এক মনে।
(আমায়) জগৎ যোড়া শ্যামার রাস,
নিত্য হাস পরিহাস,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা ঘোরে সে রাসের সনে।
বনে বনে তরু রাজি,
যত কুল-নারী সাজি,
দাঁড়াইয়ে ফুল সাজে আছে বিশ্ব-বৃন্দাবনে।
বিহঙ্গ সঙ্গীত গায়,
বাজায় মলয় বায়,
দর্শক ভূধর, নদী, মোহিত সে গান শুনে।
অগণন তারা চয়,
দেশে বিশ্বে রাস হয়,
নাহি ঘুম স্থির জ্যোতি শ্যামারূপ দরশনে।
তারিণী কয় মন রসিকে,
(একবার চাওনা মায়ের পায়ের দিকে),
নিত্য নব রসের খেলা কোটী মেলা সেই খানে।

(৬ই বৈশাখ, ১৩০০)

বাউলের সুর।

ভাব বিনে কে ভাবে রাখ্‌তে পারে—
ভবের হাটে।
(ও যে জন) ভাব চেনে না ভব-ঘোরে,
সেই বেড়ায় ছুটে ছুটে।
ভবে ভাবের পাগল যে জন হয়,
সেই ভবানন্দে মেতে রয়,
(সে যে) ভেবে ভেবে দিবা নিশি লয় ভব-ভাব লুটে।
তারিণী কয় ভবে ভোলানাথ আমার,
(ভবের) পাগল ভাব বিনা তাঁয় বোঝা ভার।
যদি ভাব্‌তে পারিস্‌ ভরা প্রাণে অভাব কি ঘটে?
(৭ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

দীনতারিণীর সুর।

মন তোর গীতে প্রাণ মাতে না,
রস জমে না হিয়ার মাঝে।
খেতে চাই মন সন্দেশ,
খেলে পেট ভরে না,
গিল্‌তে গেলে গলায় বাজে।
গা না তান ভক্তি রাগে,
প্রাণ ভরে শুনি আগে,

হৃদয়ের অনুরাগে,
ভেসে যাই প্রেম-বিরাগে,
তারিণী কয় ভক্তিযোগে মানুষ দেবতা সাজে!
(৭ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

বাউলের সুর।

ও ভাই জেলে! কালী বলে জাল ফেলে দে ভবনদে।
মন খাটি করে, থাক্ না ধোরে, তোর সাধনের মাছ
আস্‌বে বেধে :
কর্ম্মফল-জাল যাহার যেমন,
সে জেলে মাছ ধরে তেমন,
রুই, কাত্‌লা, বল্‌সে, পোণা পায় মনের সাধে।
ছেঁড়া জাল রয় না বেশী দিন,
ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যায় মীন,
তারিণী প্রসাদ বলে জাল গেঁথে নে বিশ্বাসের সূতে।
(৮ই বৈশাখ, ১৩০০।

ভক্ত প্রসাদী সুর।

মন! তুমি চড় ঘোড়া গাড়ী।
পা থাক্‌তে খোঁড়া তুমি যেতে চাও শূন্যে উড়ি।
তোমার ঘোড়ার দাপে কাঁপে মাটি,
কারো লাগে দাঁত কপাটী,
তুমি ধরা খানা সরা দেখ চাওনা নীচু পানে ফিরি।

অহঙ্কারে বুকটী ফুলাও,
আপ্‌নার দিকে কেবল তাকাও,
ভাব মনে আমি একজন কচ্ছি বড় বাহাদুরী।
ঘোড়া দুটো তোমায় টানে,
তোমার দৃষ্টি আছে শূন্য পানে,
তুমি কি ভাই কুষ্ঠরোগী বসে থাক হাত পা ছাড়ি ?
তারিণী কয় কুঠের বারা,
(একে) ছটার টানে হচ্ছে সারা,
আবার কোন্ নরকে যেতে ইচ্ছা, বল না হে ঘোড়া চড়ি ?

(৮ই বৈশাখ, ১৩০০।)

বাউলের সুর।

বুক ফুলিয়ে বাপের বেটা বসে আছেন মস্‌লন্দে।
পাশে কুরসি পিক্‌দানী বৃহৎ তাকিয়া স্কন্ধে।
ভুঁড়িটী গগণ ফোঁড়া,
মুখটী যেন ফুলের তোরা।
লাল টুক্‌টুক্‌ অধরখানি তামাক খাচ্ছেন তোটক্‌ ছন্দে
এসেন্স রোজে ঘর খোসবয়,
ব্রাণ্ডি বিয়ার গ্লাস্‌কেসে রয়,
হাঁক ছাড়্‌ছেন বরফ দিতে ওরে বেটা রামকান্তে !
পাশে পরী ডানা কাটা,
ভাব্‌ছেন মলে চোকে লেঠা,
সুখ হলো না এঁর হাতে জীবন গেল কান্তে কান্তে।

রাতে গভীর নাকের ডাক,
দিনে গুড়্‌গুড়্ দোয়ার ফাঁক,
কেবল বলেন বংশ গেল তোমার প্রতি বড় সন্দে।
তারিণী কয় বড় মানুষ,
তুমি তো ভাই বড় বেহুঁষ,
পুরুষ তোমায় বলে কেটা, তুমি যে ঘোর মাকুন্দে।
তোমার হৃদয়ে নাই শ্যামার চরণ,
তুমি কিসে পাবে প্রকৃতির মন ?
তোমায় প্রতি পলে কালে ডাক ছে এখনো পার নি জান্তে।

(৮ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

বিভাস,—মধ্যমান।

কি ছলে করুণাময়ি! আমারে করেছ সৃজন।
আমার জন্য সব কিছু আমি নই কার কখন।
আমি আছি আমি ছাড়া,
যেমন তুমি আছ তারা.
দেখা শুনা ভূতের হাটে কার্য্য হেতু হও নিরূপণ।
তোমার আমার একই ঠাঁই,
যে আমি সে তুমি তাই,
তবে কেন পাপ পুণ্য আমার বেলা বাঁচন মরণ।
জন্মে জন্মে হাঁড়িকাঠে,
বলি দিচ্ছ ভবের হাটে,
কতবার যে বলি দেবে মা! জানি না কিসের কারণ।

মা হয়ে মা, ছেলে বলি,
জগন্মাতা কারে বলি,
দেব্‌তার বেলা লীলা খেলা মানুষের বেলা বুঝি বারণ!
(৯ই বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

রামকেলি আড়া তেতালা।

আমার আমি নই ব্রহ্মময়ি!
শক্তি কি তোমায় ডাকি,
যদি আমার আমি হতেম তারা!
তবে কি চুপ্‌ কোরে থাকি?
আমার হাত পা আমার নয় মা,
আমার এ দেহ নয় আমার শ্যামা।
আমার এ চোখের মণি উল্‌টো দিকে
তাই সব বিপরীত দেখি।
আমার যদি আমি হতেম,
তোমার অভয়-বর শুন্‌তে পেতেম,
দেখ্‌তেম কি এই চোখে শ্যামা তোমায় ঘট্‌ পটে আঁকি?
তারিণী কয় মন কুষ্মাণ্ড,
তুই কবে বুঝবি জ্ঞানকাণ্ড,
কবে হবে তোর মত তুই শ্যামার ছেলে সুবোধ লক্ষ্মী।
(৯ই বৈশাখ, ১৩০০।)

মুলতান—আড়া।

আমার ছেঁড়া কাঁথায় দিয়ে যোড়া
দিন গেলো গো ভবদারা!
আর এ ভাবে মা কদিন যাবে,
ভেবে ভেবে হলেম সারা।
শিশু ছিলেম কিশোর হলেম,
যৌবন যায় বৃদ্ধে এলেম,
এখন যা দিলেম যা পেলেম কিছু তাও ভাগ্যে হলেম হারা
রোগে শোকে জরাজীর্ণ,
বিষয় চিন্তায় হলেম শীর্ণ,
এর উপরে ছয়টা লেঠেল নিত্য প্রহার করে তারা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা ব্যাধি,
আমার নিত্য হয় মা প্রতিবাদী,
আমার কর্ম্মদোষে পথ আট্‌কায় না মানে মা বিবেক তাড়া।
তারিণী কয় শোন্‌রে চাষা,
তুই যে ভারি বুদ্ধিনাশা,
তুই কি বুঝে কালের ফাঁদে পড়ে কালী পদটী হলি হারা।
(৯ই বৈশাখ, ১৩০০।)

জংলা—কাওয়ালী।

আমার ভূত-সহরে রাত দুপুরে
ঘুরিয়ে মারে মা জননি!
দেখ্‌তে সখের বাজার রাজা রাজরার
সভা মজলিস্‌ বাবুয়ানি।

চার চারটা থিয়েটার মা,
কত রগড় দেখায় শ্যামা,
আমার ঘুম আসে না সারা নিশি
"আয়লো ধনি" গান শুনি।
"চাই বেল ফুল" ডেকে যায়,
পরতে কত ইচ্ছা যায়,
আমার কৃষ্ণপ্রেমে মন উছলে (হেরি)
দু ধারে সব গোপ্ গোপিনী।
আমার দুখে সাধ নেই পায়ে জুতি,
পেটে ভাত নাই পেড়ে ধূতি,
আমার খেতে সাধ যায় মদ্ বিস্কুট,
মাংস, চানাচুর, চাট্নী।
আমার যেতে বাঞ্ছা তিন সেনে,
বেড়াতে সাধ্ ময়দানে
আমার পথে থেকে ছয় ইয়ারে
কোরে নেয় টানাটানি।
তারিণী কয় ইয়ারকিতে,
সর্ব্বনাশ তোর হাতে হাতে,
মায়ের চাকর কাল-ল্যাম্বার্ট কচ্ছে শুনে কানাকানি।
(৯ই বৈশাখ, ১৩০০।)

আলিয়া—যৎ।

গ্যাসের আলোক জ্বলে সহরে,
আবার তাড়িত ধরে রাখ্তে চায় ঘরে ঘরে।

তারের ভিতর কয় কথা,
ভূত পেত্‌নী লাগে কোথা,
এক পলকে খবর যায় সমুদ্রের পারে।
রেলে চেপে এক রাতে এক ঘুমে,
দিল্লী লাহোর আসি সব ঘুমে,
কলে চলে কলে বলে কলে গান করে।
কলে গঙ্গা ঘোরেন বাড়ী বাড়ী,
কলে বলে বেলুন যায় উড়ি,
মানুষ পাখী জন্মে থাকি কলের নায় চড়ে।
তারিণী কয় ওরে মানুষ পাখী,
তোর দেহ খাঁচার কল্‌খানা যে কি,
একবার বুঝ্‌তিস্‌ যদি মায়া ডোরে বাঁধতিস্‌নে এরে।
(৯ই বৈশাখ, ১৩০০।)

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

রাখ রাঙ্গা পায় ওগো! তিমির বরণী তারা।
জঠর যন্ত্রণা আর সহে না মা ভবদারা।
লয়েছি মা তবাশ্রয়,
ছলনা যেন না হয়,
মিছে কাজে যেন শ্যামা হই নে তোমারে হারা
রঙ্গ রসে নাই সাধ মা!
তাপে অনুতপ্ত শ্যামা,
রিপু ছটা অনিবার দিতেছে আমায় তাড়া।

সতত যম শাসনে,
রক্ষ করাল বদনে,
প্রাণের ভিতরে আমি নই মা তোমারে ছাড়া।
(১০ই বৈশাখ, ১৩০০।)

ইমন—খেমটা।

একবার চোখ বুজে দেখনা রে ভাই!
ভবের বাজার অন্ধকার।
কোথা কে দোকান নিয়ে
সরে যাবে বোঝা ভার।
তুই নিদ্রাবেশে থাকিস্ রে যখন,
তখন যেমন না থাকে চেতন,
এ অপেক্ষা শেষের নিদ্রা বুঝে দেখ্না কি আবার।
ভাই বন্ধু কোথা কে রবে,
ধন দারা কারে ভাই দেবে,
অত সাধের সোণার দেহ হবে পুড়ে ছারখার।
সঙ্গে কেউ যাবেনারে ভাই,
পঞ্চভূতে যাবিরে মিশাই,
কেবল প্রাণ লয়ে কর্ম্ম বুদ্ধি যাবে দেহ গঙ্গা পার।
দীন তারিণী কয় দিনের কাজ সার,
দিন থাকৃতে যাবে যদি পার,
(এ যে ম্যাগে) ভক্তিযোগে চরণ তরী ভাড়া কর্না শ্যামা মার।
(১১ই বৈশাখ, ১৩০০।)

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভব-কাণ্ডারী দাঁড়ায়ে আছেন একেলা ভব নদীর কূলে।
ওরে ভাই! বেলাবেলি কে যাবি আয় পারে চলে।
খেউনা যে দয়া-পারাবার,
বিনা পয়সায় করে সবে পার,—
পার কর, পার কর বলে একবার পারে দাঁড়ালে।
ভব তুফান উঠ্‌লে করে সান্ত্বনা,
ছেড়ে দেন আপনার বিছানা,
ভক্তের তরে হাসি মুখে আপ্‌নি দাড়ান অতল তলে।
তারিণী কয় এমন মাঝি ভাই!
কেন তোদের যাবার ইচ্ছা নাই,
একবার ভাবিস্‌ নে আখেরের গতি কি হবে যে পরকালে।

(১১ই বৈশাখ, ১৩০০।)

বাউলের সুর।

প্রাণ পাখীর নাইরে ভাই! বিশ্বাস,
হাজার যত্ন কোরে দেহ খাঁচায় পুষে রাখ্‌লে বার মাস।
খেতে দাও সোণার থালায় ফল,
পরতে দাও সোণার পা শেকল,
একবার ফাঁক পেলে যায় চলে সে করে সর্ব্বনাশ।
তুমি ভালবেসে বল আত্মারাম!
পড়াও কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ-নাম,
তার বিনয় খাঁচা ভেবে নিত্য প্রাণ হয় বড় উদাস।

মন থাকে বনে বনে তার,
উড়ে গেলে পায় সে নিস্তার,
জানায় আবোল্ তাবোল প্রাণ-বৈরাগ্য বিকারের আভাস।
তারিণী কয় প্রাণ পাখী আমার,
খাঁচার কবাট খুল্‌বে কাল এবার,
তুই কালী বলে যাবি উড়ে অনন্ত আকাশ।
(১২ই বৈশাখ, ১৩০০।)

ভক্ত প্রসাদী।

কেবল ছেলে হলে হয় না রে মন!
যে জন প্রাণ দিয়ে মায়ের সেবা করে
সেই তো ছেলে ছেলের মতন।
এক মায়ের লক্ষ ছেলে,
ডাকে সদা মা মা বলে,
যে জন ডাকার মত ডাক্‌তে পারে
সেই তোরে মন তনয়-রতন।
মায়ের কাছে সব ছেলে সমান,
মাতৃ-স্তন্য সবে করে পান,
যে জন মাতৃস্নেহ বুঝ্‌তে পারে সার্থক তার পুত্র-জীবন।
তারিণী কয় শোন ওরে ভাই!
ভবে ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছু আর নাই,
মহাশক্তি মাতৃপূজায় পরম ধর্ম্ম হয় রে সাধন।
(১৩ই বৈশাখ, ১৩০০।)

দীন তারিণীর সুর।

কে জানে শ্যামা কেমন—
শ্যামা তেজরূপা তেজোময়ী অনন্ত তেজের কারণ।
শ্যামা দেবগণ-যোগ-তেজে,
দশভুজা এলেন সেজে,
করিলেন ভুজোবলে সুরবৈরী তেজ হরণ।
শ্যামা ব্রহ্মময়ী নিরাকারা,
ধ্যান-বশে হন সাকারা,
গুণাতীতা হয়ে লোকে করিলেন গুণ গ্রহণ।
শ্যামা কর্ম্মে এসে কর্ম্ম সারি,
কর্ম্মদেহ দিলেন ছাড়ি,
মিশিলেন আপনাসনে আপনি আগে ছিলেন যেমন।
তারিণী কয় আপন মনে,
না এলে মা রূপে গুণে-
সেজে, শ্যামা নীল-বরণী, তা'হলে কি পেতেম চরণ।

(১৩ই বৈশাখ ১৩০০)

দীন তারিণীর সুর।

মন! করো না একাদশী,
যার আত্ম-বিচার নাই জগতে
সেই তিথির বিচার করে বসি।
পাল পার্ব্বণ যত কিছু,
সকলি ভাই আপনার পিছু,
তার পাঁজি পুঁথি কিছু চাই না আপনারে যে করে খুসি।

ভবে আপনা রূপে মহামায়া,
আত্মাই সে মায়ার ছায়া,
দোল দুর্গোৎসব যা করে ভাই সকলি তায় আছে মিশি।
ভবে হও যদি ভাই আত্ম-বিহ্বল
তিথি ভেবে কি হবে ফল,
সে যে বার তিথি ছাড়া বিষ্ণু হৃদয়ে রন বারমাসি।
যোগে যাগে পায় না তাঁরে,
যোগাযোগে স্মৃতি হারে,
যোগ বিচারের ভট্টাচার্য্য বিস্মৃত হন এলোকেশী।
অমাবস্যা মঙ্গল বার,
লোকে বলে মায়ের বার,
তারিণী কয় মা যে আমার গৃহে বাঁধা দিবানিশি।

(১০ বৈশাখ ১৩০০)

দীন তারিণীর সুর।

উপবাস হোম যাগে না পাওয়া যায়
শ্যামা মারে।
কেবল ভক্তি ভাবে কর-যোড়ে।
পেতে পার ডাক্‌লে তাঁরে।
ধূপ দীপ নৈবিদ্যি দানে,
পুষ্প বিল্বপত্র ঘ্রাণে,
হয় না কালী মন্ত্র সাধন তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র ক'রে।

মূল বন্ধে শিক্ষা বন্ধে,
পায় না শক্তি ব্রহ্মরন্ধ্রে,
সেই পায় মনোময়ীরে যে জন বাঁধতে পারে মন-পাজিরে।
ঘটে পটে ঘাটে মঠে,
সিদ্ধি বুদ্ধি সিদ্ধ-পিঠে,
তার সাধনা কোথা ঘটে যে জন বশী দেয় না ছয় রিপুরে।
ছেড়ে দে তোর চণ্ডী পাঠ,
ভূত শুদ্ধি মনের ঠাঁট,
যে জন ভোগ-বাসনা মন-কল্পনা ভূতের অধীন থাকে পরে।
কোশাকুশী হস্ত নাড়া,
নাক টেপা বীজ মন্ত্র পড়া,
রেখে দে তোর ন্যাস করা, যে জন জ্ঞান-চোখে না হেরে তারে।
তারিণী কয় প্রাণায়ামে,
প্রাণ প্রতিষ্ঠা দেহ-ধামে,
(দেখ্ না) হৃদে রেখে শ্যামা-পদ, ফল ধরে কি নাহি ধরে।
(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

দীনতারিণী সুর।

তোর অসাধ্য সাধন কালী সাধন হলো না।
কত করিলি যতন তবু পাষাণী দেখা দিল না॥
ঘুরিলি রে অত স্থান,
করিলি রে অত দান,
তবু পেলি না তাঁর সন্ধান্ করিল তোরে ছলনা।

কত চান্দ্রায়ণ জপ,
কত উপবাস স্তব,
করিলি আরো যে সব, কিছুতে সে তোরে চে'লো না।
তারিণী কয় কিসে পাবি,
সে নয় ভোলবার ভবি,
পেতিস্ তারে কিন্তু তোর চোখের জল এলো না।

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০ সাল)

পাগলাকানাইয়ের সুর।

আমি খাই দাই পূজা করি শ্যামা মার।
আমার নিয়ম-তন্ত্র মন্ত্র-বিচার সব মধ্যে আপনার।
আমি আপনি পাঁঠা হই বলী,
আপনি কালী কালী বলি,
আমি আপনার মুণ্ড আপনি নিয়ে দেই রাঙ্গা পায়ে তাঁর।
তাঁরে রাখি সদা প্রাণে প্রাণে,
যাই না ফেলে কোন স্থানে,
আমি আপনি যেমন খাই পরি, তাঁরেও তেম্নি দি আবার।
আমি তাঁর কথা শুনি,
লোকে (তাই লয়ে) করে কানাকানি,
বলে সবে খেপা তেরো হয়েছে এক গণৎকার।

(১৫ বৈশাখ।)

দীনতারিণীর সুর।

কৈ শ্যামা! আমায় আর
তারে দিলি না।
তুই দিবি বলে বলেছিলি কেন দিতে
পারিবি না।
আমি তো ভুলিনি তোরে,
আমি বসে আছি তোর দ্বারে,
যদি দিতে সাধ না ছিল তোর,
কেন আমায় মারিলি না।
ম'লে তো আপদ যেত,
ও মুখ মনে না হতো,
সে যে জন্ম জন্মান্তরের ছায়া তাও কি
তুই বুঝিলি না।
আবার কি মা তার তরে,
সংসারে আসিব ঘুরে,
কর্ম্মসূত্রে মোহাবর্ত্তে তুই তো বাঁচালি না।
তারিণী কয় অশ্রু জলে,
দিন থাকতে হিয়ায় ভুলে,
পেতিস্ যদি শ্যামার চরণ একবার কেন
পুছালি না।

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

পাগলাকানাইয়ের সুর।

আমি আপনি কি যে বুঝতে নারি,
আমি করতেম যা আর জন্মে এখন বুঝি তাই করি।
আমি না হতে ভাই চৌদ্দ পার,
কর্ম্ম পেলেম বিধাতার,
করি সবার ভাগ্য বিচার লোকে কয় দৈবজ্ঞি ভারি।
কেউ বলে ওঁর গুরু সিদ্ধ,
কেউ বলে ভাই পিশাচ সিদ্ধ,
কেউ বলে ওর স্বভাব-সিদ্ধ ঈশ্বর দত্ত গুণ বিচারি।
কেউ বলে যা সামুদ্রিকে
কেউ বলে জ্যোতিষে আঁকে,
আমি বলি আমার বিদ্যা হয় নাই ভণ্ড শাস্ত্র পড়ি।
ভূত প্রেত ছিল না ঘরে,
গুরু ঈশ্বর চান্ নি মোরে,
থাক্‌বার মধ্যে ছিল কেবল যাওয়া আসা কালী বাড়ী।
(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিষাদে নয়নজলে ভেসে যায় হিয়া আমার,
আমার অকালে সংসার-আলো
কালের থাবায় হলো আঁধার।
কোথা থেকে রাহু এসে, (আমার)
পূর্ণ শশী নিল গ্রেসে,
ফুটে ছিল তারা দুটী তাও খসে গেল এবার।

যার রাহুর রাহু ঘরে বাঁধা,
(তারে) দেখ্‌তে হলো গোলোক ধাঁধা,
নিভে গেল প্রাণের জ্যোতি দিন দুপুরে অন্ধকার।
উষার কোলে কাঁদে কলি,
হায় মা! একি হলো বলি,
আমার অফোটা বুক ফেটে যায় যে, মা কালীর কি এই বিচার।
তারিণী কয় শুন বালে,
তোমার মা গিয়েছেন স্বর্গে চলে,
এ মর লোকে ধূলোর দেহে ভোগ-বাসনা ছিল না তাঁর।
(১৫ই বৈশাখ ১৩০০ সাল)

আড়ানা বাহার—ঠেকা।

যারে দিন দিয়াছ দীনতারিণী !
সেই তোমারে পূজা করে।
যারে দাও নাই দিবে না তারা,
কি করিবে সে তোমারে ?
লক্ষ উপচারে রাজা,
করে শ্যামা! তব পূজা,
ভিখারীর দশভুজা পূজা মুষ্টি ভিক্ষা কোরে।
যোগী পূজে দেহ ঘটে,
ধ্যানে আঁকি হৃদয় পটে,
মোষ পাঁঠা কত পাও মা কষাই ডাকাতের ঘরে।

কেহ জ্বালে ঘৃত প্রদীপ,
কাহারও যোটে না দীপ,
কেহ অন্ধকারে শুধু-করে তোমার আরতি করে।
তারিণী কয় মায়ের পূজা,
যদি করতে পার বড় সোজা,
ধ্যান আরতি কিছু চাই না যদি মা বোলে দু' নয়ন ঝরে।

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

দীন তারিণীর সুর।

পরিলে নীল পেড়ে কাপড় নীলিমারে মনে হবে।
তাই কালা পেড়ে কাপড় পরি আমি সেই ভেবে।
ভালবাসি কাল চুল,
কালোমুখ কালো ফুল,
কালো পিক কুহুতানে গাহিলে মধুর রবে।
কালো মেঘে সৌদামিনী,
নয়নের কালো মণি,
প্রাণ কেড়ে লয় মোর কালো-অন্ধকারে ডুবে।
তারিণী বলছে কালী,
না ঘুচালে মনের কালী,
তাসিব অনন্ত কাল সদা কালী কালী রবে।

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০ সাল)

দীনতারিণীর—সুর।

মন তোর দেহ ঘরে সিঁদ কাটে
ছ'টা চোর দিন দুপুরে।
তোর সর্ব্বস্বধন নিয়ে গেলো
তুই রইলি ঘুমের ঘোরে।
ঘরে জ্ঞান রাজা রয়েছেন ধন্য,
তাঁর মন মন্ত্রী কি কাছা শূন্য ?
দেখেন না কি কোথা কি হয়
ডেকে বিবেক চৌকিদারে ?
এমন অরাজক রাজার রাজ্যে,
বাস করা মন বড় ভয় যে,
কখন প্রাণ লয়ে পালায়ে যাবে,
আগুণ দেবে সোণার ঘরে।
তারিণী কয় দেরি নাই তার,
আর ঘুমিও না মন রে আমার
জেগে থাক সারানিশি,
শ্যামা নামের আলো হৃদে কোরে।

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

জংলাট—আদ্ধা।

ছেড়ে দে ছাগল কাটা পূজার ঘটা,
কসাই মায়ের বেটা তুই কি ?

ফেলে দে খাঁড়া ছোড়া,
মুছে ফেল রুধির ধারা,
বিদায় কর কাড়া নাগড়া বাদ্যকর ঢোল ঢাকী।
ছেড়ে দে বোম্ বোম্ কহা
ভুলে যা হুঁংফট্ স্বাহা,
ভুলে ফেল, শ্মশান মশান কারণ মারণ বকাবকি।
ছুঁড়ে ফেল্ তন্ত্র মন্ত্র,
যাগ যজ্ঞ জপ-যন্ত্র,
দিয়ে মায় আত্ম-বলী মনফুলে পূজ একাকী।
বসে প্রাণ দেনা খুলে,
মা মা মা মুখে বোলে,
তারিণী বোলছে মনে, ভব ভয় আর রবে কি?

(১৫ই বৈশাখ ১৩০০)

বেহাগ—আড়া।

শমন ছিঁড় না প্রাণের ফুলটী রে।
আমি যতন কোরে ফুলটীরে রেখেছি
ব্রহ্মময়ী পূজার তরে।
তুমি জান না কি আমি শ্যামা মায়ের ছেলে,
সদা মায়ের দয়া পাই আমি ডাক্‌লে,
আমার বড় সাধের ফুল বাগান,
সদা বিবেক বেড়ায় রাখি ঘিরে

হেথা তব প্রবেশের নাহি অধিকার,
অধিক আর বলিতে চাই না তোমায় আর,
অধিকার আছে তব যথা, যাও তুমি তথা,
চুরি কর তার ঘরে।
তারিণী কয় আমায় ভয় দেখাও কি কাল,
আমার মায়ের পায়ে বাঁধা আছেন মহাকাল,
যার ভয়ে ভীত তুমি সর্ব্বকাল
ঘুরে বেড়াও এ সংসারে।
(১৬ই বৈশাখ ১৩০০)

বিভাস ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

আমি আপ্‌নার দোষে আপ্‌নি মজি,
দোষ্ দি কেবল তোমায় শ্যামা!
আমার মন-বারণ মানে না বারণ,
গুরু-মাহুতহীন কি হবে গো মা!
হাতী আপ্‌নি পড়ে আপনার ফাঁদে,
মায়া মাহুষ করে কাঁধে,
ঘুরে বেড়ায় বিষয়-ঘোরে অধিক আর বলবো কি তোমা
হাতী জল ভুলে পঙ্কেতে ধায়,
মৃণাল ফেলে জঞ্জাল চিবায়,
তোমার ছেলের মত মাথা আবার ওগো হরমনোরমা!

তারিণী কয় চতুষ্পদ যার,
তার উপায় কি হবে আবার,
সে আপনার ভুল আপ্‌নি বোঝে দাও যদি
জ্ঞান-অঙ্কুশ শ্যামা!
(২০শে বৈশাখ ১৩০০)

বাউলের সুর।

শ্যামা নামের খাসা মোয়া
কে খাবিরে তায়।
আহা এমন মোয়া জগৎ ভরে,
কোথাও না পাওয়া যায়।
মোয়া মোদকরূপে সর্ব্বব্যাধি হরে,
শোক দুঃখ ভয় তৃষ্ণা নাশ করে,
মোয়া খেলে'পরে প্রাণভরে ভবক্ষুধা দূরে যায়।
মোয়া ভক্তিরূপে প্রাণের সম্বল,
খেলে মেলে তার চতুর্ব্বর্গ ফল,
যে জন খেতে পারে নিষ্কাম পাত্রে তারি খাওয়া
শোভা পায়।
তারিণী কয় এমন মোয়া ভাই,
পাই যদি কেঁদে কেঁদে মায়ের কাছে চাই,
মা না দিলে হাতে ক'রে, কোথা ছেলে মোয়া পায়?
(২০শে বৈশাখ ১৩০০)

ভৈরবী—একতালা।

কালী ভেবে হলেম কালী,
তবু না গেল মনের কালী।
কোথা কালি! মুণ্ডমালী,
কালভয় নিবারিণী।
শুনেছি পুরাণে কালী,
পতিতপাবনী কালী,
পুরাতনী প্রাণের কালী, তারা তিমিরবরণী।
কৈলাসে শিবের কালী,
বৃন্দাবনে কৃষ্ণকালী,
নীলাচলে নীলকালী, নবদ্বীপে নীলমণি।
গয়াধামে বুদ্ধকালী,
অযোধ্যায় রাম-কালী;
কাশীতে অন্নদা কালী, বিন্ধ্যাচল-নিবাসিনী।
তারিণীর তারিণী কালী,
অন্তিম লেখনী কালী,
শুদ্ধ-বুদ্ধি-রূপা কালী ওগো কলুষহারিণি!

(২২শে বৈশাখ ১৩০০)

মেঘ—একতালা।

অয়ি মা! অঘোররূপা অমাবরণি।
ভৈরবী ভুবনেশ্বরী ভীম-নাদিনি।

রক্তদন্তা রুধির আবৃতা,
মুক্তকেশী নৃমুণ্ড-ভূষিতা,
ভীষণ শবারূঢ়া রক্তিম-নয়নী।
লোলজিহ্বা করালবদনা,
চতুর্ভুজা শ্যামা ত্রিনয়না,
অভয় বরদা ভীষণ খর্পরধারিণী।
মহামেঘ-চপলা-চারিণী,
মহাদ্যুতি-অশনি-নাদিনী,
মহিষগ্রীতারিণী কৃতান্তবারিণী।

(২২শে বৈশাখ ১৩০০)

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

কে নারী সমরে হেরি ধায় মুক্তকেশে।
ভীষণ বিষাণ করে হুঙ্কারে অসুর নাশে।
জলদে চপলা যেন ধায়,
বরষে রুধিরবারি তায়,
বহে ভীম প্রভঞ্জন প্রলয়-জলধি যেন উচ্ছ্বাসে।
ধায় ঘন-তিমিরে মিশিয়া,
বলে তিষ্ঠ! অসুরে ডাকিয়া,
উদ্গারে গরল কটাক্ষে অনল,
হেরি কম্পিত সুর নর ত্রাসে।

নাড়ি সূত্রে বাঁধি নরমুণ্ডমালা,

সাজাইছে নারী আপনার গলা,

ছুটিছে রুধিরধারা রাঙ্গাপদ বেয়ে, তারিণী চাহে তাহে

উল্লাসে।

(২২শে বৈশাখ ১৩০০)

মল্লার—একতালা।

শিরে গঙ্গা দিবানিশি কুলু কুলু গায়,

ভাবেতে বিভোরা ভোলা ভোম্ ভোম্ গাল বাজায়।

চমকে অনন্ত, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে,

পরে বাঘ ছাল নাচে তালে তালে,

হেরি রবি শশী গ্রহতারা অমর অমরী পায় লুটায়।

করে ডম্বরু ডম্বরু পিনাক ধরে,

শিঙ্গা শঙ্খ ভেরী ভোঁ ভোঁ ভোঁ করে,

খায় সিদ্ধি গুলি দেয় করতালি, শ্মশান মশান সকল কাঁপায়।

গায় মেঘমল্লার মেঘ নিনাদে,

জুড়ায় শ্রীরাগ মধুর নাদে,

কাঁপায় ভৈরব দীপকে বসুধা মালকোষে বসে

হিন্দোলে হাসায়।

স্মরি পঞ্চাননে শিহরে এ তনু,

করি যোড়-কর পাতি দুই জানু,

বলি কোথা রক্ষ আশুতোষ! পাতকী তারিণী নমে তব পায়।

(২২শে বৈশাখ ১৩০০)।

মল্লার—একতালা।

কমলা কমল-দল-বাসিনি,
অমল-কমল-কান্তি কমল-ভূষণ-তোষিণী।
সরসী-সলিলে পরিমল-মাখা,
ষোড়শী রূপসী সিত-শশি আঁকা,
প্রসন্ন-বদনা লোহিত-বসনা, প্রভাত-অরুণ-বরণী।
আধ বিকশিত মধুর হাস,
আধ বিম্বাধর পরকাশ,
আধই কটাক্ষে হৃদয় উল্লাস, কেশব-অঙ্কশায়িনী।
চঞ্চলা চপলা-চমক-চারিণী,
জ্যোতির্ম্ময়ী জীব-হৃদয়-বাসিনী,
দেহি যে চরণ চারু চন্দ্রাননি! যাচিছে দীনতারিণী।
(২২শে বৈশাখ, ১৩০০ সাল।)

ললিত—আড়াঠেকা।

একবার দাঁড়া মা হৃদিমঞ্চে আমার
শ্যামা! তুই মা বাঁকা হয়ে।
হেসে নটরাজবেশে চরণে চরণ দিয়ে।
খুলে দে মা মুণ্ডমালা,
পর্ গলে বনমালা,
দাঁড়া কালি! কালা হয়ে, বামে শ্রীরাধারে লয়ে।
রণ থুয়ে কুঞ্জে আয় মা!
দিস্ নে হুঙ্কার শ্যামা,
একবার নাচ্ মা, শ্রবণে শুনি নূপুর-ঝঙ্কার পায়ে।

অসি থুয়ে বাজা বাঁশী,
গোপাঙ্গনা মনোদাসী,
কাজ নাই মা এলোকেশে, ও বেশে যে মরি ভয়ে।
শোন্ ওগো ত্রিনয়নি।
পীতবাস পর আনি,
বাঁধ তারা মোহন চূড়া, গো-ধেনু চরা মা গিয়ে।
ছাড়ি ন্যাংটা নারীবেশ,
সাজ মা রাখাল-বেশ,
শিব ছেড়ে একবার মা! আয় তারিণী-হৃদয়ে।

(৩০শে বৈশাখ, ১৩০০।)

সোহিনী—ঝাঁপতাল।

কৈলাস-শিখরে মরি কি মাধুরী বিহরে।
হেরি সকল পাশরি ত্রিভুবন পায় পড়ে।
একাধারে ফণি-রুদ্রাক্ষ-ভূষণ,
একাধারে মণি-কাঁচলি-কাঞ্চন,—
বিলম্বিত জটা-জাল মৃণাল ভুজ'পরে।
একাধারে স্নিগ্ধ শারদী কৌমুদী,
একাধারে শুভ্র-সৌর-কর-জ্যোতি,
আহা মরি! কনক-লতিকা যেন, রজত তরুবরে আবরে।
জগতের রূপ মরি এক ঠাঁয়,
রূপের বিধাতা আপনি তথায়,
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-আদি যত দেবগণ মোহিত নেহারি অন্তরে।

(৩০শে বৈশাখ, ১৩০০।)

কালাংড়া,—তাল চিমেতেতালা।

আমার বাবার বুকে লাগে যে মা!
ওগো, নাচিস্ নে মা অমন ধারা,
একবার আমার কথা শোন্ না।
আর নেচে কাজ নাই, নেরে দাঁড়া,
বাবা বুকের ব্যথায় হলেন্ সারা,
তিনি মরেন নাই, বেঁচে আছেন
ভেবে বিভোর তোরি ভাব্না।
তুই ছিলি গৌরী, হলি কালী,
নেচে নেচে (তাল হারালি)
তোর খাঁড়া হাতে মুণ্ডমালা, দেখে তাঁর বাক্ সরে না।
একে বাবা (নেশায় দড়)
বিষে অঙ্গ জর জর,
তাতে তুই এমন ধারা, কার প্রাণে সয় বল্ না।
(বাবা) তাই বিরাগী শ্মশানবাসী,
ঘরে রন না দিবা নিশি,
তারিণী কয় সর্ব্বনাশি! একবার তাঁয় ডেকে তোল্ না।
(১লা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।)

ঝংলা—আদ্ধা।

প্রাণ হয়ে নাচিস্ হৃদে
তাই শিবের শুভঙ্করী।
শিব তোরি ভাবে থাকেন বিভোর
তাই তোরে দেন না ছাড়ি।

তুই যে মাগো প্রাণময়ী,
প্রাণ থাকে না তোরে বই,
শিব শব হয়ে প্রাণ দিয়ে, তোরে পূজেন দিবা বিভাবরী।
জগতের প্রাণ তোর প্রাণে যায়,
সবাই তোরে বুকে নাচায়,
তুই আদ্যাশক্তি মহামায়া শিব-চৈতন্য-সহচরী।
এ দেহ তোর লীলাস্থল,
কামাদি সব অসুরদল,
তোর নিত্য রণ তাদের সনে (সব), হৃদয় মাঝে নৃত্য করি
তুই নিত্য শোণিত-মগনা,
কালী করাল-বদনা,
যে জন দেখ্‌তে পায় দেহের ভিতর, বাঞ্ছা পূর্ণ হয় তারি।
ক্রোধ-মহিষ-ঘাতিনী,
লোভ-শুম্ভ-বিনাশিনী,
রক্তবীজ-মহাকাম-বিনাশিনী ভয়ঙ্করী।
তারিণী কয় দশভুজা,
কি দিয়ে তোর করি পূজা,
তুই নবদ্বারময়ী শ্যামা! মহাশক্তি মহেশ্বরী।
(১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০০।)

রামকেলী ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বসন পর ন্যাংটা নারি!
তুমি খাঁড়া থুয়ে ঘোম্‌টা দিয়ে
হাতে কর হাতা বেড়ী।

তোমার মাথায় সিন্দুর সিঁতি,
পায়ের নীচে মরা পতি,
তুমি কেমন সতী—ও মুরতি, মতি গতি বুঝ্‌তে নারি।
তুমি হুঙ্কারে কাঁপাও ধরা,
পান কর রুধির-ধারা,
তোমার গলায় মুণ্ড-মালা পরা, এ যে মূর্ত্তি ভয়ঙ্করী।
তোমার এলোকেশ নগ্ন-বেশ,
আবার কাট্‌ছ লাজে জিহ্বাদেশ,
তোমার কেমন লজ্জা, নারী-সজ্জা,বেড়াও সদা বাঘে চড়ি।
নারীর ভাবতো কিছু নাই,
নারী-পুরুষ এক ঠাঁই,
তারিণী কয় পুরুষ-নারী, তুই মা আমার হৃদ্‌বিহারী।

দীনতারিণীর সুর।

আমার মনরাজা নন সোজা,
তিনি বিষয়-মন্ত্রীর পাশ ছাড়েন না।
জগৎ ঘুড়ে ঘুরে বেড়ান, যখন যেথা হয় বাসনা।
দেহের ভিতর পাঁচটী ঘরে,
মন্ত্রী তাঁর কাছারী করে,
তিনি খামখেয়ালী নষ্ট-বুদ্ধি, বিবেক-গুরুর কথা লন্ না।
দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান ভক্তি,
উকীল গুলী দিচ্ছে যুক্তি,
ও তিনি লোভের কাছে ঘুষ খেয়ে, শাস্ত্র-আইন করেন কাণা।

কার্য্যবিধি দণ্ডবিধি,
প্রত্যেকে তাঁর উল্টাবিধি,
যে আসামী সেই ফৈরাদী, মিথ্যাসাক্ষী দেয় রসনা।
মদ-মাতালে ছটা পূরে,
অবিরাম ফৌজদারী করে,
তাদের বিচার আচার দূরে থাকু, একদিনও শুনানী হয় না।
জ্যোতিষী তারিণী কয়, কে শোনাবে ?
সাধু-সঙ্গ নাই এ ভবে,
ছিন্ন ভিন্ন রাজ-তন্ত্র মায়ের পার্লেমেণ্টে কথা যায় না।
(৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০।)

গাড়াভৈরবী—আড়াঠেকা।

হৃদয়-নিকুঞ্জ-মাঝে কালী হও মা বনমালী।
অধরে মধুর হাসি বাজা বাঁশী রাধা বলি।
প্রবৃত্তি-গোপিনীগণ,
দিক্ তোরে আলিঙ্গন,
নিবৃত্তি-সঙ্গিনী সঙ্গে পূজুক তোরে চন্দ্রাবলী।
ভক্তি-রস-ক্ষীর-ননী,
মন তোরে দিবে আনি,
প্রাণ হয়ে মা যশোদা, তোরে লবেন কোলে তুলি।
রাখাল ভক্তের সঙ্গে,
প্রেমধেনু চরা মা ! রঙ্গে,
অধম তরাতে তোর কৃপা-গোষ্ঠ যামুনে ভুলি।

কামাদি-কংস-দানবে,
নাশ মা "মাভৈ" রবে,
তারিণীর হৃদকমলে দাঁড়া, হয়ে কৃষ্ণকালী।
(৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

সুরট মল্লার—একতালা।

কালি! তুই কালা হয়ে দাঁড়া হৃদ্-কদম্ব-মূলে,
হেরে তোর ভুজঙ্গ-রঙ্গ (আমার) প্রাণ-যমুনা উজান চলে।
ধায় মন-গোপিনীগণ,
পরি রঙ্গে বিষয়-ভূষণ,
তোরে হেরে প্রেমাকুল অকূল-যমুনার জলে।
(ওদের) কটিতে নাই লজ্জা-বসন,
ঐ দেখ মা তোরি মতন,—
উলঙ্গিনী মন-গোপিনী, মিশে আছে কালো জলে।
একবার খেলার ছলে বসন তুলে,
উঠ্ না একবার কদম-ডালে,
দেখ্ না একবার কেমন ধারা, তারা তারা তোরে বলে।
সহজে দিস্ নে মা ছাড়ি,
মন-নারী চঞ্চলা ভারি,
তারা লাজের দায়ে হতাশ হয়ে না পড়িলে চরণতলে।
তারিণী কয় মন-ভোলানী,
বসন-চোরা তুই জননী!
কবে একেবারে করবি চুরি, একবার তাই দেনা বলে।
(৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

বিভাস,—ঝাঁপতাল।

কে বলে পাষাণের মেয়ে
পাষাণে বেঁধেছ হৃদয়।
পাষাণী হলে কি শিব
তোমারে হৃদয়ে লয় ?
কঠিনে হলে কি তারা,
তারা বেয়ে পরে ধারা,
অবিরাম ভক্ত-জন মুখে তারা তারা কয়।
মা তুমি কঠিনে হলে,
ধ্রুবেরে লতে না কোলে,
দিতে না মা পদছায়া প্রহ্লাদেরে অসময়।
মা তুমি হলে পাষাণ,
দিতে না দক্ষের প্রাণ,
শিব-নিন্দা শুনি কর্ণে করিতে না দেহ লয়।
অভয় বরদা নামে,
না আসিতে ভবধামে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণে কভু হতে না সদয়।
অধমে নিদয় হলে,
কে ডাকিত মা মা বলে,
(দীন) তারিণীর হিয়া-মাঝে কভু কি হতে উদয় ?

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আমার প্রাণ কেবল দেখ্‌তে চায়
তোরে নীরদবরণি !

দিবানিশি রাখ্‌তে চায় মা হৃদয়ে করি সঙ্গিনী।
কোথা তোর পাবে দরশন,
তুই যে জগতের অদরশন,
তাই কালি! নিরাকারা হলি অন্ধকার-রূপিণী।
ভব-অন্ধকারময়ী,
না জানি মা কোথা তুই,
চোখের বিকার, ধ্যানে সাধ্য কি মা তোরে জানি।
চারি হাত ত্রিনয়ন,
মুণ্ডমালা বিবসন,
দেখে ঘুমে মহাশান্ত অচেতন শূলপাণি।
তারিণী কয় ঘুমের ঘোরে,
স্বপ্নে দেখা দিস্ আমারে,
কেবল মা মা বলে অন্তকালে পাই যেন তোর চরণখানি।
(৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

শ্রীরাগ—চৌতাল।

আমার মন কেন বৃথা ভাব রে!
ছাড়িয়ে অনিত্য ভাব, ভাব সে অভয়ারে।
একবার ভাব সেই কালী তারা,
ভুবনেশী পরাৎপরা,
ভয়ঙ্করী ছিন্নমস্তা ষোড়শী ভৈরবী রে।
ভাব বিদ্যা ধূমাবতী,
বগলা, মাতঙ্গী সতী,
কমলা অমল-কমল-দলবাসিনীরে।

যারে ভেবে দশ ভাবে,
মহাকাল মহাভাবে,
মুদিত-নয়নত্রয় ভয়ে ভীত রে।
তারে ভাব যদি সদাকাল,
কি করিতে পারে কাল,
কাল-ভয়-নাশিনী কালী সদা কাল-সমরে।
(৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল)

মুলতান—আড়া।

পলকে পলকে তোরে কালে লয়ে যায় রে,
(ও তুই) না বুঝে কালের পাকে কোথায় চলে যাস্ রে।
(একবার) দাঁড়া, মুখে বল্ কালী,
কাল তোরে যাবে ফেলি,
(ও তোরে) ছোবে না নেবে না ভয়ে সে পালাবে রে।
(কাল) রাহু সম পরকাশ,
(সে যে) পায় থিকে করে গ্রাস,
(ভবে) নিত্য এই গ্রহ-গ্রহণ বোঝে না অবোধ নরে।
এ গ্রহণে মুক্তি নাই,
কেন বসে থাক ভাই,
(একবার) কালী বলে গঙ্গাজলে স্নান করে চল রে।
জপ নিয়ে ঘরে বসি,
দিক-বসনা মুক্তকেশী,
এ গ্রহণে প্রাণ-শশী মুক্ত যদি দেখিবি রে।

তারিণী কয় বাল্য যৌবন,
গ্রহণের মহা দংশন,
একবার কেউ গেলে কলে বলে, বার্দ্ধক্যে আর পাবিনেরে।)
(৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দেহেতে রবে না জ্ঞান—সে যে নিদ্রা ভয়ঙ্কর।
ডাকিলে কাণের কাছে না দিবি রে প্রত্যুত্তর।
হারাবে চৈতন্য-ধন,
রবে না ইন্দ্রিয়গণ,
নীরব নিস্পন্দ ভাবে রবে মৃত্তিকা উপর।
শীত গ্রীষ্ম লজ্জা হাসি,
ক্ষুধা তৃষ্ণা যাবে নাশি,
হবে না যন্ত্রণা জ্বালা পোড়াইলে অতঃপর।
দারা পুত্র আত্মজন,
কেহ না যাবে তখন,
পড়ে রবে ধন জন যার জন্য এত কর।
মিশে যাবে ভূত পঞ্চে,
উড়ে যাবে নভ-মঞ্চে,
রবে না উপাধি-বেশ আশা-বাসা এ সংসারে।

সঙ্গে মাত্র যাবে কর্ম্ম,
ভাল মন্দ ধর্ম্মাধর্ম্ম,
তারিণী বলিছে অন্তে রাম নাম হবে সার।

(৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

সিন্ধু-কাফি—ঢিমে তেতালা।

অবিদ্যা মায়া-রাক্ষসী দিলাম
আজ হতে ছাড়ি।
তারা আমায় কৃপা কর
এ ভব সংসারে তরি।
দেখ মা! ভব-বন্ধনে,
যে দুখ সহি এ প্রাণে,
আর ঘোর মায়া-পাশে বেঁধ না মোরে শঙ্করী!
পাপে আছি জর জর,
দহে মা যে অনিবার,
দে মা! ও চরণামৃত পাপানল শান্তি করি।
আজ থেকে হরি হরি,
যাই গৃহ পরি হরি,
প্রবেশি হৃদয়-মঠে তোমার চরণে পড়ি।

(৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

বাউলের সুর।

আমার এই .মুল দেবোত্তর
ছয় তালা ঘর।
সবাই ভবে দেখ্‌তে আসে—
ইহার তালায় তালায় প্রাণ-বিছানায়,
ছয় ভাগে ছয় নারী বসে।
ঘরে তিনটী সিঁড়ি নয়টী দ্বার,
পাঁচটী থাম দুইটী ধার,
(কেবল) একটী চাকর পাখা টানে দিবানিশি নাকে বসে
প্রাণ রাজা রন চার তলাতে,
কাকিনী রাণীর সাথে,
তিনি যং বীজে পালেন রাজ্য বিষয়-মন্ত্রীসহ পাশে।
সমান উদান,অপান, ব্যান,
প্রাণের চার ভায়ের চারটী স্থান,
তাঁরা চার জনে চার নিয়মে কাজ করেন রাজাদেশে।
বং বীজে রাকিনী বাণী,
তিন তলায় থাকেন তিনি,
দিবানিশি হোমে মত্ত প্রাণ রাজার মঙ্গল-আশে।
রংবীজে ডাকিনী দেবী,
আছেন ব্রহ্মারে ভাবি,
সৃষ্টি-হেতু দোতালায় চতুর্ভুজা এলোকেশে।
নীচে কুল-কুণ্ডলিনী,
মহাশক্তি মহা রাণী,
লং বীজে গম্ভীর ভাবে রন্ মুলাধারা বেশে।

প্রাণ রাজার উপরে হং
শাকিনী যোগিনী রন্,
বিশুদ্ধাখ্য পাঁচ তলায় থাকেন যোগিনী বেশে।
হাকিনী দ্বিতল পদ্মে,
হং ক্ষং বীজ মধ্যে,
মনরূপা ধ্যান-মগ্না মহামন্ত্রী শিরোদেশে।
ছাদের উপরে যিনি,
বুদ্ধিরূপা শিবা তিনি,
অপার অনন্ত শক্তি জীবন্মুক্তি যাঁর পরশে।
তারিণী কয় শক্তি ছেড়ে,
এ ঘর কে বুঝতে পারে ?
পুরুষ-প্রকৃতি খেলা নিত্য লীলা সোঽহং বশে।
(৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।

নারায়ণী—যৎ।

আমার এই দেহ-পীঠ প্রাণ-ভৈরব
সর্ব্ব-সিদ্ধি তীর্থস্থান।
মুক্তি হেতু জগৎ যুড়ে আছে সদা বর্ত্তমান।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া,
কাশী কাঞ্চি, পুণ্যতোয়া
ভাগীরথী, দ্বারাবতী, কুরুক্ষেত্র মহা-শ্মশান।
বৃন্দাবন, হরিদ্বার,
শ্রীক্ষেত্র, কপিলাগার,
প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, তুঙ্গতুঙ্গ তীর্থস্থান।

বদরিকা চন্দ্রনাথ,
বিন্ধ্যাচল বৈদ্যনাথ,
বুদ্ধগয়া হৃষিকেশ, জ্বালামুখী গন্ধবান।
ব্রহ্ম-কুণ্ড রামেশ্বর,
হিঙ্গুলা মানস-সর,
কালীঘাট কামরূপ করতোয়া দিব্য-স্থান।
তারিণী কয়, সর্ব্ব-তীর্থ-
ময়া গঙ্গা নাম সত্য,
মুখে কালী কালী বলি প্রাণভরে কর পান।

(৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

রামকেলী—আড়াঠেকা।

ভেদাভেদ জ্ঞান করি
মন কেন হও দুর্ব্বল।
যেই কৃষ্ণ সেই কালী
বিভেদ কি আছে বল।
হরি হরে ভেদ নাই,
বেদাগমে লেখে তাই
কেবল মনের দ্বন্দ্ব অজ্ঞান মানব-দল।
যাঁরে নিয়ে ভেদাভেদ,
তিনি বিশ্ব ছাড়া বেদ,
নির্গুণ নির্লিপ্ত ব্রহ্ম নিরাকার নিরমল।
যে ভাবে যে করে সাধন,
ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন,
পুরুষ-প্রকৃতিরূপে বিরাজেন সর্ব্বস্থল।।

ইন্দ্রিয় বিষয়াতীত,
নহে পাপ পুণ্যে স্থিত,
সুখ দুঃখে নন নীত শিব-সুন্দর কেবল।
বিধি বিষ্ণু মহেশ্বর,
যাঁর ভাবে নিরন্তর,
তারিণী বলিছে তাঁর অন্ত কোথা আছে বল।

(৯ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০)

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

ও কার পাগলিনী রণরঙ্গিণী
নাচে ওগো সমরে।
অট্ট অট্ট হাস, মুখে বীরভাষ,
নাশে বৈরীগণ হুঙ্কারে
চকিত চপলা-সম ধায়,
কোটী সূর্য্য নয়নে পলায়,
ঘোরনীলা নীরদ-বরণী, হয়ে উলঙ্গিনী
পলকে প্রলয় করে।
অসুর-শিরে সজ্জিত কায়,
রুধির-চন্দন-চর্চ্চিত গায়,
বিলোল-রসনা লোহিত-দশনা
এলোকেশ শূন্যে উড়ে।

সাধে বামা মহাশবোপরে,
কটিতটে নর-কর পরে,
(মহাতরবার করতলে ধরে)
যোগিণী, ডাকিনী, শৃগাল, গৃধিনী,
বিচরে চৌদিক্ বেড়ে।
তারিণী বলিছে পাগলিনী,
নন সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশিনী,
ও যে ত্রৈলোক্য-পালিনী, বিশ্বপ্রসবিনী,
ভাবিলে ভব-ভয় হরে।
(১০ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

ভক্তপ্রাসাদী সুর।

তুমি আপনি আপনার তত্ত্ব জান।
ভবে বুঝ্‌তে পারে তোমার লীলা কে
কোন্ বেদে কি আছে বিধান।
যোগী ঋষি না পায় ভেবে,
অচিন্ত্য-রূপিণী শিবে,
তুমি তত্ত্বমসি এলোকেশী মহাযোগে ভাবেন ঈশান।
(ভবে) আমরা যেমন তেম্নি জানি,
যেম্নি শুনি তেম্নি মানি,
যেম্নি বুঝাও তেম্নি বুঝি, বিশ্ব তোমার পুতুল নাচান।
নেচে নেচে চলে যায় মা,
একবার গেলে আর আসে না,
কেবল তুমি মাত্র দাঁড়িয়ে থাক লয়ে অন্ধকার শ্মশান।

তারিণী কয় অন্ধকারে,
যদি দেখ্‌বি কেউ শ্যামা মারে,
খুলে হৃদ্ কুটীর প্রেম-তেলে জ্বাল্ ভক্তি-আলোর নেশান।
(১১ই জৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

দীনতারিণীর সুর।

শ্যামা মা কি পাঁঠা খান!
পাঁঠা কি ভাই জগৎ ছাড়া
জগন্মাতার নয় সন্তান?
আমার শ্যামা নন রাক্ষসের মেয়ে,
কাঁটামুণ্ড খাবেন লয়ে,
যদি খেতেন তিনি তবে কেন
জগতের প্রাণ বাঁচান্।
চরাচর অজ্ঞানময়,
পাপ-পশুরে যে অসুর কয়,
না বুঝে তা পাও ভয় কর তুমি রুধির দান।
মা যে পাপ-অসুর-বিনাশিনী,
রিপু-রুধির-পায়িনী,
শক্তিরূপা মহামায়া সুরাসুর জগৎ-প্রাণ।
তিনি ক্রোধ-মহিষ-দলিনী,
লোভ-শুম্ভ-বিনাশিনী,
তারিণী কয় পাঁঠার মায়ে কামরুধির করাও পান।

তুলে দেও পশু-বলি,
বাসনারে দাও বলি,
জ্ঞান-খড়্গে ভক্তি-স্তম্ভে উৎসর্গ কর এ প্রাণ।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

মুলতান—একতালা।

দিন যায় কালী বল না।
তুমি এমন দিন আর পাবেনা।
যখন আসিয়ে ঘরে,
শমন লইবে কেড়ে,
অবশ হইবে অঙ্গ কিছু বল রবে না।
বাক্-শক্তি হবে রোধ,
লুপ্ত হবে বোধ শোধ,
তখন পিতা মাতা ভাই বন্ধু কেউ রাখতে পারবে না।
তারিণী কয় কালের ভাই,
সময় অসময় নাই,
তুমি (প্রাণ খুলে) এই বেলা কর কালী-সাধনা।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল।)

কীর্ত্তনের সুর।

(কবে) শ্যামা তুই গোপাল হয়ে
নেচে নেচে খাবি ননী
আমার মনযশোদা ভুলে যাবে,
তোরে হেরি নীলমণি।

তুই মধুমুখে মা মা কোরে,
ডাকিবি মা যশোদারে,
তাই শুনে আত্মহারা হবেন তিনি পাগলিনী।
চাঁদমুখ পুছায়ে তোরে,
বসাবেন নিজ ক্রোড়ে,
(কবে) বলনা মা একবার যশোদা জীবন-মণি।
কবে মা লুকায়ে অসি,
বাঁশীটী ধরিবি হাসি,
কবে বনমালা পীতধরা সাজাবে গোপ গোপিনী।
কবে নটবর ঠামে,
প্রেম-রাধায় লইবি বামে,
(কবে) পাপ-কালীদহে ঝাঁপ দিয়ে হবি কালীয়দমনী।
কবে প্রাণ-গোষ্ঠে যাবি,
বৃত্তি-গোধেনু চরাবি,
(কবে) ভক্ত রাখালগণে, অভয় বিলাবি আনি।
বল্ শ্যামা-রসময়ী,
কবে হবি ব্রজময়ী,
তারিণীর হৃদ্‌গোকুলে তম-কংস-বিনাশিনী।

(১২ ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল)

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কালো মেয়ের এত আদর,
শিব তুলেছেন বুকে আনি।
যদি না নিতেন শিব বুকে তোমায়
কে বল্‌তো জগজ্জননী ?

দিয়েছেন আস্কারা তিনি,
তাই নাচ ধিনতা ধিনি,
মলেও মা আঁখি তুলে চাও না কারো পানে শুনি।
তুমি গরব কর কিসে,
তোমার সতীন যে শিরে বসে,
জান নাকি তাঁর আদর তোমা হতে করেন তিনি।
তাঁরে জটায় বেঁধে রাখেন বাবা,
গেপান তাঁর করেন সেবা,
তাই আপনি বিভোর তাঁর মুখে কুলু কুলু গান শুনি।
ফণী দিয়ে রাখেন বেড়ে,
কভু নাহি যায় ছেড়ে,
রাখেন নয়নের কোণে চাঁদ দিয়ে জুড়ে পাণি।
মনে ভাবেন মুখে কন না,
ভম্ ভম্ গাল বাজনা,
(কেবল) তোমায় করেন তাড়না বোঝ নাকি
তাও জননি!
তোমা হতে রং ফরসা,
(আবার) পিপাসায় তাঁর পূরে আশা,
কেবল তোমার কাছে শ্মশান-প্রিয় সঙ্গে লয়ে
ভুত্ পেত্নী।
(দীন) তারিণী কয় আর কাজ নাই,
আয় না তোকে লয়ে পালাই,
বাবা মলে ছেলে বলে আসতে নাই কি ত্রিনয়নি?

(১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

ভক্তপ্রাসাদী সুর।

কালী ! তোর প্রজা হয়ে

এ দেহ-জমীর নাইকো কাইমি সত্ত্ব

যমরাজার নালিসে জেরবার

সদা বাকী খাজানার লয় মা তত্ত্ব।

মা ! তুই থাকিস্ নে সাতে পাঁচে,

(এ দীন) প্রজা তোর মা কিসে বাঁচে,

(কাল) তোর মোহর সই চেক দাখিলায় সই দিতে

করে আপত্ত।

জরিপ জমাবন্দী কাল,

করেনা মা কেন কাল,

তোর বলে তার জোড় কপাল, বিলি বন্দোবস্ত নিত্য।

মানে না মা তোর দোহাই,

প্রজার বারা-ভাতে দেয় ছাই,

বেকসুরে ঠেঙ্গায় ধরে বেআইনী মদোন্মত্ত।

চিত্র গুপ্ত হেড কেরানী,

তারে লিখ্‌তে বলে মাথা গণি,

কেবল ছেড়ে দেয় দেখ্‌তে পেলে তোর খাসে মা

পরমতত্ত্ব।

আবার তোর দ্বারে শিব কর্ত্তা,

তাগো হয়না কথা বার্ত্তা,

কার কাছে করি আপিল ভেবে হই বিকল চিত্ত।

তারিণী কয় ওরে চাষা,
তুই মা মা বলে নয়ন ভাসা,
তিনি ঘরে বসে দিবেন দেখা,শুন্‌বে না তোর সব আপত্ত।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল।)

বাউলের সুর।

ও তোর দেহের মধ্যে অশ্বমেধ যে
ছুট্‌ছে মন-অশ্বতরি।
ভবে কার সাধ্য বাঁধতে পারে
যে পারে তার বাহাদুরী।
প্রাণ রাজারা পাঁচ ভেয়ে,
পাঁচ আসনে আসীন হয়ে,
বিবেক-বুদ্ধি-ঋষির মতে দেন্ আহুতি-অশ্বমারি।
জ্বলছে যজ্ঞ-হুতাশন,
নাই-কুণ্ডে অনুক্ষণ,
পার্শ্বে আত্মা নারায়ণ-যজ্ঞেশ্বরে তৃপ্তি করি।
ভক্তিযূপে বাঁধা অশ্ব,
আহুতিতে নাই আলস্য,
শ্রুক্ শ্রুব্ হস্তদ্বয় ভস্মবিষয় হয় বিকারী।
যজ্ঞ-বিঘ্ন-রক্ষদল,
কামাদি রিপু সকল,
লুটিছে মা যত আসন মায়াজালে যুদ্ধ করি।

সময়ে না হয় কার্য্য,
হানিছে অশ্বের বীর্য্য,
অশূচি কদর্য্য-ব্যাধি দিতেছে আহুতি ছাড়ি।
তারিণী কয় অসময়ে,
এক বার ডাক সেই মহামায়ে,
যিনি দিয়েছিলেন দেবগণে বরাভয় চরণ-তরী।

(১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০ সাল

ভক্তপ্রসাদী সুর।

তিনি নাম-উপাধি-শূন্যা শ্যামা
তাঁরে ডাক্‌বি ও মন বল কি নামে।
ভাষাতে না পেয়ে অন্ত
রন আপনি বাণী যার বামে।
লক্ষ্মী হয়ে লক্ষ্মী-শূন্য,
যাঁর পরিবারে গণ্য,
গণেশ হয়ে করী-মুণ্ড যান যে মায়ের ক্রোড়ে নেমে।
কুমার হয়ে হত শক্তি,
মা বই না জানে যুক্তি,
শিব যারে বক্ষে ধরে পাগল হলেন ভবধামে।
স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান্‌,
পায় ধরে যাঁর রাখেন মান্‌,
করেছেন অনন্ত লীলা রাধা বলে ব্রজধামে।

যাঁর নামে না পেয়ে অন্ত,
রাম হয়ে ছিলেন ভ্রান্ত,
সীতা হেতু সেতু বেঁধে গিয়াছিলেন লঙ্কাধামে।
তারিণী কয় শ্যামা মা আমার,
অনন্ত-রূপিণী ধরায়,
যদি ডাকৃতে পারিস্ ভক্তিযোগে যাবি রে বৈকুণ্ঠ-ধামে।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল)

বাউলের সুর।

একবার কালী বলে বাদাম তুলে,
দেরে নেয়ে ভব নদে,
সময়ে পৌছিবে তরী, পাবে বাড়ী, দেখ্‌বি মায়ে হৃদ-পদ্মে
এ নদে বড় ভাই তুফান,
অসময়ে গেলে যাবে প্রাণ,
ঐ ছাখ্ বেলা গেল, সন্ধ্যা হলো কাল-মেঘ এল ভীমনাদে।
চল ভাই বেয়ে যাই উজান,
উজানে আছে শক্তিস্থান,
প্রণায়াম-দাঁড় ফেলে, বিবেক হালে, স্থির হয়ে
থাক্ মহাহ্লাদে।
বোঝাই কর কুম্ভকেতে জ্ঞান,
ভক্তি-দড়ায় বেঁধে রাখ্‌রে ধ্যান,
আনন্দ ছোয়ের নীচে, বস নেচে "দরিয়া
পাঁচ পীড়্" মনের সাধে।

তারিণী কয় দিল্-দরিয়া যার,
সেই ভব-দড়িয়ার হয় পার,
তার অচল অটল, হৃদয় তরল, থাকে মিশে মায়ের পদে।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল।)

ভজন।

দিল্ খোল্ কিসারা দিল-দরিয়ামে
আপ্‌সি বইটী মহামাই।
ভজত মনসে তাক্ লাগাওয়ে
হরদম উন্ কি গুণ গাই।
জপ্‌ তপ্‌সে রহেনা বেটী,
কই নেহি পাওয়ে উনকী ভেটি,
মন্ মনসে লাগাওয়ে খাঁটি খাঁটি করকে
আরজ চাই।
জ্ঞান্-তান্‌সে সুর লাগাওয়ে,
ভক্তি-এস্‌রাজ সাপ করাইয়ে,
তব্‌ মাইকি গীত শুনাওয়ে আত্মযোগসে নিঁদ যাই।
তেরা কলিজা নেভি ভাই পূরা,
কাম ক্রোধ সে চল্‌তে বুড়া,
সুর ছোড়কোঁধরগেই বেশুয়া সাধুসঙ্গ্‌ লেওয়ে ভাই।
তারিণী সদ্‌বক্‌মে আওয়ে চেলা,
তব বানাইও সাধন-ভেলা,
টুট যায়গা মায়া-খেলা তব্‌ ভেট পাওগে কালী মাই।
(১১ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০ সাল।)

(ভজন) বাউলের সুর।

কেয়সা আপ্‌সে ছোড়ে হাত্‌।
ধরম করমসে হাত বানায়া
ছোড়্‌না পিছে কেয়াসা বাত্‌।
করম মাটীতু আপসে খন্‌তে
ধরম বীজ তু আপ্‌সে বাজ্‌তে
ফল খানেকো আপ্‌সে মাঙ্গতে।
মংনা তেরে না তু সে নাথ।
প্রসাদ কয় তেঁ চিত্‌ রাখেঁ হে
চিৎ ব্রহ্মকো এক দেখে হেঁ।
চল্‌তা বোল্‌তা মিল্‌তে সং হে
কুচ্‌ পিবে নেহি বিষয় সাথ।

ভজন।

ছোড়দে ভেইয়া আস্‌মানী বাত্ত।
ভেল সম্‌জো দুনিয়াদারী কুচ্‌মে তেরা নেহি হাত।
সঙ্গমে আয়া নেহি সঙ্গমে চলেগা
মরণ্‌ বাদ আওর কুচ্‌ নেহি মিলেগা,
রাম নাম তেরা সঙ্গমে চলেগা, ওহি এতো জর্গনার্থ।

ভজন।

করন্‌ ডেরাসে আত্মা যায়ে গা,
ধরম তেরা সাথ্‌মে রহেগা,

বদন ডেরাসে আগ্ জ্বালায়েগা
ভাঙ্গবে চালা খোপরি দাঁত।
ভাই বারাদার আপ্না দোস্ত,
কই নেহি সঙ্গমে যায়গা সোস্ত
তারিণী কয় তেহেঁ তেরি গোস্ত মিল্ যায়গা
একদম্ মাটী সাথ
আজসে কালী কহতু ভাইয়া,
কদম কদমসে কালকো জিয়া
বৈঠা রহো হো চুপ্ চাপ কিয়া
কালী মাই কো সব কি হাত।

ভজন।

খোদা বুধাকো জুদা না করো ভাইয়া,
সবকো আপ্না করকে লেও,
মক্কা মস্জিদ্ কালী মন্দির
সব তিরথ্ এক করকে দেও।
চাঁদ, নেশান খপ্রি মালা,
ত্রিশূল পঞ্জা শঙ্খ লোলা,
সব নেশানা এক সাথ দোলা
এক সুতামে বাঁধ রাখ দেও।
ঈশা মুষা গৌর নানককি,
বুদ্ধ, কিষণ, রাম, শঙ্কর জি,
তারিণী মতসে এক সম্ঝা কে, সব সরবত
এক সাথ পিও।
(১২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০০।)

কালাংড়া—ঠুংরী।

আমি মাতৃরূপে সাজাইব বিল্বদলে।
পূজিব মায়ের পদ-কুসুম জাহ্নবী-জলে ॥
আধ আধ মা মা বলে,
পড়িব মার পদতলে
যাচিব অভয় তাঁর শেষের সে অন্তকালে।
হেরিব সে রূপ-শশী,
ঘরে বসি দিবা নিশি,
পূরাইব মন-আশা পড়ি সে চরণতলে।

ললিত—একতালা।

শিব হৃদি-বিহারিণী ওগো ত্রিলোক পূজিতে।
শঙ্করী শিবে কল্যাণী শ্যামা জগত বরিতে।
তারিণীর আশা পূর
ত্রিগুণে ত্রিপাপ হর
দেখো গো যোনী-রূপিণী যেন আর
না হয় যেতে পুনঃ যোনিতে।

বিভাস—একতালা।

ওহে কাশীনাথ কবে করিবে করুণা।
করুণাময় দীন হীন সন্তানে কর হে সান্ত্বনা।

অন্তে পদ প্রান্তে দিবে ভ্রান্তে স্থান।
কবে কত দিনে জুড়াইবে প্রাণ,
পূরিবে হে বাসনা।
কবে পাব শিবধাম শিব শিব জপিয়া,
কবে পরিত্রাণ পাইবে এ পাপী দেও হে বলিয়া,
বিশ্বেশ, মহেশ, জয় জগদীশ ভাসিবে এ রসনা।
বল এত ভাগ্য হবে কি আমার,
মণিকর্ণিকার ঘাটে হব পার,
সজ্ঞানে শ্মশানে, সে শিব নয়নে, শব দেহে,
ও শিবরূপ হেরিব বলনা।
না আসে শমন তোমার শ্মশানে,
তাড়াও ত্রিশূলে তুমিহে শমনে,
শমন দমন, তুমি হুতাশন আমায় হুতাশে ফেল না।
পূর্ণ হবে কাম যদি গঙ্গাধর,
পড়ে শব এই শিব গঙ্গাপর,
দক্ষকর্ণ তুলি, শিব শিব বলি মরি যদি
যাবে ভব যন্ত্রণা।

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অন্নপূর্ণা পরিপূর্ণা
অন্নপূর্ণা কাশীপুরে।
অসীম অচিন্ত্য-করে
অনন্ত অমৃত ঝরে।

পাপী তাপী রুগ্ন দেহ,
সকলে সমান স্নেহ,
অন্নদার অন্নে পায় চরাচর নারী নরে।

মায়ের চরণ পাশে,
কত শতদল হাসে,
পূর্ণ শশী কত বাঁধা মণি দেউল উপরে।

দর্শনে অনন্ত শক্তি,
স্পর্শনে সজ্ঞান মুক্তি,
কটাক্ষে মা বোলে ডেকে সকল যন্ত্রণা হরে।

সন্নিকটে বিশ্বেশ্বর,
এ ঘর আর ঐ ঘর,
এ না দিলে ওঁর কাছে মানব নালিস করে।

যে আপিল আদালতে,
উকীল ভকতি চিতে,
দিলে মোকদ্দমাজয়ী, যদি দু নয়ন ঝরে।

ভাঙ্গর বাবার ঘরে,
যদি না বাসনা পূরে,
অন্নদা আপীলেশ্বরী পার হবে তাঁরে ধরে।

অন্নপূর্ণা মহারাণী,
করি দুই যোড় পাণি,
কাঁদিলে কাঁদেন তিনি ভকত সন্তান তরে।

যে না জানে মাতৃস্নেহ,
সে হের এ মাতৃ স্নেহ,
ভুলিতে পারে না কেহ জন্ম জন্ম যে উদরে।

তারিণী কি ভুলিবে মা,
তব রূপ অনুপমা,
মা মা বলি ডাকি যদি অন্তে তুলি নিও ক্রোড়ে।

দীনতারিণীর সুর।

মা ন্যাংটা বাবা ন্যাংটা ছেলে কোথা
কাপড় পাবে?
এ সংসার ন্যাংটার মেলা কে কাপড় পরায়ে দেবে?
যেদিকে চাই সেই দিকে পাই,
ন্যাংটা হয়ে আছে জগত,
চন্দ্র সূর্য্য ন্যাংটা হয়ে ঘুরছে আপন আপন ভাবে।
বায়ু ন্যাংটা জল ন্যাংটা,
ন্যাংটা মেঘ ঘুরে বেড়ায়,
রূপবতী সৌদামিনী ন্যাংটা মুখে হাসি দেখায়।
দিন ন্যাংটা রাত্রি ন্যাংটা,
দুইটী বোন্ আছে যায়,
নদ নদী পারাবার ন্যাংটা হয়ে নাচে গায়।
তারিণী কয় ওরে ব্যাকুব,
ন্যাংটাই যে মায়ের স্বরূপ,
এলি ন্যাংটা যাবি ন্যাংটা মায়া-কাপড় ক'দিন রবে?
(১৬ই আশ্বিন ১৩০২ সাল)

বাহার—পোস্তা।

মা তোমার মেয়ে হ'য়ে সরস্বতীর একি দশা।
বেদ বেদাঙ্গ পাঠ করে পূরে না মনের আশা।
পায় চটি মাথায় টিকি,
নাই যেন হাড়ে লক্ষ্মী,
বিস্তাভূষণ নামটী কিন্তু শুধু নৈবিদ্য ভরসা।
উপোসে উপোসে সারা,
ন্যায় সিদ্ধান্তে দিক হারা,
ব্যাকরণে বোকা বুদ্ধি কেবল বোল্ চালে মেশা।
দর্শনেতে হত ভম্ব,
কেবল পুরাণে দম্ভ,
সভাতে বিচারের ঘটা বিদায়ের কালে সিকি পয়সা।
যোগ-তন্ত্রে সদা বিয়োগ,
কাব্য কুঞ্জে যে পরা ভোগ,
অলঙ্কারে অনাহারে হারাইতে হয় দিশা।
তারিণী জ্যোতিষে কয়,
জ্যোতিষেতে জাতি লয়,
এস না ভাই ভক্তি টোলে মা নামে পড় চিকিৎসা।
(১০ই আশ্বিন ১৩০২ সাল।)

ভৈরবী—যৎ।

গণেশ এমন ছেলে মা তোর
তারে ইন্দুরে চড়ালে।

হাতীর নীচে পিঁপড়ে রেখে

একি খেলা খেলাইলে।

যাঁর ভারে ব্রহ্মাণ্ড লয়,

তাঁর ভার ইন্দুরে সয়,

সূক্ষ্ম হ'তে তত্ত্বমসি! সৃষ্টির অঙ্কুর দেখালে।

তমোগুণ-মূল-সিদ্ধি,

তাই বুঝি দেখালে সিদ্ধি,

বদ্ধ ক'রে লম্বোদরে সূক্ষ্মোদরে যোগবলে!

তারিণী কয় ইন্দুর বেটা,

নষ্ট বুদ্ধি নাম ন্যাংটা,

সিদ্ধিঘটে বসে থেকে পাঁজি পুঁথি কেটে ফেলে।

(১৬ই আশ্বিন ১৩০২ সাল।)

জংলা—ঠুংরী।

কালের নাইকো বিশ্বাস কালি!

তাই তারা তোর কাছে বলি।

মহাকাল তোর পদতলে,

ভাং সিদ্ধিতে আছেন ভুলে,

ডাক্‌লে বাবা বম্ বম্ বলে, চান্ না নয়ন মেলি।

কাল তোর কোলে থেকে,

ল'য়ে যায় ছেলেটীকে,

তুই গো পাষাণের মেয়ে অনায়াসে দিস্ ফেলি।

সারা দিন খাঁড়া নিয়ে,

আছিস্ মাগো দাঁড়াইয়ে,

কার পাহারা দিতে গিয়ে কারে ফেলিস্ পদে দলি।

তারিণী কয় এমনি বটিস্,
আপনার মাথা আপ্‌নি কাটিস্,
স্বামীর বুকে পা চাপিয়ে জিভেতে কামড় দিলি ॥
(১৭ই আশ্বিন, ১৩০২ সাল।)

সিন্ধু—যৎ।

কি লজ্জা তোর জিভে কামড়
ওগো লজ্জানিবারিণি!
ও তুই যুদ্ধ কোরে খাঁড়া নিয়ে
কেন হ'লি উলঙ্গিনী।
আগে পুরুষ পাছে নারী,
নারীর কর্ম্ম নয় আনারি,
ও তুই কেমন নারী বুঝ্‌তে নারি নারীকুল-শিরোমণি।
মা তুই নারী হয়ে শ্মশানে যাস্,
আপনার মুণ্ড আপ্‌নি চিবাস,
তোর রুধির ফোঁটা ঘোর ঘটা ওগো! নৃমুণ্ডমালিনি!
তোর চতুর্ভুজে শাঁখ বিরাজে,
বুঝ্‌তে পাই স্বামী আছে,
যদি থাকেন তিনি মহাজ্ঞানী পদতলে কেন তিনি?
তারিণী কয় এম্নি ধারা,
ঘর হয় না ভিত্‌ ছাড়া,
পুরুষ হৃদয়ে নিত্য-শক্তি চৈতন্যরূপিণী।
(১৭ই আশ্বিন ১৩০২।)

বেহাগ—একতালা।

কে বলে শ্যামা সাকার,
শ্যামা শবরূপে সচৈতন্যা,
সকল জীব শরণ্যা,
সর্ব্বব্যাপি সদাশিবা নিরাকার।
সর্ব্বভূতে সনাতনী,
সর্ব্ব ঘটে নারায়ণী,
সর্ব্ব সাক্ষী সর্ব্বাশুভ-নিবারিণী অনিবার।
শ্যামা চতুর্ভুজা মহামূর্ত্তি,
ধর্ম্ম অর্থ কাম-দাত্রী,
আকাশ-বরণী শ্যামা মা আমার নির্ব্বিকার।
শ্যামা ত্রিনেত্রা ত্রিগুণাতীতা,
অনন্তগুণ-আশ্রিতা,
শ্যামা প্রকৃতি পুরুষাত্মিকা মহাশক্তি মূলাধার।
শ্যামা সৃষ্টিস্থিতি রক্ষাকর্ত্রী,
শিব শিবা দিবা রাত্রি,
শ্যামা একাধারে বহুরূপা জ্যোতির্ম্ময়ী অন্ধকার!
তারিণী জ্যোতিষে কয়,
শ্যামা যে সামান্যা নয়,
শ্যামা যুগে যুগে অবতীর্ণা অবনীতে অনিবার।

(১৭ই আশ্বিন ১৩০২।)

খাম্বাজ ।

সে দিন কবে হবে ব্রহ্মময়ি !
যে দিন কালী ব'লে গঙ্গা জলে,
হব রে শমনজয়ী ।
শমন্ এসে বাঁধতে চাবে
বল্‌বে আমার ভক্ত বেটা
জানে নারে আমা বই ।
(১৭ই আশ্বিন ১৩০২ সাল ।)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা ।

মজ মন ! অভয়া-চরণ-কমলে ।
হয়ে মধুকর কর নাম মধু পান বিরলে ।
মুখে বল সদা কালী কালী,
কালী হবে বলে রেখ নারে কালী,
ঘুচাও মনের কালী যমে দিয়ে কালী সকালে ।
সঙ্গে তোর ফেরে সদাকাল,
কালের আসিতে নাই কালাকাল,
এখন না বলিলে আর বলা হবে না সে এলে ।
তারিণী কয় ওহে মধুকর,
মধুভ্রমে কেন বিষ পান কর,
বৃথা উড়ে উড়ে এ সংসার ফুলে ফুলে ।
(১০ ই আশ্বিন ১৩০২ সাল ।)

সিন্ধু—তিওট।

ভাব মন ভব ভয় হারিণীরে।
যদি তরিবে এ ভব সংসারে।
তারা ত্রিনয়ণী ত্রিপুরা সুন্দরী,
ডাকিছেন তোরে হইয়ে কাণ্ডারী,
পার করিবারে অকুল সাগরে।
অভয় চরণ-তরী তাঁর,
বাঁধরে তাহাতে ভক্তি দাঁড়,
সাবধানে গুরুমন্ত্র—হাল থাক ধরে।
দাও পাল ছেড়ে বিশ্বাসে,
চলিবে তরী কৃপা বাতাসে
তারিণী কয় নাই ভয় বিষয়-তুফানে প'ড়ে।
(১৮ই আশ্বিন, ১৩০২ সাল।)

বেহাগ,—আড়া।

কালভয় বিনাশিনী ত্রিনয়ণী!
কৃপা বিতর দীন সন্তানে।
ডাকিতে পারি না, ডাকিব কি ব'লে জানি না,
কেবল মা মা ক'রে অশ্রু ঝরে নয়নে।
মা নামে কত অমৃত,
যে পেয়েছে তার নাহি অন্যমত,
আমার বেদ বেদান্ত সকল মায়ের চরণে।
"মা" মন্ত্রপাঠ জনম অবধি,
মৃত্যুকালে ঐ মূল-মন্ত্রবিধি,
মা মা বই আর কিছু আসে না এ বদনে।

মা নামে সবারে করে দেই কবজ,
মা মা ব'লে সব হ'য়ে যায় সহজ
কে জানে অমন নামের মহিমা ত্রিভুবনে।
তারিণী যে মাগো, খেপা ছেলে তোর,
মা হতে করে মা মাসীর আদর,
এখন বোঝে না বুঝিবে মা ম'লে মনে মনে।
(১৮ই আশ্বিন, ১৩০২ সাল।)

আলাইয়া—মধ্যমান।

আশু দয়া কর আশুতোষ মোহিনি !
আমার আর কেহ নাইতো মা বই জননী।
আমি ঘোর পাতকে ডুবিয়া
কি করি মা না পাই ভাবিয়া,
তোমায় ডাকিতে মন্ত্র জপ কিছুই না জানি।
আমার হয় নাই অভিষেক দীক্ষা,
কিসে অধিকারী পেতে তত্ত্ব ভিক্ষা,
লোকে বলে এখনও মা পশুত্ব যায় নি।
তারিণী কয় শোন্ রে অজ্ঞান,
মা নাম মন্ত্র পেয়েছিস জ্ঞান,
সেই মন্ত্র জপ ওরে মহামন্ত্র জানি।
(১৯ শে আশ্বিন ১৩০০)

বাউলের—সুর।

একবার গৌরাঙ্গের বেশে, নদে এসে
দেখারে নীল-বরণি !
একবার আধ হাসি গৌর শশী
উদয় হও প্রেম-রূপিণী।
তোর ভাবে মাতোয়ারা,
হউক ধরা, ও নাম নবদ্বীপে আবার শুনি।
প্রেমে পড়ি চলে সবে মিলে,
বলি নিতাই গৌর অদ্বৈত বাণী।
তারিণী কয় মা মা বলে,
ডাকনা রে তুই বাহু তুলে,
লেগে যাক্ গৌর প্রেমে কালী নামে
মহানন্দে হরি ধ্বনি।
(২০শে আশ্বিন ১৩০২ সাল)

জংলা—একতালা।

তোমায় ডাক্‌লে পরে কও না কথা।
জানি তোমার বাপের ধারা,
নয়ন বেয়ে পড়ে ধারা,
তবু মা বুঝ সন্তানের ব্যথা।
(ভক্তের) নয়ন জলে নদী হয়,
দিবা নিশি ঝরণা বয়,
মা সব চুপ করে সয়, এমন তো দেখি নি কোথা।

তারিণী কয় উচ্চৈস্বরে

ডাক্‌নারে ভাই মা মা কোরে,

মা যে আমার কালের ঘোরে খেয়ে আছেন কালের মাথা।

(২০ আশ্বিন, ১৩০২)

দীনতারিণীর সুর।

সারা নিশি ঝগড়া করি মায়ের সঙ্গে।

মাকে দেখাই বাপের বিয়ে,

বসে থাকি বাপ কে নিয়া,

ঘুমাতে দিনা মায়ে সিদ্ধি খাই বাবার সঙ্গে।

মা আমায় পাগল কয়,

বাপ বলেন বাছা ধন

শ্মশানে মশানে লন খেলা দেন নানা রঙ্গে।

মা বলেন লক্ষ্মী ছাড়া,

কে আছে তোর আমি ছাড়া

তারিণী কয় পাগলী মা তুই তোর ভূতে মোর ঘাড় ভাঙ্গে।

(২০ শে আশ্বিন, ১৩০২

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

কি দিয়ে সাজাই আজি শ্যামা মা তোর পা দুখানি।

কৈলাসে কুবের পত্নী যার ভার লন আপনি।

নাহি রত্ন পান খুঁজে,

সাজাতে চরণাম্বুজে,

অবশেষে দেন বুঝে কুসুম রতন আনি।

কমল লোচন রাম
সিদ্ধি হেতু মনস্কাম,
দিয়েছেন যে চরণে নয়ন উৎপল হানি।
তারিণীর কি ভরসা
বামন হয়ে চাঁদে আশা,
কি ধন আছে দিবে তোরে ও গো দুর্গতি নাশিনা।
(২০ শে আশ্বিন ১৩০২)।

বেহাগ—আড়া।

কি দোষে মা কোল হারা
হলেম আমি ত্রিনয়না।
এখন কি ল'য়ে গৃহে থাকি,
কি দিয়ে পূরি বাসনা।
মা আমার সর্ব্বস্বধন,
অন্ধকারে নীল রতন,
আমি প্রাণ মন সব সোপেছি তবু বাঞ্ছা পূরিল না।
আমার তারা ভেবে প্রাণ গেল
নয়ন তারা অন্ধ হলো,
আমায় হৃদাকাশ শূন্য রৈল আর তারা দেখা দেয় না।
তারিণী কয় দীন তারিণী
দীনের তারা দীন জননী,
তারা কাজল তারায় বিনা দিনের তারা দেখা যায় না।
(২০ শে আশ্বিন, ১৩০২)।

বেহাগ,—আড়া।

তারা তত্ত্বমসি ত্রিনয়না।
ত্রিগুণাতীতা শবাসনা।
সিদ্ধিরূপা সিদ্ধেশ্বরী।
শিবে ত্রিপুরা সুন্দরী।
অপর্ণা অপরাজিতা নীলবরণা।
এলোকেশী করুণা রূপিণী।
অপরূপা অসুর নাশিনী
নৃমুণ্ড মালিনী, নৃশব পেষিণী লোলরসনা।
তারিণী তারিণী-ভরসা,
অনন্ত-রূপিণী অনন্ত আশা,
পরাৎপরাপরমেশী পূর মনোবাসনা।
(২০শে আশ্বিন ১৩০২ সাল)

ললিত,—আড়া।

কোথা রৈলে তারা আমার
ওগো নীরদবরণী।
অধম সন্তানে ডাকে
কোলে লও জগত জননী॥
ক্ষুধায় কাতর ডাকি,
স্তন দুগ্ধ দিবে নাকি,
মা হয়ে সন্তানে কেন ভোল পাষাণ-নন্দিনি!

পাগলিনী মা আমার,
অত গুলি ছেলে তোমার,
কারে থুয়ে কারে নিবে পাছে হারবে তারিণী।
(২৪শে আশ্বিন ১৩০২)

মল্লার,—আড়া।

শিবসিমন্তিনী শরদীন্দুনিভাননা!
পূর্ণশশী হাসি প্রফুল্ল-ফুল-বদনা,
হৃদি-চকোর সুধা আশে,
মত্ত দিবা নিশি ও পদ দরশে,
দাও ভক্তি সুধা মম বাসনা।
কৃপাকিরণ করি পরশ,
সুশীতল করি এদেহ কলুষ,
অভয় চরণ চন্দ্রাতপে ঘুচাই যম যন্ত্রণা।

দরবারী কানাড়া একতালা।

মনরে তোর কেমন বিচার?
তোর বিষয় বুদ্ধি আগাগোড়া অস্থির চিত্ত সদা আবার।
যিনি এ ব্রহ্মাণ্ড-পতি
যাঁর উদরে বিশ্বস্থিতি,
তুই তাঁরে কোন্ বিচারে দিতে চাস্ চাল কলা আহার।
চন্দ্র সূর্য্য নয়ন যাঁর,
যাঁর গলে নক্ষত্র হার,
তুই তাঁরে একখানা গামছা দিস্ উপহার!

ভক্ত প্রসাদি সুর।

মন ! নাকি তুই বিলাত যাবি,
ও তুই বিলাত গিয়ে সাহেব সাজ্‌বি।
তুই পার হয়ে কালা পানি,
ভুলে যাবি বাঙ্গলা বাণী,
তুই ছেড়ে দিয়ে হিন্দুয়ানী কুলমান সব খোয়াবি।
তুই হবি নাকি বারিষ্টার,
গায় দিবি অলষ্টার,
তুই একসঙ্গে খানা খাবি লয়ে যত সাহেব বিবি।
তুই লেডির সঙ্গে করবি লাভ্‌
রাখ্‌বিনে এ দেশের ভাব,
তুই হ্যাট্‌ কোট্‌ পরে পাকা অবতার সাজ্‌বি!
তুই হাত দিয়ে খাবি নে ভাত,
হাতা বেড়ির মারবি জাত,
তোর চাম্‌চে কাঁটায় হবে কাটা শুয়ার পাঁঠা ভেড়া চর্‌বি।
তুই মশাই ছেড়ে হবি মিষ্টার,
মুখে বল্‌বি ব্রাদার সিষ্টার,
তুই সিগার ধরে দিবা নিশি মুখেতে আগুন জ্বালাবি।
তুই তেল ছেড়ে মাখ্‌বি সোপ্‌
পান তামাকে হবে কোপ্‌
তুই প্রণাম নমস্কার রেখে হাত ধরে ঝাঁকি দিবি।
তুই শিখ্‌বি কত এজিটেসন্‌,
করবি কত রকম ফেসন্‌,
তুই দেশে এসে কল্‌কাতার চৌরঙ্গীতে বাড়ী লবি।

তারিণী কয় মাই ডিয়ার,
বিছুতে তোর নাই কিয়ার,
যখন গয়া গিয়ে মা বলিয়ে শ্যামা মায়ের পিণ্ডি দিবি।
(২৭শে আশ্বিন ১৩০২ সাল)

সাহানা মুলতান—যৎ।

শ্যামা আমার একলা আছেন দাঁড়ায়ে,
চল্ চল্ চল্ মা বলে ডাকি ঐ মায়ে।
মা বই কে আছে বোল
পুছাইতে চোখের জল,
ভয় পেলে অভয়া মায়ে থাকেন কোলে ল'য়ে।
ক্ষুধা পেলে দেন মা মাই,
আমরা এক সঙ্গে মাই খাই,
তার জগৎ জোড়া মাই খেয়ে থাকি অমৃতে ডুবিয়ে।
তারিণী কয় হও কচি ছেলে,
যাও মধু মুখে মা মা বলে,
যাবে ত'রে আর আস্‌বে না রে ভব ক্ষুধা পেয়ে।
(২৭শে আশ্বিন, ১৩০২)

দীন তারিণীর সুর।

ছিল তারা তোমার দেয়ান দ্বিজ রাম প্রসাদ,
সে বিনা মাইনায় খেটে গেছে ছিল না বাদ বিসম্বাদ।
তার গানে মা তুই পাগল হোয়ে ছিলি,
লুকিয়ে থেকে বেড়া বেঁধে দিলি,
শেষে নিলি কি না নিলি কিছু এই রোল অপবাদ।

পড়ে ছিলি বিষম ফাঁদে তাঁরা,
তারা বেয়ে পরতো যখন ধারা,
এখন অমন ধারা তারা হারা কার সঙ্গে করি বিবাদ।
তারিণী কয় বিবাদে কাজ নাই,
মুখে দাও না বাবার দোহাই,
আশুতোষ নাম নিলে হয় মায়ের বড় আহ্লাদ।
(২৭শে আশ্বিন ১৩০২ সাল)

দীন তারিণী সুর।

নাম শুনেছি মায়ের পুত্র।
মহারাজ যতীন্দ্র মোহন।
তিনি বড় নাকি মাতৃ ভক্ত
মা বই জানেন না কথন।
তিনি থাকেন সদা রাজ প্রাসাদে,
ত্রাণ পান ঘোর বিপদে,
মা তাঁর দ্বারী হয়ে দিবা নিশি করেন রক্ষণ।
(মা তাঁর) নাম দিয়েছেন কে, সি, এস, আই,
নাম নাকি এর বারা নাই,
আবার বংশক্রমে মহারাজা সার উপাধি নানা মতন।
তাঁর সঙ্গে চলে তুরুক্ সোয়ার,
বঙ্গে পান প্রথম চেয়ার,
তাঁর দরবারেতে হাজার হাজার লাট্ বেলাট্ করেন গমন।
পৃথিবীর যে খানে যা,
প্রথম দেখি এইখানে তা,
নাচ মজলিস্ সব গরম আয়োজন কত মতন।

বড় বড় পাটি যত,
কুচ্ কাওয়াজ কালোয়াত,
এই খানে তার প্রথম ব্রত বারম্বার হয় উদ্‌যাপন।
কত গুণীর ছেলে গুণ শিখিয়ে,
এইখানে যান দেখা দিয়ে,
মহারাজ যার যেমন গুণ সেই মত করেন যতন।
মায়ের কৃপায় মহারাজ,
করেন যত মহৎ কাজ,
বাধ্য সদা সব সমাজ নাহি হয় নারাজ কখন।
তিনি যখন করেন উপবেশন,
বন্ধুগণ তাঁর করেন বেষ্টন,
নানারূপ খোস্‌গল্প শুনে সদা জুড়ায় শ্রবণ।
হলে দিবা অবসান,
সিঁতির বাগানে যান,
এ সিঁতি সে সিঁতি নয় ধরায় নন্দনবন।
সঙ্গে যান কেশব, যদু,
ফুলো, নীলু, রাধা, রাধু,
কোন দিন দেখ্‌তে পাই কানাইয়ে করিতে গমন।
মা রূপে তাঁর মহারাণী,
নানা সুখ দেন জানি,
কিন্তু দুঃখের মধ্যে দেহটী তাঁর নয় তেমন।
তারিণী কয় প্রসাদ ছাড়া,
শরীর হয় না তেমন ধারা,
এখন ভোগ ছেড়ে মহারাজ করুন ভোগ
প্রসাদের আয়োজন!

(২৮শে আষাঢ় ১৩০২ সালে এই গানটী সার মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর মহাশয়ের নিকট গীত হইয়াছিল)

দীনতারিণীর স্থর।

না বুঝে মহারাজ কেবল
(ডাক্তার) ডি, এন্ রায়ের ঔষধ খান।
রায় মশাই কি কোরতে পারেন,
শ্যামা না করিলে দান।
নিলে ভক্তি-বিন্দু করে,
ব্যাধি যায় কোথা উড়ে,
শিশিতে হয়না নিতে আসিতে ব্যাধি পালান।
এ ঔষধ গলেনা জলে,
(ঔষধ) মিশে কেবল গঙ্গাজলে,
মায়ের দুইপায়ের দশ অঙ্গুলে দশফোঁটা এর ডোজবিধান।
এর সময় অসময় নাই,
যখন পাই তখন খাই,
ইহার অলসে হয় গুণ নষ্ট অবিশ্বাসে যায় প্রাণ।
ইহার নাই নূতন পুরাতন,
সকল চিকিৎসকের ধন,
নাই পথ্যাপথ্যের বিচার যে যেমন তেম্নি খান।
(ইহার) নাই আম্‌রিকা নাই বিলাত,
নাই জাত নাই অজাত,
(ইহার নাম) ব্রহ্মময়ীর লক্ষ্মী-বিলাস নাম রসে হয় অনুপান
ইহা নাহি পায় এম্, ডি, হতে,
হোমিওপ্যাথ্ এলোপ্যাথে,
ইহা একোনাট্ কুইনানেতে করেনাকো বিষ দান।

ইহার ব্যবহারে বগলেতে,
থারমোমেটার হয়না দিতে,
কেবল কানে গুজ্‌লে বিল্ব পত্র আপনি হয় ফলবান।
তারিণী কয় মহারাজ,
এর মত নাই সহজ কাজ,
ঘরে ব্রহ্মময়ী রায়-রূপে বারেক তাঁর দিকে তাকান।

(২৮ শে আশ্বিন ১৩০২ সালে স্যার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের নিকট জনৈক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক গীত হইয়াছিল।)

রামকেলী,—একতালা।

মা! যাবি বা তুই রাজবাড়ীতে নিমন্ত্রণে।
তোর তনয় তো যাবেনা সেখানে।
মা আমি গরিবের ছেলে,
আমার বাপকে সাপুরে বলে,
যখন বোল্‌বে সাপুরের বেটা (তখন) তোমার
মান থাক্‌বে কোন্ খানে।
তোর স্বামীর ভাগ্যে অর্দ্ধচন্দ্র,
মা তোর ছেলেও যদি পায় সে চন্দ্র,
(তখন) কাঁদলে পরে ছেলে নিয়ে আবার চলে আস্‌বি এই খানে।
তুই খাবি মা নানা মত,
আমার তাতে নাই অমত,
(শেষে যেন) প্রসাদের প্রসাদ দিতে ভুলিস্ না মা কভু মনে।
আমার ঝুলিটী তোর সঙ্গে যাবে,
সিংহেরে বলিয়া দিবে,
যেন অসুরগুলো নেয় না কেড়ে রাগ কোরে আমার সনে।

তুই তো মা মনের মত,
নাচ্ তামাসা দেখ্‌বি কত,
আমরা কেবল পড়ে রব খেপা বাপ্‌কে লয়ে এ শ্মশানে।
তারিণী কয় তাড়াতাড়ি,
যদি আস্‌তে পারিস্ আসিস্ ছাড়ি,
এদিকে দুধের ছেলে পড়ে রবে যেন সে মরে না প্রাণে।
(২৮শে আশ্বিন ১৩০২)

সিন্ধু খাম্বাজ,—যৎ।

আজ আমানিশি কালশশী হৃদাকাশে উঠিছে।
জ্বলিছে প্রাণের তারা দেখ্‌তে তারা নয়ন ধারা বহিছে।
নৈশ-নীলাম্বরে,
ঢাকিতে অনম্বরে,
প্রকৃতি আপন করে কত রূপ ধরিছে।
তারিণী শৃগাল রূপে,
পাপ-রূপ শীতে কেঁপে,
কালী কালী বলে ঘন ডাক ডাকিছে॥
(৩০শে আশ্বিন ১৩০২)

বাউলের সুর—খেমটা।

ও গো! রাক্ষসীর মেয়ে,
রক্ত খেয়ে সাধ পূরে নাই,
এসেছ নিতে মা পোয়ে।

অসুরগুলী কেটে কত,
পাওনি কি মাথ্ মনের মত,
তাই খাঁড়া হাতে দাঁড়ায়ে আছ রসনা বাড়ায়ে।
তারিণী কয় যোগীর ঘরণী,
তুমি না মা পূর্ণ নারায়ণী ?
তবে কেন জাত দেবে মা মাছ মাংস খেয়ে।

(৩০শে আশ্বিন ১৩০২)

কালাংড়া,—ঠুংরী।

জাত গেলো মা তারা আজ তোমায় ডেকে।
লোকে বলে পাঁচ মকারে গেলি তুই পেকে।
কিছু আর রৈল না রে তোর,
অবশেষে হলি নেশাখোর,
রাস্তা দিয়ে সবে যাবে চসম-খোর হেঁকে।
শ্মশানে কত কি ছুঁয়ে,
থাকিস্ তুই ভূত প্রেত নিয়ে,
তোরে ভূতুরে অনাচারে বলে যায় লোকে।
দুদিন পরে ভিক্ষা না পাবে,
ঝুলি কাঁথা সার তোর হবে,
এখন ভাল চাস্ তো ছেড়ে দে ওঁকে।
তারিণী কয় ঐ বেটীর তরে,
জাত যদি যায় যাক একেবারে,
কাল ম'লে কাল ছোঁবে না আর মোকে।

(৩০ শে আশ্বিন ১৩০২)

বসন্তবাহার,—খং।

বিরলে কাঁদিলে কি হবে বিধুমুখি!
বিদায় না দিলে এ দায়ে বাঁচিবে কি।
ছিলে কোথা এলে ভুলে গেলে,
কোথা যাবে তথা কারে পেলে,
কহ কথা ব্যথা হলো এ কি?
এবে সবই গেলো,
সবে নাম রলো,
সবে শব হবে এসব বুঝিবে কি?
তারিণীর সেই আশা,
শ্যামা-পদ-তৃষা,
ছোটে যদি নেশা দেখিবে কোথা কি।
(৪ঠা কার্ত্তিক ১৩০২)

কাফি সিন্ধু,—একতালা।

ভাই কালী বল, বল বল বিরলে।
বেহুষবিবশে থেক না হায় কবে যাবে চ'লে।
ছিলে কি হলে কি?
হবে কি, আরো কি,
নীরব নিঝুম থাকা না চলে।
লও জড় অজড় অমর,
তুমি মহাজ্ঞানী মহানর,
নিবার জড়তা রসনায় কালী বলে।

তারিণী কয় আজ বাদ দিলে,
কাল কি, কাল যদি জমাখরচ দিতে বলে ।
(৪ঠা কার্ত্তিক ১৩০২)

বাউলের সুর ।

ওরে বিষয়ের পোদ্দার ।
ও তুই কার কাছে পোদ্দারী করিস, লয়ে দারা সুত পরিবার ।
তুই পরের কাছে মেকি খাদ মিলায়ে নিস্,
আসল নকল বুঝে রাখিস,
তোর পরের কাছে পোদ্দারী নিজের বেলায় অবিচার ।
তুই জাল অজাল বুঝতে পারিস্,
তুই জাল ধরে পুলিসে দিস্,
তুই আপনি পড়ে কোন্ জালে রয়েছিস্ হেট্ করে ঘাড় ।
তুই খাতায় লিখিস্ সিকি পয়সা,
কার জন্য ওরে চাষা !
তোর খাতা পত্র চিত্রগুপ্ত সই করে যে অনিবার ।
(৬ই কার্ত্তিক ১৩০২ ।

ভক্ত প্রসাদিসুর ।

এ সংসার জালালের বেলা,
শুধু কথায় উন্মত্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায় দুই বেলা ।

যার কাছে যাই সেই দালাল,
সব বেটাই টাকার কাঙ্গাল.
তিন কোণা পৃথিবী বেড়াই খুঁজে পাই না খাঁটি চেলা।
(তবে) প্রাণের কথা কেউ বলে না,
সে দালালী কেউ জানে না,
কেবল চিনির বলদ মানব দেহ বয়ে বয়ে বেড়ায় একলা।
তারিণী কয় ওরে দালাল,
তুই করিস যদি বড় কপাল,
মা নামের দালালী হতে বাড়ী হয় যে তেতালা।

দীনতারিণীর সুর।

শুধু মাগ ছেলের মায়া নয় মা!
আছে কোম্পানির কাগজ।
মাসে মাসে সুদ গণি হুজুরেতে করি আরজ।
আসলে সম্পর্ক নাই,
কেবল মা সুদ খাই,
(ওগো) কাগজ সম্পত্তি আমার কথা নয় মা বড় সহজ।
ফু দিলে উড়িয়া যায় মা,
এরি আবার কি গরিমা,
কত আশা ভালবাসা করে রাখি বুকে কবজ।
তারিণী কয় বুক থেকে,
একবার নামিয়ে দেনা মায়ের দিকে,
(ও তুই) সুদ অশুল তুই পাবি দেহ খানি হবে সরজ।

ললিত,—আড়াঠেকা।

একবার চাঁদ মুখে মা বলে ডাক,
এমন নাম আর পাবি নারে।
একবার মা মা ক'রে ডাক্‌লে পরে,
দেখা দেবেন মা তোমারে।
তুই কি জানিস্ রে মায়ের মায়া,
মা যে মূর্ত্তিমতী মহামায়া,
তাঁর সন্তানে অপূর্ব্ব স্নেহ এ সংসারে কে জানে তাঁরে।
বিশ্বোদরী নাম তাঁর,
মোরা তাঁরি গর্ভে করি বিহার.
(একবার) ক্ষুধা হলে খেতে দেন মা চতুর্ভুজা চারি করে।
তারিণী কয় তাঁর প্রসাদে,
বেঁচে আছি নিরাপদে,
এখন ভয় করি ছেলে রেখে মা যদি মোর আগে মরে।
(৮ই কার্ত্তিক ১৩০২ সাল।)

গৌরী,—একতালা।

গরল খেয়ে বাবা আমার পড়েছেন ঢলে।
জিভ্ কেটে মা তাই বোল্‌ছেন্ ওকি গো কল্লে?
আলু থালু তাই পাগলিনী,
ভেবে ভেবে কালী মূর্ত্তি খানি,
জায়া'তে অশেষ যত্ন তাই রাখেন ভোলায় পদতলে।

তবু বাবা ভুলে যান কথা,

(ভক্ত) অসুর কুলে দেন নাকো ব্যথা,

তারিণী কয় নাম আশুতোষ তাই সবাই বলে।

(৮ই কার্ত্তিক)

মল্লার,—আড়াঠেকা।

তুই জপ তপ রেখে দিয়ে

মা মন্ত্র করনা সার।

ঐ মন্ত্রবলে ফল ফলিবে,

পাবি সুখ অনিবার।

স্বভাব-গুরু দিয়েছেন মা নাম,

দিবানিশি ডাক্‌লে পূরে কাম,

এমন অমৃত-ভাণ্ডে দেখি নাইকো এ সংসার।

মা ডাকা যার হয় না একবার,

ভবে আসি বৃথা জন্ম তার,

তার দারা পুত্র ধন জন সকলি অসার।

তারিণী কয় মা বিনে অন্যগতি নাই,

মা জগন্মাতা জগদ্ধাত্রী সদা শুন্‌তে পাই,

একবার ডাক তাঁরে প্রাণভ'রে মুখে আসে যতবার।

৮ই কার্ত্তিক।

রামকেলী,—তাল যৎ।

রাজ উপাধি বিষম ব্যাধি ধরেছে আমারে।
লক্ষ টাকা ব্যয় হলো তবু ছাড়ে না এ ব্যাধি ঘোরে।
এ ব্যাধির নাই নিদান,
নাই পথ্য অনুপান,
নাহি পায় তত্ত্বএর যে সে বৈদ্য নাড়ী ধ'রে।
ইহার নাইকো স্থির দিন ক্ষণ,
কোথায় করে আক্রমণ,
কেবল সংক্রামক এই জানি যত রাজা জমীদারে।
এ ব্যাধির নানারূপ লক্ষণ,
প্রথম রায় বাহাদুর হন,
তার পর সি, আই, ই, হয়ে থাকেন শুয়ে ঘরে প'রে।
যদি থাকে রুধির প্রচুর,
(শেষে) হয়েন রাজা বাহাদুর,
মহারাজা, মহামহা, মহামারী কাণ্ড ক'রে।
কেহ বা সার, কে, সি, এস্ আই,
কে, সি,আই, বা'দুর্ ছাই,
তারিণী কয় খেতাব চাস্ তো যা না শ্যামা মায়ের দ্বারে।
(৩১শে ডিসেম্বর ১৬ই পৌষ।)

কানাড়া,—ঠুংরী।

আমি কি দোষ করেছি শ্যামা,
আমায় বোলে দে জগত জননি!
তাতেই কি ভুলে থাকি ঐ রাঙ্গা চরণ খানি।

মা কতকাল ভুলে রব,
আপনার ধন ভোলায়ে দিব,
ভোলানাথের প্রাণ জুড়াব আমি হব উদাস্‌প্রাণী।
তুমিতো ভোল না মোকে,
আমি ভুলি সদা মাকে,
কে আছে আমার মত কুসন্তান তারিণী!
(২০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩ সাল।)

বেহাগ মিশ্র,—ঢিমে তেতালা।

আর কতকাল ভাসিব তিমিরে,
ও গো জগদম্বে! বলনা আমায়
তারা তিমির বরণী।
গেল সত্য ত্রেতা দ্বাপর,
কলিও যে এসে হইল বিভোর,
বল কালি! কত কাল পরে হেরিব মা তোর—
রাঙ্গা-রবি-ছবি ঐ চরণ দুখানি।
সুখ-উষা হবে আগমন,
ফুটিবে হৃদয়-কমল-বদন,
ঝরিবে ভকতি-অশ্রু নয়নে নিতি নিতি।
আমি নীরবে ভাসিব নীরদ-বরণি!

মল্লার মিশ্র,—একতালা।

যে ভাবে ভাবি তোরে, সেই ভাবে পাই তোরে।
অভাব কিছু তরে হয় না আমার।
ডাকিলে কথা কও, কাঁদিলে কোলে লও,
মা বলে মধুমুখে দেখা পাই সদা তোমার।
বিপদে হলে কাতর, কত যে কর আদর,
না খেলে খেতে দাও কত যে মধুর আহার।
না জনমিতে আমি, করেছ কত কি তুমি,
কতযে দয়া তব ভাবিয়া হই অসার।
তুমি কি স্নেহময়ী, ভাবিয়ে ভুলে রই,
ভুলনা তারিণীরে ভবানন্দময়ী ভোলায়।

সোহিনী,—কাওয়ালী।

কত ভালবাস তারা! আমারে।
দীন হীন বলে ঘৃণা কর না মা অন্তরে।
না চাহিলে চাও তুমি,
না ডাকিলে ডাক তুমি,
একদিনো ভুলে মোরে থাক না অন্তরে।
রোগে শোকে হলে সারা,
গতি নাই মা তোমা ছাড়া,
তোমার সান্ত্বনা বিনা বাঁচি না এসংসারে।

যখন ঘুমায়ে থাকি,
তুমি জাগি দাও চৌকি,
তোমা বিনা তারিণীকে এত স্নেহ কে করে ?

ইমন পুরবী,—যৎ।

শোন্ মা শ্যামা! নিরুপমা শিবহৃদি বিহারিনী।
আমার বৃথা ভবে দিন গেল মা! কি হবে দনুজদলনী!
মুখে তারা তারা করি,
যে তাড়ায় ভয়েতে মরি,
সে তাড়ায় কবে তরি, বল্‌গো তিমির-বরণি!
ডুবে যায় গগণ-তারা,
ভুলে থাকে নয়ন-তারা,
আমার তারায় আসে না ধারা দেখে তারা দিনমণি।
তারিণীর তারা গতি,
আঁধারে অনন্ত-জ্যোতি,
একবার দাও তারা সারাৎসারা তড়িত-চরণ দুখানি।
(২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৩ সাল)

মেঘ মল্লার,—কাওয়ালী।

কাল-কাদম্বিনী ধবল গিরি'পরে সাজে।
ছড়ায়ে চকিত-তড়িত স্তিমিত-নয়ন মাঝে।

ঘন—গভীর গরজনে,
ধায় প্রভঞ্জন ভীম পরশনে,
কম্পিত গিরি-গুহা গহন-বন-রাজে।
বিদারি পাষাণ বিষাণ,
দন্তে দন্তে প্রহরে কৃপাণ,
ঘন-গভীর গরজনে গুরু গুরু গুরু গাজে।
ধায় এলোকেশে কোটী চামর,
কোটী রবি শশী ঝলকে চৌধার,
নিবিড় নবোদিত নব-উলঙ্গিনী সাজে।
রুধির-তটিনী ধায় বেগবতী,
রঞ্জিতে অনন্ত-সুনীল-জলধি,
নীলকণ্ঠে নীল-লোহিত হার বিরাজে।
শব সাজে, সাজে সব শক্তি,
হৃদিমাঝে লয়ে মহাশক্তি-মুক্তি,
তারিণী কৃতান্ত-দমনী অগণিত অসুর সমাজে।
(২২ শে জ্যৈষ্ঠ।)

মিয়ামল্লার,—ঢিমাতেতালা।

মহাপ্রলয়ে মহাশক্তি ধায়,
মোহিতে মহাসৃষ্টি মহাভাবে
মহেশচরণে লুটায়।
অধীর সুরাসুর জগজ্জন,
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি ধ্যানে নিমগন,
কম্পিত বসুরুদ্রগণ ভাবি এবে নিরুপায়।

বসুমতী ভয়ে অচৈতন্যা প্রায়,
জীবসব শবরূপ কায়,
সভয়ে জলধি উথলিয়া পরে রাঙ্গা পায়।
নির্জ্জোতিঃ রবি শশী তারকাকুল,
লুকায়ে আঁধারে হইয়ে আকুল,
দেখে মহাজ্যোতিঃ মহারূপী মহাকায়।
ধরে অনন্ত সহস্র ফণা,
উগারে গর্জ্জিয়া গরল কণা,
ক্রূর অসুর মহাসুর ত্রাহি ত্রাহি ভাবে তায়।
মহানৃত্য হেরে কার সাধ্য,
মহামূর্ত্তি নহে কার বাধ্য,
শুধু মহাভক্তি ভাবে তারিণী অভয় পায়।
(২২শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সাল।)

জয় জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

তারা তিমিরহরা ত্রিপুরাসুন্দরী নাম তোমার।
ঘোর বিষয়-বিষ তরাসে ডাকি তোমা অনিবার।
তুমি শ্যামা! অসীমে শিবে,
জানি সদা অশিব নাশিবে,
বিপদে বিপদ হরে নাম নিলে একবার।
ভক্তি-যুক্তি-শক্তি-প্রদায়িনী,
তুমি মহাশক্তি মঙ্গল-দায়িনী,
ভাবিলে ভাবনা হরে ঐ অভয় পদে হই পার।

তুমি কারও নও ওগো শিবে,
যে ডাকে সে পায় তোমা ভবে,
ভক্তি ভাবে সদা বাঁধা ঐ অভয় চরণ গৃহে তার।
চৈতন্য-রূপিনী দশভূজা,
ত্রিভুবন করে তব পূজা,
নিজগুণে তারিণীর হৃদয়ে হও অবতার !
(২৩ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সাল।)

দীনতারিণীর সুর।

মা হয়ে হেরিছ কি মা ! সন্তানের অপমান।
কার কাছে করি নালিস্ নালিসের নাহি স্থান।
নির্দ্দয় সে রিপু ছ জন,
ছয় বেশে মা করে গ্রহণ,
ছিন্ন ভিন্ন করে দিল আমার নয় দরজার বাসস্থান।
আমি ঘর ফেলে পালাতে নারি,
প্রাণ পরিবার কোথা ছাড়ি ?
ঘর যে হয় মা ভূতের বাড়ী আমি কল্লে মহাপ্রস্থান।
তারিণীর তা ইচ্ছা নয়,
যম নগরে যেতে হয়,
এখন জীব নগরে তুই যদি মা জীবন্মুক্তি করিস্ দান।
(২৪ শে জ্যৈষ্ঠ)

আলেয়া,—যৎ।

বাপের মুণ্ড কেটে মা তুই স্বামীর মুণ্ড বজায় রাখ্‌লি।
তোর লীলা খেলা বুঝ্‌তে নারি সেধে বাপের বাড়ী এলি।
আস্‌তে মা তোর কত টান,
শিবে কল্লি অপমান,
আবার সতী সেজে শিবের আগে সাধ ক'রে সধবা মর্‌লি।
যদি ইচ্ছা ছিল নিমন্ত্রণে,
যাবি না শিব অপমানে,
তবে দশখানে দশরূপ সেজে কেন ছিন্নমস্তা হলি ?
তোর ভাব বোঝা মা বড় ভার,
দক্ষযজ্ঞ দিলি ছারখার,
বাপে দিয়ে ছাগমুণ্ড সতী মায়েরে কাঁদালি।
তারিণী কয় মহা মায়া!
তোর জীবের প্রতি বড় দয়া,
তুই (নিজে) কায়া বেটে' ভবের হাটে মুক্তিস্থান গড়ে দিলি।
(২৪ শে জ্যৈষ্ঠ)

বিভাষ,—একতালা।

তারা ত্রিনয়নী ত্রিভুবন মহারাণী।
রাজ-রাজেশ্বরী, রাজলক্ষ্মী রাজার ঘরণী।
গিরিসুতা হৈমবতী,
পার্ব্বতী পরমা গতি,
শ্যামলা বিমলা শ্যামা কৈলাস-নিবাসিনী।

মাহেশ্বরী মহা মূর্ত্তি,

মহাসতী মহা মুক্তি,

মহাকালী মহালয়া মহিষমর্দ্দিনী।

দনুজদলনী শ্যামা,

দয়াময়ী অনুপমা,

ত্রিপুরাসুন্দরী তারা তারিণী ত্রাণ-কারিণী।

(২৫ শে জ্যৈষ্ঠ।)

সুরট,—তাল ঠুংরী।

কে বলে শিবের ঘরে তুমি শিব-সীমন্তিনী।

শিব যদি পাবেন তোমা কেন ভবের পাগল তিনি।

পাবেন যদি রাঙ্গা চরণ,

শুয়ে কেন ? নাই চেতন,

কার ধ্যানে মগ্ন আবার ওগো অচিন্ত্যরূপিনি !

যে যাহারে চায় প্রাণে,

সেই তারে ধ্যানে জানে,

তারিণী কয় পেলে পরে ধ্যান জ্ঞান নাহি গণি।

(২৫ শে জ্যৈষ্ঠ।)

জয়ন্তী মিশ্র,—ঝাঁপতাল।

জয় জয় অন্নপূর্ণা ত্রিভুবন-তারিণী।

কাশীশ্বরী মহাদেবী মণি-দেউল-নিবাসিনী।

ভকত-বৎসলা শিবে,

প্রাণময়ী সর্ব্বজীবে,

সর্ব্বভূতে সনাতনী সদানন্দ-দায়িনী।

দেহি মা! আনন্দ দীনে.
বিতর করুণা প্রাণে,
তারিণীর তুমি মাগো! ভব-তিমির হারিণী।
(২৬ শে জ্যৈষ্ঠ।)

ললিত,—আড়াঠেকা।

আয় উমা পূর্ণশশি! আয় কোলে লই তোরে।
এতদিন কোথা ছিলি মা! দুখিনী মায়েরে ছেড়ে?
মা! তুই যে আমার নয়ন-তারা,
তোরে বিনা তারা হারা,
প্রাণ-তারা তারা-শশী তুই মা আমার ঘরে।
আমি গিরিরাজে কত বলি,
মা তোরে দেখিব বলি,
গিরি গিরি হয়ে থাকে নিঝরে নয়ন ঝরে।
(২৮ শে জ্যৈষ্ঠ।)

কীর্ত্তনের সুর।

তুই বিনে আর গতি নাই গো দীনতারিণি!
(তুই অগতির গতি যে অনুপমা শ্যামা আমার)
(তোরেই আমি ডাকি দিবানিশি,)
(আমার আর যে কেহ নাই মা! মা বলে ডাকবার তরে)
এসংসারে তুই মা আমার একমাত্র জননী।

(ভক্তে তোর অসীম দয়া মা) (সে দয়ার তুলনা নাইমা)
(তুই যে সকল জীবের মা)
এ অধমেও যে তোর কৃপায় মা,—
এবার পাবে নাকি সেই দয়া অধমতারিণী।
(২৯শে জ্যৈষ্ঠ)

গৌরী,—মধ্যমান।

মা হতে কে ভালবাসে,
কার কোলে যেতে প্রাণ কাঁদে গো!
আমার নয়নের জলে,
মা বোলে মা বোলে,
কার পানে চায় নয়ন তারা, তারা তারা বলে গো!
তারা তিমির বরণী রে,
নাহি হেরি অজ্ঞান তিমিরে,
জ্ঞান ভক্তি-আলো নাই যে আমার গো।
কিসে আমি তারা পাব,
নয়ন-তারা প্রবোধিব,
তারাযে আমার হারা নিরাকারা গো!
অবোধ তারিণী মাগো,
কিছুইতো জানে না গো,
কি বলে মায়ে ডাকিবে মা যে কাণে কালা গো।
(২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩ সাল।)

সাহানা মূলতান,—কাওয়ালী।

কে বোঝে তোমায় তারা!
তুমি আপনি বোঝ আপ্‌নারে।
তুমি স্বামীর বুকে চরণ দাও—
মহাসতী নাম ধ'রে।
তুমি লজ্জাবতী শিরোমণি,
হয়ে বেড়াও উলঙ্গিণী,
আবার মা হয়ে সমর সাজ ছেলের সঙ্গে যুদ্ধকরে।
আবার ছেলে কেটে রক্ত খাও,
তার মুণ্ড লয়ে গলে দাও,
আবার দিবানিশি সর্ব্বনাশী থাকিস্ খাঁড়া হাতে ক'রে।
তোরে কে বলে মা সুলক্ষণা?
তুইযে করাল বদনা,
চামুণ্ডা ভৈরবী সেজে বেড়াস্ সিংহেতে চ'ড়ে।
শ্মশানে মশানে গতি,
তোর খাদ্যাখাদ্য নাই স্থিতি,
তুই আপনার মুণ্ড আপ্‌নি খাস্ স্বহস্তে ছেদন ক'রে।
তুই চুনো পুঁটি চাস্‌নে করে,
বড় মাথা আছিস্ ধ'রে,
তোর সাধ মেটে না শ্যামা মাগো! অসুরের মুণ্ড ছেড়ে।
তারিণী তোর এত ভক্ত,
তার চাস্‌না একবিন্দু রক্ত,
জানি মা তুই শক্তের ভক্ত যে জন শক্ত কোরে ধরে।

(৩০শে জ্যৈষ্ঠ)

বারোঁয়া,—তাল কাওয়ালী।

তারা ! আমার এ কাঠামে
যা হবার তা হলো।
যা পেলেম, যা নিলেম, যা দিলেম, সব গেলো।
কত ঋণী ভবে আছিগো জননী,
জন্মে জন্মে তাই আসিব অবনী,
আসিব, যাইব, শোধিব, বুঝিব, নাশিব, কি অশিব হলো।
সুদে সুদে ভুলি আসল,
কর্ম্ম-বৃক্ষে পুনঃ ধরিবে যা ফল,
পড়িবে ভুমিতে হবে জনমিতে বীজে অঙ্কুর-জঞ্জাল।

(৩০শে জ্যৈষ্ঠ)

কাফি সিন্ধু,—যৎ।

দারিদ্র্য-দুঃখ-হরা দীন-তারিণী।
সুখদা মোক্ষদা ধন-দায়িনী।
কমলা বিমলা শিবে,
ত্রিপুরা-সুন্দরী ত্রিদিবে,
বন্দে সুরাসুর জগ-জননী।
দেহি পদ-তরী ভব-নদে,
তরি প্রাণ লয়ে এ আপদে,
ওগো ! কলুষহরা কাম-রূপিণী।

(৩০শে জ্যৈষ্ঠ।)

গৌরী,—একতালা।

কাল কি হবে ওগো! কালী করুণাময়ী!
কি করিবে তুমি জান মা, আমি জানি না তোমা বই।
আমার প্রাণ মন সবই তব হাতে,
আমার আমিত্ব নাই এ জগতে,
তুমি তত্ত্বমসি অহং জ্ঞানেতে বুঝিতে তোমাকে পারি কই।
মহামায়া বশে চিনি না মা তোরে,
মহাশক্তি মোর আছিস্ অন্তরে,
না পারি দেখিতে না পারি ছুঁইতে অজ্ঞান আঁধারে
পড়িয়া রই।
বিষয়ের ফাঁদে শমনে মা ধরে,
কিছুতে নিস্তার নাই এ সংসারে,
তারিণীর তুই মা ভরসা ভবানন্দময়ী।

(৩১শে জ্যৈষ্ঠ।)

রামকেলী,—ঝাঁপতাল।

যে শ্যাম সেই শ্যামা কেন মন ভেবে মর।
কৃষ্ণকালী, কালীকৃষ্ণ শক্তি এক কথান্তর।
কৈলাসে যে শিবের কামিনী,
সেই ব্রজে রাধা বিনোদিনী,
সেই সীতা অযোধ্যায় পতিব্রতা নামান্তর।
সেই রুক্মিণী, সত্যভামা,
দময়ন্তী মনোরমা,
শর্ম্মিষ্ঠা, সাবিত্রী সতী সেই এক রূপান্তর।

তারিণী কয় মা আমার,
নারী রূপে ব্যাপ্ত সংসার,
যে জন বুঝ্‌তে নারে তারি পক্ষে ভাবান্তর।

(৩২শে জ্যৈষ্ঠ)

কানাড়া,—যৎ।

মা বল্‌তে ভুলে রই, মনদুখ মনে সই,
কবে প্রাণ-খুলে মা বলাবে বল্ মা!
কবে মায়ের নামে আত্মহারা,
হব ত্রিনয়নী তারা!
তাই বলে দে গো শ্যামা মা তুই,
আমার গতি নাই মা তোরে বই।

(৬ই আষাঢ়)

মালকোষ,—ঠুংরী।

যে ভাবে ভবানীরে,
সে তরে ভব-নীরে,
এ ভবে শমনের ভয় রয় না।
ওরে মন! ভাব বসি,
ব্রহ্মময়ী এলোকেশী,
ছেড়ে দাও বিষয়ের অসার কল্পনা।

(৬ই আষাঢ়)

দীন তারিণীর সুর।

কাশীতে কি হবে কাশী যে অন্তঃপুরে আমার।
মায়ের চরণ হৃদয়ের হার শিবে কেড়ে লয়েছেন এবার।
হৃদ্-মণি-দেউলে বাঁধা,
আমার সেই প্রাণ-অন্নদা,
নিত্য দরশন করি নিত্য আমি হই উদ্ধার।
মন-মণিকর্ণিকার জলে,
(আমি) স্নান করাই তাঁয় মা মা বলে,
আমি সজ্ঞানে মা জ্ঞান-বাপীতে আত্মারামের করি বিচার।
তারিণী কয় পঞ্চক্রোশে,
ঘুরে বেড়াও মায়া বশে,
সে যে এক কোণে মায়ের স্থিতি মিলে পঞ্চভূতের পাহাড়।
(৭ই আষাঢ় ১৩০৩ সাল।)

মল্লার—একতালা।

শ্যামা ত্রিনয়নী চতুর্ভুজা দিগম্বরী।
এলোকেশী অনুপমা তারা শিব-সুন্দরী।
চপলা চমক-দায়িনী,
মহা ঘোর মহিষ-ঘাতিনী,
পরাৎপরা পার্ব্বতী পরমেশ্বরী।
দক্ষ-সুতা দীন-দয়াময়ী,
দশভুজা দশদিক জয়ী,
তারিণী ত্রিতাপহরা ত্রিপুরাসুন্দরী।
(৮ই আষাঢ়)

সিন্ধুকাফি,—ঢিমেতেতালা।

মহাভক্তি ভাবে পূজ গণেশ-জননীরে।
যদি পাবি পরিত্রাণ এভব সংসারে।
ঘোর বিষয়-তিমিরে,
কেন ওরে নর আছ তুমি প'ড়ে,
দেখ না সম্মুখে মহাজ্যোতিঃ তব মহাকাল হৃদি'পরে।
যদি হবে রে শমনজয়ী,
শমন-দমনীরে ভাব কই,
একবার, ভাবনারে ভাবিলে ভাবনা যাবে দূরে।

(৯ই আষাঢ়।)

ভীমপলশ্রী,—একতালা।

কে বলে শ্যামা শুধু শিবেরি হৃদয়ের ধন।
শ্যামা গতি মুক্তি-প্রদায়িনী ভক্ত প্রাণে বাঁধা রন্।
যাঁরে যোগী ভাবে যোগ ধ্যানে,
জ্ঞানী চিন্তে মহাজ্ঞানে,
সোহং ভাবে প্রাণ-পথে জীব যাঁরে করে চিন্তন।
বিশ্ব যাঁর নাম-রসে,
মত্ত থাকে মহোল্লাসে,
রবি শশী যার আজ্ঞা করে সদা শিরে বহন।
যাঁর প্রেম হৃদে পেয়ে,
স্রোতস্বতী যায় বয়ে,
মা মা বোলে মহানাদে সমুদ্র করে গর্জ্জন।

বিহঙ্গ যে নাম ধরে,
মধুর সঙ্গীত করে,
বন-উপবন-রাজী দেয় অঞ্জলি অনুক্ষণ।
মহাভাবে হিমালয়,
সর্ব্বক্ষণ ধ্যানে রয়,
পবন চঞ্চল হয়ে যাঁরে করে অন্বেষণ।
যাঁর জ্যোতি হৃদে লিখি,
মেঘ টল মল আঁখি,
যাঁর পায়ে অনিবার ভক্তি-অশ্রু করে বর্ষণ।
যে নাম পীযূষ-ধারা,
জরা মৃত্যু ব্যাধি হরা,
তারিণীর হৃদ্-পদ্মে সদা বাঞ্ছা যে চরণ।
(১০ই আষাঢ়)

ভূপালী,—তাল কাওয়ালী।

আমার কুবের ভাণ্ডারের
আলোকরা ধন।
ও রাঙ্গা চরণ আমি কোন্ প্রাণে ভুলে থাকি,—
মহাদেব যা হৃদয়ে লন।
ত্রিভুবনের প্রাণ জুড়ায়,
দেখিলে যে রাঙ্গা পায়,
যাঁর তরে সকল ছেড়ে প্রাণ সঁপেছে যোগীজন।

যে পায় পাপী পরিত্রাণ পায়,
ভব-সিন্ধু পারে যায়,
তারিণী তায় কোন্ পরাণে হয়ে থাকে বিস্মরণ

মুলতান,—তাল একতালা।

দেখা দাও দীন-দয়াময়ী দনুজদলনী শ্যামা।
আমার দিন গেলো মা দিনের মত
তোমার দয়া হলো না।
চারিযুগ যুড়ে কেবল যাওয়া আসা,
ভাঙ্গিল না মাগো বাসনার বাসা,
আমার হ'ল না ফরসা,
গেল না পিপাসা,
পাপ-অন্ধকারে দিশাহারা হলো, ওগো হর মনোরমা।
(১৩ই আষাঢ়)

খাম্বাজ,—তাল একতালা।

উপায় কি করি, ও গো মা শুভঙ্করী,
সংসার বিকারে সদা প্রাণ যায়।
বিষে জড় জড়, কলুষ অন্তর,
ভুলিয়াও ভবে তোমারে না চায়।

কাল হবে বলে, কাল গেল চলে,
ভাবি অনুপায় হ'ল পরকালে,
আর কি অন্তকালে হবে মা উপায় ?

(১৪ ই আষাঢ়)

তেলেনা,—কাওয়ালী।

নিরুপমা শ্যামা জলদ-বরণী।
এলোকেশী শিব-সোহাগিনী।
দিগম্বরী দীন-তারিণী,
দয়াময়ী দনুজ-দলনী,
গুণময়ী গুণাতীতা ত্রিভুবন-তারিণী।

(১৬ ই আষাঢ় ১৩০৩)

সিন্ধু,—খাম্বাজ।

বল মা তোরে কি বলে ডাকি।
নানা মুনির নানা মত আমি তার বলিব কি ?
কেউ বলে তুই নিরাকারা,
কেউ বলে সাকারা তারা,
কেউ বলে মা তত্ত্বমসি বেদ বেদান্ত সকল ফাঁকি।
কেউ তোমা প্রকৃতি বলে,
কারুকাছে পুরুষ হলে,
কেউ বলে মা যুক্তিবলে জ্ঞানরূপা তুমি না কি

কেউ বলে সারাৎসারা,
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা,
কেউ বলে কেবলানন্দ জ্যোতির্ম্ময়ী প্রত্যক্ষ দেখি।
কেউ বলে মা হাস্যাননা,
কেউ বলে করাল-বদনা,
কেউ বাবা কেউ মা বলে ডাকে, কেউ বলে সখা সখী।
কত মুখে কত কব,
কোথা কত রূপ তব,
ভাবিয়া না পায় অন্ত-তারিণী ডাকিবে কি।
(১৫ ই আষাঢ়)

দীনতারিণী সুর।

বল্ গো কুলীনের মেয়ে
কোন্ কুলে জন্ম তোমার।
কার সন্তানে বিয়া হৈল,
স্বভাব কি ভঙ্গ আবার।
শ্বশুর শাশুড়ি কে মা!
শ্বশুর বাড়ী কোথা শ্যামা!
সকলের বাবা নাকি বড় বাবু মা গো তোমার।
তিনি মা বলে হৃদয়ে লন,
পত্নী ব'লে লোকে কন,
এ যে মা অপূর্ব্ব লীলা বুঝিবার সাধ্য কার।

ক্ষণে ভঙ্গ ক্ষণে স্বভাব,
অস্বভাবে গড়ে স্বভাব,
কুলের বড় বিষ্ণুঠাকুর ভেবে আকুল মনের বিকার।
ভঙ্গ হলে ক' পুরুষে,
মুখ্য যদি ভঙ্গ কিসে ?
তুমি যার কুলে মুখ্যি মোক্ষের কি অভাব তাঁহার।
যদি তিনি ঘর জামাই,
ঘরে তো একদিনও নাই,
এক ঘরে বলে লোকে ভূত পেত্নীর সঙ্গে ব্যভার।
তারিণী কয় মায়ের ছেলে,
পড়বে সর্ব্বানন্দী মেলে,
মা তোর কুল রেখে কুল নেবে, যেন অকুলে ভাসে না এবার।
(১৫ই আষাঢ়)

রামকেলি,—আড়া।

জীব-জগতে তুমি জীবনরূপিণী।
সৎস্বরূপা শিব-প্রাণ স্বরূপিনী।
তুমি বিবেক বুদ্ধি বল,
তুমি মন সচঞ্চল,
তুমি অহঙ্কার মহত্তত্ত্ব জ্ঞানানন্দ দায়িনী।
তুমি অষ্টসিদ্ধি অণিমা লঘিমা,
তুমি প্রাণায়াম প্রণব অসীমা.
সিদ্ধি হেতু সিদ্ধেশ্বরী যোগিনী যোগ-জননী।
(১৫ই আষাঢ়)

বেহাগ,—আড়া।

বড় রস পেয়েছি শ্যামা মা গো।
ছাড়িতে পারব না তোমা।
যা করবার কর মাগো! তোমা বিনে নাইকো আমা।
শুন্ গো পাষাণীর মেয়ে,
পাষাণী হস্‌নে পোয়ে,
একবার রাখ ঐ রাঙ্গা পায়ে বেঁধে ওগো! হর মনোরমা।

(স্বপ্ন প্রাপ্ত গীত ১৮১৯ শক, ৩রা ফাল্গুন মঙ্গলবার নবমী রাত্রি ৫৷৹ ঘটিকা।

পিলু বারোঁয়া,—যৎ।

ওরে মানুষ! তুমি কেন পালাও
প্লেগের নাম শুনে।
তুমি হৃদয় ভ'রে অভয়ারে চেয়ে দেখ এক মনে।
প্লেগ সাক্ষাৎ ধর্ম্মরাজ,
এসেছেন এ ভারতে আজ,
ওরে যে পাপী সেই যাবে পালালে কি বাঁচবে প্রাণে?
ওরে ভাই! ভারত ছেড়ে কোথা যাবে,
মৃত্যুর হাত কে এড়াবে,
তারিণী কয় শরণ লও, এখন মৃত্যুঞ্জয় যে চরণে।

(১৯ শে বৈশাখ, ১৩০৫)

দীন তারিণীর সুর।

ওরে আপ্‌নি যে বেআবরু তুই
তুই করিস্ বেআব্‌রুর ভয়।
ও তোর কালীতে বিপরীত বুদ্ধি
কলিতে কুবুদ্ধি হয়।
তোর কালী নাম হৃদয়ে নাই,
তোর আবার কিসের বড়াই,
তোর সরম ভরম লোক-লজ্জা বহুদিন গেছে লয়।
তোর মা ছেড়ে মাসীতে দৃষ্টি,
তোর হৃদে গরল মুখে মিষ্টি,
তোর কার্য্যে নাই ইষ্টিনিষ্টি কার্য্যালোকের অপচয়।
তুই দোষ দিস ইংরেজের ঘরে,
যারা তোর মঙ্গল মনে করে,
তুই বুঝ্‌লিনে মুঙ্গলীর খেলা কিসে জয় কিসে ক্ষয়।
তারিণী কয় পাপ সমরে,
আব্‌রু সরম সকল হরে,
ঐ দ্যাখ্ মা আমার দিবেন সবে বরাভয়।

পীলু খাম্বাজ—তাল যৎ।

মা তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি গেছে লয়।
তুমি প্লেগ পাঠালে ভারতভূমে আপনি কেন পেলে ভয়?
না হয় আসিতে শিবে,
নাশিতে অসিতে জীবে,
তোমার হাতে ত'রে যেত হতো কর্ম্মভূত ক্ষয়।

সংসারের অসুরগুলি,
চেয়েছে মা মাথা তুলি,
আবার আজি তাদের মাথার খুলি কর মা ব্রহ্মাণ্ড লয়।
প্লেগরূপে ঢেকে বদন,
ঘুরছে তোমার ভূতগণ,
তারা টানা হেঁচ্ড়া করে মারে মা! যাহা ইচ্ছা তাই কয়।
তাই ভয়ে কাতর তারা,
তাড়াও তাদের দন্ত-তারা,
তারিণীর ভয়হরা দাও মা ভারতে অভয়।

সুরট মল্লার—একতালা।

সত্য করে বল ওগো কেন কাঁপ্‌লে বসুন্ধরা!
কি ভয়ে পলকে তুমি হয়েছিলে আত্মহারা।
মানুষের নাই মাথা,
ভেসে গেল কেবা কোথা,
ঘর বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল কত সারা।
কার কোপ-পদভরে,
কাঁপিলে গো থরথরে,
মাভৈ মাভৈ রবে কেন আবার দিলে সারা।
কি পাপে মা বসুন্ধরে!
কাঁদে লোক ঘরে ঘরে,
তোমার এ দশা হেরি হয়েছি জীয়ন্তে মরা!

তারিণী কয় পার যদি,
দেখাও তাঁরে নিরবধি,
যাঁর ভয়ে ভীত নিত্য হৃদি সভয়ে সে বলুক তারা।
(১৯শে বৈশাখ ১৩০৫ সাল ভূমিকম্পের পর)।

জয় জয়ন্তী—তাল যৎ।

মা, তুমি গো আমাদের
মহারাণীর মহারাণী।
তুমি মা শুনাও বলে মহারাণীর কথা শুনি।
পার্লিমেণ্ট দরবারে,
মহাশক্তি আছে পরে,
কার সাধ্য তোমা বিনা সেই শক্তি ফেলে টানি।
বাক্যেতে বিচার হয়,
তুমি শক্তি বাক্যময়,
ইচ্ছার সমষ্টিভূতা তুমি ভূতবিভাবিনী।
তোমার অনন্ত বলে,
ইংরেজ রাজত্ব চলে,
বিশ্বজয়ী ব্রিটনীয়া মহাদম্ভ করে শুনি।
তারিণীপ্রসাদে কয়,
তুমি যেই দাও জয়,
তাই এ ভারত মাঝে রাজরাজেশ্বরী রাণী।

মালকোষ বাহার—ঠুংরী।

হায় রে হায়! মানুষ রাজার
এ কি বিচার বল্‌বো কি।
যার জমি সে চায় না
বলে আমার খাজনা বাকী।
পেটের দায়ে চোর চুরি করে,
মানুষ রাজা ধরে লয় তারে,
জেলে দেয় জেনে শুনে, জিনিসের মূল মালিক সে কি?
এ সংসারে কার ধন কে খায়?
বলে লোক করে যায় বাবায়,
কার বাবা সে জানে না কো কোথা যায় রাখি।
তারিণী কয় সবই স্বার্থপর,
যে যা কয় তারি সব ঘর,
কেবল চিন্‌লে না এই দুঃখ রৈল আসল বাদটী কি?
(২০শে বৈশাখ ১৩০৫ সাল।)

গৌর সারং—তাল একতালা।

আমার যে চিন্তামণির ঘর সংসার।
সারাদিন চিন্তা করি অন্নচিন্তা চমৎকার।
আমি যেই চিন্তা মানি,
ভাবি না সেই চিন্তামণি,
আমার কুচিন্তা কু আশাবশে কেবল অস্থিচর্ম্ম হলো সার।

ঘিরেছি বিষয়-চিন্তা-জালে,
এখন চিন্তায় ঘোরে ধর্‌বে এসে কালে,
তারিণী কয় এই বেলা চিন্তা কর অচিন্ত্যরূপিণী মার।

মধ্যমা ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

বিষয়-সুখ নরকের দুয়ার,
রমণী তার ভুলাইয়া লয়।
ওরে! এ সব সুখে সুখ আশা কাহার?
পদ্মপত্রে জল যেমন রয়।
ওরে! কর্ম্মফলে দিক্‌ভোলা মানব,
ওর দিকে ভুলেছ যে সব,
যাচ্ছ ভেসে আত্মবশে,
আর ক' দিন ভুঞ্জিবে ও সব,—
তারিণী কয় ত্যক্ত হয়ে মনে,
ত্যজ ভাই কামিনী কাঞ্চনে,
ভাব সেই অভয়ারে, সেই অভয়পদ কর গলার হার।

দীন তারিণীর সুর।

কালী বল ওরে কোমল রসনা!
আরও সরস হবে ও নাম ছেড়ো না!
এই বেলা বল ভাল করি,
শেষের কাজ লও এবে সারি,
এখন না হলে আর বলা হবে না।

দধি দুগ্ধ যত খাও সুখে,
কোন স্বাদ না থাকে রে মুখে,
কেবল থাকে স্বাদ খেলে কালীনামামৃত-পানা।
তারিণী কয় লও ডাক ছাড়ি,
খুলে যাবে অমৃত-লহরী,
ও নাম নিলে অন্তিমে শমনে লবে না।

দীন তারিণীর সুর।

মা! আমার এ পাঁচ আবাদের জমি।
পাঁচ ভাগে হয়েছে বিভাগ কিছুতে নয় কমি।
পাঁচ ভূতে করেছে দখল,
রোয় তারা পাঁচ রকম ফসল,
কেটে লয় কাল ফুরালে সমান সমান যে যার স্বামী।
রাখে না সিকি ভাগ তাহার,
শূন্য জমি পড়ে রয় অসার,
আবার নূতন করে বীজ দিতে হয় চষায়ে ভূমি।
মা! এ জমির বড় ভীষণ ত্রাস,
থাকতে হয় জেগে বার মাস,
না জানি কোন্ চোরে কোন্ ভাবে এসে লয়ে যায় ভূমি।
তারিণী কয় এত যদি ভয়,
দেবোত্তর কর না এ সময়,
ফসল বুনে কাজ নাই তোর পত্তিত রাখ্ খাস—
কওয়ালি কাইমী॥

কাফি সিন্ধু—যৎ।

দিন গেল অধমে দেখ মা!
আর কি হবে এ ভবে থাকি
ওগো হরমনোরমা!
বিষয়-বিকারে হইলাম কালী,
কিসে এই কালী ঘুচে ওগো কালি!
বলে দে মা এই বেলা বেলি কি জানি কখন
মরি যদি ও মা।
কালের তো কালি! নাহিক সময়,
থাকে সদা কাল সদা কাল-ভয়,
ভয় হয় যদি তোরে না ডেকে মরি ওগো শ্যামা।
তারিণী কয় মরি মরি ভাল,
তোমার সাক্ষাতে যেন লয় কাল,
তবু অন্তকালে ডাকিয়া মা বলে, মরিতে পারিব—
একবার উমা।

গৌরী—তাল একতালা।

শ্যামা! আমায় কালে নোটিস্ দিয়েছে।
ওগো! আমার সঙ্গে দেখা হয়নি মা,
আমার দেহ-স্তম্ভে নোটিস্-জারি ক'রে গিয়েছে।
বলেছে মা তারা আর দেরি নাই,
এই বেলা হও রে প্রস্তুত ভাই,
চিত্রগুপ্ত খাতা ক'রে ব্যস্ত, অমুক দিন হাজিরী
ডাকুতে বলেছে।

আমার আত্মারাম পেয়েছে সমন,
হুজুরেতে করিবে গমন,
আমার কর্ম্মফল আমার সঙ্গে
বাদী প্রতিবাদী হয়েছে।
দারা সুতগণ হয়েছে মা সাক্ষী,
হয়েছে মা তারা প্রতিবাদীর পক্ষি,
আমার বলিবার নাই মা কিছু বিবেক উকীল
সকল বলে দিয়েছে।
ভেবেছি মা জেল্ আছে এ কপালে,
কত জন্ম তা মা জানি কি শওয়ালে,
এখন উপায় কি মা! তারিণী তোমার চরণ ধরে রয়েছে।

দীন তারিণীর সুর।

মাগো! আমি গরিব কেরাণী।
দিন আনি দিন খাই, বাঁচি করে পেশা মা লেখনী।
দশটার দি মা! হাজিরী,
হুজুর হুজুর করে মরি,
পাঁচটার গৃহে ফিরি—আসি গো জননী।
মাস গেলে পাই তঙ্কা হাতে,
মাসকাবার হয় মা তাহাতে,
কোন মতে বেঁচে থাকি মা! লয়ে পুত্র প্রণয়িনী।

কার খাটি কে খাটায় তারা!
কার ভয়ে হই প্রাণে সারা,
তারিণী কয় ওগো সারাৎসারা! তোমার চাকরী—
কেন করিনি।

বসন্ত বাহার—ঝাঁপতাল।

জগদ্ধাত্রী জগপ্রসবিনী।
জগজীবনময়ী জগতজননী।
বিশ্বেশ্বরী বিশ্বময়ী স্থিতে,
ব্রহ্মাবিষ্ণুবিরিঞ্চিবাঞ্ছিতে,
বগলা বিমলা বরাভয়-পাণি।
হৃদয়ে অপার করুণা-ভরা,
শঙ্করী শিবানী বিপদহরা,
তারিণী তারিণী-শরণাগতপালিনী।

নট নারায়ণ—কাওয়ালী।

ঘোর নরক-জননী-জঠরে।
তুমি তরাও তারিণি। আমারে।
লালা কৃমিকুণ্ড ভীষণ রৌরব,
শোণিত বসাতে লিপ্ত অবয়ব,
রহি হেটমুণ্ডে দশ মাস ধরে।
কত কষ্টে মাগো। আসি যোনি পথে,
কত মল মূত্র কর্দ্দম-শোণিতে—
ভাসে মাংসপিণ্ড বাক্ নাহি সরে।

কেবল মা বলে ডাকি মা তখন,
না চিনি মা তোরে তুই মা কেমন,
চিনি মা কেবল স্তন্য দেয় যে আমারে।
মহামায়া বশে হই মা অবশ,
ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা সতত অলস,
যত বাঁচি পড়ি ইন্দ্রিয় বিকারে।
আবার মাগো মা একি মোহকূপ,
দেখি না এ চোখে তোমার স্বরূপ,
আবার তারিণী তারিতে ডাকে তোমারে

পিলু বাঁরোয়া—কাওয়ালী।

শ্যামা নাম কোরে রাত কাটাই।
নিদ্রাবশে থাকি অচেতন,
কেবল মা বলে প্রাণ বাঁচাই।
দেখি স্বপনে শ্যামা তোরে,
এলোকেশী-নীরদবরণা ঘুমঘোরে,
কাঁদি কেবল মা মা বলে সব দিন তোরে দেখা চাই
এলোকেশি! আকুল সন্তানে,
থাকিবি ভুলিয়া বল্ কোন্ প্রাণে,
বল্ না মা আমার সে মহা স্বপনে
অন্তিমে যেন দেখা পাই।

পিলু খাম্বাজ—আড়া।

ওগো আমি কি দোষ করেছি শ্যামা!
তোরে দিবানিশি ডেকে বুঝি এই দশা হর-মনোরমা!
যা করি সব হয় মা বিফল,
হাতে কড়ি নাই মা সম্বল,
অন্ন বিনা অনাহার এও কি সয় গো ও মা!
আগা গোড়া তোমার দয়া,
বুঝি না মা মহামায়া,
তারিণী কয় কাঙ্গাল ছেলের সবই বুঝি কর্ম্মফল মা।

সুরট মল্লার—জলদ একতালা।

কি রূপ মাধুরী নীরদ-বরণী শ্যামা কায়ে।
মা আমার নিখিল রূপের রাণী কত রূপ পড়ে পায়ে।
রূপে রবি শশী ঝলসে,
রূপের প্রভায় তারাগণ হাসে,
রূপের আলোকে ভুবন বিকাশে ফোটে ফুলকুল রূপ লয়ে।
সন্ধ্যা উষা যার রূপ ভরি,
দু বেলা আরতি করে যে মায়েরি,
সাজে শ্যামলা তরুলতা বরিতে যে শ্যামা মায়ে।
চমকে চপলা যেরূপ নেহারি,
লুকায় নীরদে সহিতে না পারি,
গরজে গভীর জীমূত যে পদ পরশন-আশয়ে।

ঊর্দ্ধে নীলাকাশ যে রূপের প্রভা পায়,
উথলে জলধি মিশি রাঙ্গা পায়,
তারিণী কয় ও পায়ে চতুর্ব্বর্গ পায়, ব্রহ্মা বিষ্ণু রহেন লুটায়ে।

বাউলের সুর।

শ্যামা! নবদ্বীপে অবতরি
অধম জনে ত্রাণ করেছ,—
মা তোমার প্রেম কি বলিহারি।
গৌর নিতাই সেজে এক প্রাণে,
দিয়েছ প্রেম অধম দীন জনে,
মা তুমি একভাবে যুগলরূপে এসেছিলে শঙ্করি!
সেজে মা সন্ন্যাসীর বেশ,
প্রেম বিলাও মা দেশ বিদেশ,
তোমার হৃদয়-ভরা নয়নধারা মুখে বোল্ হরি হরি।
তুমি বিষ্ণুপ্রিয়ায় ভুলে ও মনে,
প্রেম বিলাতে যাও সিন্ধুপানে,
অপার সিন্ধু দেখি প্রেমসিন্ধু! ঝাঁপ দিয়েছ সব পাশরি।
তারিণী কয় ঐ প্রেম যদি পাই তারা,
তোর প্রেমে হই আত্মহারা,
যে ক'দিন থাকি ভবে, মধুর রবে মুখে মা মা করে মরি।

বাউলের সুর।

শ্যামা তুই রাখালবেশে ব্রজের নীলমণি।
তোর পীত ধরা মোহন চূড়া মরি কিবা চাহনি।
মুখে রাধা রাধা বোল,
শ্রবণে দুলিছে কুণ্ডল,
মা তোর আধহাসি করে বাঁশী থুলেছ অসি খানি।
মা তুই চরাস্ গো ধেনু,
থেকে থেকে বাজাস্ গো বেণু
তোর হুঙ্কারে সাধ নাইকো মা আর অসুর মুণ্ডপাণি!
ক'রে মা রাখালের মেলা,
বৃন্দাবনে তোর নব খেলা,
তোর লোল রসনা আছে কেবল খেতে ক্ষির সর্‌নবনী।
মা তোর বেল্ ছেড়ে কদম তলে বাস,
বাঁকাঠামে নিত্য পরকাশ,
(মা তুই) কুঞ্জে কুঞ্জে নয়ন ঠারে ভুলাস্ ব্রজ-রমণী।
মা তোর নাইকো মুণ্ডমালা,
রাখালগণে পরায় বনমালা,
মহাকালে ছেড়ে কালিয় শিরে দিয়েছিস্ মা পা দুখানি।
মা তোর নাই উলঙ্গ বেশ,
বসন চুরি হয়েছে অভ্যেস,
তারিণী কয় এইবার ধরা দিস্ যেন মা আপনি।

পুরবীইমন—যৎ।

শ্যামা আমার ত্রৈলোক্যের শ্যামা,
শ্যামার রূপের ছায়ায় মোহন রূপে,
ত্রিজগৎ সাজে শ্যামা।
অনন্ত নীলাকাশ মাঝে,
নীল প্রভায় জ্যোতি বিরাজে,
মায়ের রোম কূপে কত তারা আহা কিবা সুষমা।
পেয়ে নীল রূপের ছায়া,
সাজায় নীল-জলধি কায়া,
উথলে ভক্তিবেগে সে হৃদয়ে মুখে ধ্বনি সদা মা মা।
মেঘ-রাজি উড়ে যায় অম্বরে,
এলোকেশ যেন লয় করে,
যেন কি মনে পড়ে কেঁদে ফেলে চকিতা চপলা বামা।
তারিণী কয় বিরাটরূপিণী,
তারা মোর ত্রিভুবন-তোষিণী,
সবই তাঁর তিনি সবার তিনি ভবের অনুপমা।

দীন তারিণীর সুর।

মন তোর আর কি ধন আছে।
হৃদে ভক্তি-গঙ্গাজল শ্রদ্ধা-বিল্বপত্র গাছে।
বিশ্বাস-চন্দনে লেপি,
মায়ের পদে দে না সঁপি,
তুই আত্ম বলিদান কর্ অন্ত পূজা সব বেছে।

তুই জ্ঞান-প্রদীপে কর্ না আলো,
বিবেক-ধূপ সব চেয়ে ভালো,
ও তুই তাই দিয়ে আরতি কর না সকাল সন্ধ্যা নেচে নেচে।
উঠায়ে মন প্রাণের তুফান,
অশ্রুজলে কর না স্নান,
ও তুই মহাধ্যানে সাজা মায়ে দেখরে সদা চক্ষু বুজে।
দধি দুগ্ধ আর নৈবিদ্যির,
নাই দরকার এ জানিস রে স্থির,
তারিণী কয় বিশ্বজ্ঞানে জ্ঞানময়ীর কি ও সব সাজে?

মুলতান—একতালা।

ও কে, বাঁকাঠামে দাঁড়ায়ে এলোকেশী বিপিনবিহারী।
উড়ে শিখি পুচ্ছ শিরে আহা কি মাধুরী।
সাজে কালো শশী কদম্বের মুলে,
হাসি বাঁশীটী কি লয়েছ মা ভুলে?
লুকায়ে ষোড়শী, অসি মুণ্ডমালা মহামায়া রূপে—
মহাদেব ছাড়ি।
নাহি আশা মাগো শোণিত বসাতে,
আশা যে এবে মা অধর চুম্বিতে,
লুকায়ে জননি! বিলোল রসনা আছ ওগো তাই—
আধ হাসি ধরি।
নাহি মা হুঙ্কার, রাধা বোল্ মুখে,
কুঞ্জে কুঞ্জে গতি গোপিনী সম্মুখে,
ছড়ায়ে মা প্রেম-হাসি-ফুল-মালা-খণ্ড-মুণ্ড পাসরি।

ব্রজে কংশ বংশ করেছ মা লোপ,
অসুরে এবে মা নাইকো সে কোপ,
তারিণী কয় লীলাময়ি! ধন্য তোমার বাহাদুরী।

মল্লার,—জলদ একতালা।

আমার মায়েরে কে ভয় না করে।
এমন প্রাণ কে আছে এ সংসারে।
নিত্য রবি শশী যাঁর ভয় করে,
নিত্য কর দেয় এই পৃথিবীরে,
ভোলেনা রে তারা একটিও একদিন যে মায়েরে।
ধায় মেঘ বেগে যাঁর পা ধোয়াতে,
চাকে সৌদামিনী যে পদ ত্বরিতে,
গরজে অশনি জয় কালী ব'লে যাঁর নাম মহাস্বরে।
ছোটে স্রোতস্বতী যে প্রেমে উথলি,
যায় একমনে সিন্ধুপানে চলি,
মিশিতে যাঁহার রূপে যে অনন্ত নীল করে।
হয়ে দূত যাঁর নিয়ত পবন,
করে অনুক্ষণ সুগন্ধি বহন,
বনে ফুলে ফুলে প্রাণে প্রাণে যাঁর গুণ গেয়ে ফেরে।
নিত্য ঊষা আর সন্ধ্যা রূপবতী,
করে মর্ত্ত্যে এসে যাঁহার আরতি,
সদা অবনত তরুলতা যাঁর প্রেম-ফল ফুল ধরে।

যাঁর নাম খেয়ে পশুপক্ষীগণ,
গহন গহনে করে বিচরণ,
উলদ আকাশে বিশে মা মা বলে যাঁর অন্বেষণ করে।
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া জলধি দুস্তর,
যাঁর মায়া পদে দেয় নিত্য গড়,
তারিণী কয় কোন্ প্রাণে ভুলি এমন শ্যামা মারে।

সাহানা—একতালা।

সময় হলো মন চল আর বসে থেকো না।
তোমার কপাল দোষে কর্ম্মবশে কাশী যাবা হলো না।
যা করবার করেছ রে মন,
এখন সে কথায় নাই প্রয়োজন,
তুমি বাসনার দোষে বিবসনা মায়ে পেলে না।
এখন ইন্দ্রিয় সকল হয়েছে অলস,
তুমিও রে মন নও আত্মবশ,
যখন ছিলে ভাল হতো ভাল, ভাব্‌লে লোল-রসনা।
তারিণী কয় কপাল দোষে মন,
যা হবার হয়েছে পূরণ,
এখন অন্তিম সময়ে যদি কিছু থাকে পথের সম্বল কর না।

বাউলের সুর।

পেলেপের ভয় ঘোচ্‌বে কি মা আর,
তোমার সময় শিয়ে অপার লীলা বোঝা উঠা ভার।

তুমি মারলে না ছুলে না প্রাণে,
পালায় লোক পেলেগ্ শুনে,
কেবল কথার বশে ব্যথা পেয়ে যাওয়া আসা হলো সার।
টানা হেঁচ্‌ড়া কোথা কে করে,
কেবল ভেবে ভেবে প্রাণে সবে মরে,
নিজ কর্ম্মদোষে শনি এসে টেনে বেড়ায় এধার ওধার।
টাকা কড়ির হলো সর্ব্বনাস,
দেশ বিদেশে হলো কুপ্রবাশ,
খালি হলো কলিকাতা তোমার অপার কৃপা বুঝা ভার।
টীকার ভয়ে মানব অস্থির,
কি টীকা তা জানে বা কে স্থির,
কে জানে মা হবে আবার হপ্‌কিন্ এক অবতার।
তারিণী কয় ভেবে এক মনে,
প্লেগ বীজ নয় সামান্য এখানে,
এতে মহাবীজ নিহিত আছে এলোকেশী শ্যামা মার।
(কলিকাতা প্লেগের উপস্থিতে এই গীতটী প্রস্তুত হইয়াছিল)

কাফিসিন্ধু—যৎ।

অধর্ম্মে জনম, ক্ষয় তাহে অনুক্ষণ।
মৃত্যুরূপী মহা ব্যাধ সদা করে বিচরণ।
পাপভরে ক্লান্ত বসুমতী,
রোগ শোকে হয় অধোগতি,
উগারে গরলকণা সহ মহা ভুকম্পন।

দংশে কাল-কীট অদৃশ্য,
সদা দেহ জড় জড় বিষে,
কখন কি হয় কার, কেহ নাহি জানে সে কারণ।
দুর্নিমিত্ত পদে পদে ত্রাস,
বিভীষিকা হেরি বার মাস,
ঘোর প্রকৃতি বিপ্লব এসে ঘেরে মানবের মন।
তারিণী কয় অবোধ মানব,
এ সময় থেকো না নীরব,
প্রাণ খুলে হৃদে বাঁধ অভয়ার শ্রীচরণ।

সাহানা মুলতান—কাওয়ালী।

ঘোর-কলি-কলঙ্কে মা ডুবে যায়।
তুমি কালী করালবদনী রাখ সবে রাঙ্গা পায়।
কলি বশে বিপরীত সব,
দেবগণ সভত নীরব,
সত্যধর্ম্ম আচার বিচার নাহি আর বসুধায়।
রোগ শোকে ডোবে সব দেশ,
পাপ তাপে যাতনা অশেষ,
অন্নবিনা অনাহারে করে সবে হায় হায়।
ঘোরতর দুর্জ্জয় পেষণ,
মহাকাল মহা সংমিশ্রণ,
মহামায়া মহেশ্বরি! বল এবে কি উপায়?

ত্রিভুবনে মানব অধীর,
জ্ঞানবুদ্ধি কিছু নাহি স্থির,
দরিদ্রতা ব্যাকুলতা মগন পাপ চিন্তায়।
তারিণীর পাণব অন্তর,
কলি ভাবি ব্যাকুল বিস্তর,
ওগো তারা! তনয়া রাখ তারে রাঙা পায়।

(৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫ সাল)

মেঘমল্লার—চিমে তেতালা।

ঘোর বিকারে ডুবিল সংসার,
বিকৃত প্রকৃতি প্রেতসমা ঘোরে অনিবার।
মহারণে শ্যামা নাচিছ সমরে,
মহাভাবে ভুলি বধিছ অসুরে,
মহাজ্ঞানে মহাদেব চরণে তোমার।
খসিছে নক্ষত্র কাঁপিছে তপন,
দেখি ঘন ঘন ঘোর ভূকম্পন,
নাচে শিবা গৃধ্রআদি ভীষণ আকার।
জ্বলে চিতাবহ্নি শ্মশানে, শ্মশানে,
ধায় ভূত প্রেত যেখানে সেখানে,
হেরি যেন ঘোর মরুভূমি চারিধার।
নাহি মা জীবন জীবনরূপিণী,
যায় রসাতল কি পাপে মেদিনী,
তারিণী কয় এ দুর্দ্দিনে তোমা বিনা নাই উদ্ধার।

জয় জয়ন্তি—ষৎ।

জয় জয় কৃপাণ-পাণি!
কালী কল্যাণী কর দয়া।
চতুর্ভুজা চপল-চারিণী চামরকেশী ভবজায়া।
ওগো ত্রিনয়না ত্রিভুবনেশ্বরী,
ভববসি তারা ত্রিপুরা সুন্দরী,
ত্রৈলোক্য তারিণী ত্রিলোকের ত্রাস নাশ অভয়া।
নৃশব-আসনা নৃমুণ্ড ভূষণা,
নিমগ্ন-নয়না নুকর-শোভনা,
নিরূপমা নীলবরণা নবোদিত নিরদ-কায়া।
শঙ্করী শিবানী শ্যামা শুভাননে,
সারদা বরদা ত্রাহি যে শরণে!
তারিণী ত্রিতাপহরা দেহ ওগো পদ ছায়া।

মিশ্র বাহার—তাল আড়াঠেকা।

ভুবন-মোহিনী শরতের নবোদিতা পূর্ণশশী।
শ্বেত শতদলোপরি আসীনা শ্বেতভূজা ষোড়শী।
বীণাপাণি বিনোদ মালা গলে,
বিম্বাধরে চকিত চপলা খেলে,
হাসি দেখি লাজে অধোমুখী থাকে পঙ্কজিনী জলে পশি।
বিহগ ললিত গায় ডালে ডালে,
ভাসে ঊষা ও প্রীতি নয়ন জলে,
দেয় পুষ্পাঞ্জলি ও চারু চরণে তরুকুল অহর্নিশি।

বহে ধীরি ধীরি বসন্ত মলয়,
মধুপ গুঞ্জরি ধরে তান লয়,
কুহু কুহুরবে প্রকৃতির কোলে গায় পিক্ মন উদাসি'।
পরে ধরা অঙ্গে বসন্ত বাহার,
ছড়ায় চৌদিকে কুসুমের হার,
ঝরে নিঝর গিরি গহনে হেরি শ্যামা রূপ এলোকেশী।
ভাসে তারিণী আনন্দ হ্রদে,
মরি হেরি কি সুষমা ঐ রাঙ্গা পদে,
ভাবে বিভোর ভবানন্দময়ীর মুখ ভরা অট্টহাসি।

বাউলের সুর।

আমি একলা গৌর নিতাই ভাবে
তোরে মা হেরি।
মা তুই নবদ্বীপে যুগলরূপে,
বেড়াস্ প্রেম বিতরি।
গিরিপুরে তুই মা গৌরী,
ব্রজধামে রাই কিশোরী,
তুই শচীর ঘরে শ্রীচৈতন্য প্রেমের মাধুরী।
তোর অসুর কুলে বড় মা দয়া,
দয়া করে দিস্ পদ ছায়া,
মা তুই যুদ্ধ ছলে কোলে তুলে দিস্ তাদের মুক্ত করি।
যেই ভক্ত সেই মা তোর অরি,
অরি রূপে মায়া পাশরি,
তুই মুক্তি হেতু জ্ঞান-খড়্গে কাটিস্ প্রেম আলিঙ্গন করি।

তারিণী কয় এমন যদি তারা,
তবে মুক্তকর না দিয়ে ঐ খাঁড়া,
হয়ে কাটামুণ্ড তোর করে মা, কালী বলে প্রাণ ছাড়ি।
(১০ই আশ্বিন ১৩০৫ সাল)

ভূপালী—কাওয়ালী।

আমার কেউ নাই মা এ সংসারে,
তোরে বিনে ব্রহ্মময়ী! জানিনে অন্য'পরে।
পিতা মাতা দারা সুতে,
দিয়ে ছিলি এজগতে,
তারা অসময়ে পালায় মা গো! আমারে ছেড়ে।
দুধে ভাতে পুষি যারে,
সে আমার বাড়া ভাতে ছাই ধরে,
তারিণীর তোরে মা ছেড়ে আশা কি আছে এ ঘরে।

সিন্ধু ভৈরবী—একতালা।

দিন গেল তারা বল না।
ত্যজ মন মিছা আশা বাসনা।
এ সংসারে কেহ নয় রে অমর,
দুদিনের তরে এসেছ রে নর,
কেন অন্ধভোগে? এলোকেশী ভাবনা।
অনন্তকালের কথা মাত্রতরে,
মানব জনম পেলি এ সংসারে,
আর কবে কি হবে রে এ জনমে যা হলো না।

তারিণী কয় কত যোনি যোগে,
আসিবে রে পুনঃ নরদেহ ভোগে,
তোর এ দেহের তরে হলোনা রে কালী সাধনা।

১৫ই আশ্বিন।

রামকেলি—যৎ।

শ্যামা তোর সকলি মঙ্গলের তরে।
আমি কেবল বুক্‌তে নারি।
কেবল কর্ম্মদোষে মজি মাগো!
তোরে কেবল দোষী করি।
আমি বিষয় ভোগে সদা মত্ত,
কি জানিব তোমার তত্ত্ব,
তুমি ভবনদি এলোকেশী সদাশিবে শুভঙ্করী।

ভূপালী—একতালা।

নমামি মুণ্ডপাণি বরাভয়ে!
শুভঙ্করী শিবানী শ্যামা,
মহেশ্বরী নিরুপমা,
মহাকালী মহাদেবী মঙ্গল-আলয়ে!
চতুর্ব্বর্গ ফলদাত্রী,
চতুর্ভুজা মহামূর্ত্তি,
চতুর্মুখ চতুর্ভুজ বিরাজিতা হৃদয়ে।

১৬ই আশ্বিন।

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভব-তুফানে পড়ে ডাকি—
ওগো শ্যামা তোরে।
একবার পারে নিয়ে চল মা আমারে।
না জানি সাঁতার শ্যামা গো!
এ যে অগাধ জলধি ওমা গো!
ক্ষণে ডুবি ক্ষণে ভাসি প্রাণ যায় যায় করে।
কিছু নাই আশ্রয় ও চরণ বিনা,
শূন্য দশ দিক্ কিছু ত দেখি না,
তোরে ডাকি, তোরে বিনা ওগো! জানি না এ সংসারে।
১৩ই আশ্বিন।

দেশ—ঝাঁপতাল।

চিদানন্দময়ী মা যে আমার গো!
আমি মার, মা আমার, মা বিনে কি জানি গো।
জনম অবধি মা মা বলে ডাকি,
ক্ষুধা পেলে মার দিকে চেয়ে থাকি,
অমনি মা কোলে লন্ জানিনে কত স্নেহ মা'র হৃদে গো।
মা নামে এত কি মধু মরি মরি,
মা মা বলে কেঁদে স্তন্য পান করি,
আহা মরি কত সুধা সেই স্নেহময়ীর মাইয়ে গো।

তারিণী কুপুত্র চিনিল না মায়ে
মা থাকিতে সে যে চায় মাসীমায়ে,
বুঝিবে কি মাতৃস্নেহ মা কি মলে গো।

১৬ই। আশ্বিন।

গৌরী—একতালা।

আমি কারে ডাকি কোথা যাই।
আমি যে কি ভাবি বুঝিতে নারি কোন ঠাঁই।
নিজবুদ্ধে নিজে হই বিহ্বল,
নিজে ভেবে নিজে হই দুর্ব্বল,
আমার আশা বাসা স্থিরতর কোন থানে নাই।
ইহ পরকাল কিছু নাহি দেখি,
কেবল কথার বশে বুঝি সব ফাঁকি,
যে যা বলে সব ভেবে দেখি সে কথার কোন মূল নাই
যত সব পাগলের মেলায়,
আপন মত লয়ে শাস্ত্রার্থ ফলায়,
আমি সেই শাস্ত্র পড়ি পাগল হইয়া ভারতে বেড়াই।
তারিণী কয় ওরে মূর্খ নর!
তুই শাস্ত্র পড়া ছাড় অতঃপর,
দেখ্ হৃদে ব্রহ্মময়ীর মহাশাস্ত্র যাতে কোন ভুল নাই।

দীনতারিণীর সুর।

ওরে জমা-নবীস ভাই!
তুই জমার খাতায় জমীদারের
কি জমা লিখিস্ সদাই।
তোর বাজে জমা কাজে না আসে,
বকেয়া জমার ভাবিস্ কি ব'সে,
তোর লাটবন্দী সুরু হবে যে সে জমার কি করিস্ বাছাই।
তোর খাতা পত্র ফেলে দে ছুঁড়ে,
এই বেলা তোর বল্ জমীদারে,
মন-নায়েব লিখেছে চিঠি এবার এক পয়সা তার আদায় নাই।
তারিণী কয় বিদ্রোহী মহালে,
আদায় কি হয় শুধু ব'সে থাকলে,
সে যে শ্যামা মায়ের আদালতে বাকী খাজ্‌নার নালিস চাই।
(১৭ই আশ্বিন।)

মূলতান—কাওয়ালী।

তাই মা তোরে ভালবাসি—
তুই সন্তানে দিস্‌না ফাঁকি।
যখন কাঁদি তখনই পাই,
মা মা ব'লে কোলে যাই,
ক্ষুধা হলে বড় দয়া তোর খেতে দিস্ আমায় ডাকি।
কেউ থাকে না উপবাস,
খায় মা সবে বারমাস,
তোর দশ দিকে দশ কর্ম্ম ওগো! কেউ তো মা পড়ে না ফাঁকি।

তারিণী কয় ওগো তারা!
যখন খাবার ঘরে ঢুক্‌বে জড়া,
কি খেয়ে বাঁচাব এ প্রাণ, ওগো তখন উপায় হবে বল্‌ কি?

সাহানা মুলতান—আড়াঠেকা।

ত্রিভুবন ও চরণ ছাড়া নয়।
সব দিকে দাঁড়ায়ে মা তুই সবারেই দিস্‌ অভয়।
কেউ বোঝে না, কেউ বোঝে,
কেউ বুঝে বুঝে আপনি মজে,
যার যা ইচ্ছা সে তাই ভজে কেবল জাতকুলে মা পৃথক হয়।
মরে গেলে রয় না কিছু,
জন্ম মৃত্যু তোমার পিছু,
তখন আলো আঁধার ভেদ থাকে মা তোতেই সব হয় লয়।
ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ড রূপিনী,
তোরে মা কেবল জানি,
(একবার) তারিণীর হৃদকমলে বিশ্ব ভাবে হও মা উদয়।
(১৭ আশ্বিন)

আলেয়া—খং।

বেদের বিধান মানি সব মা।
বেদ তোমারে জ্যোতিঃ কয়।

যদি তোমারে মা দেখেছে বেদ,
তবে সে বেদ কেন চার্ ভাগ হয়।
আবার অষ্ট অঙ্গে অষ্ট ভাগ,
সিদ্ধান্ত হয় তোমায় ত্যাগ,
তবে তুমি কি মা দোষ করেছ সেজে দশভুজা বরাভয়।
আবার বেদ হতে উপনিষদ্,
যদি বুঝা যায় সব বিশদ,
তবে নানা মুনির নানা মত কেন ওগো লোকে কয়।
তারিণী কয় ঝগড়া কোন্দল,
কেবল বাদ বিসম্বাদ শাস্ত্রের ফল,
যদি নয়ন মুদে দেখ্‌তো কালী সব্ কালোতে হতো লয়।

দীনতারিণীর সুর।

সগুণ নির্গুণ কারে বলে মা !
তুমি যে সব গুণের হাঁড়ি।
ভাঙ্‌লে ভাঙ্গ যুড়্‌লে যোড়,
যোড়া ভাঙ্গার হাতে গড়ি।
যতক্ষণ ততক্ষণ মা,
আমি যেমন তেমি ডাকি,
যখন তোমাছাড়া হই মা আমি,
যাও তুমি আকাশে উড়ি।

মুক্তি কোথা মুক্তির মাথা
তুমি যে রেখেছ ধরি,
ওগো! সে মাথা না ফেলে দিলে
আমায় মুক্ত কিসে করি?
পাপ পুণ্য জগন্মাতঃ,
আমি তো তা বুঝ্‌তে নারি,
যখন সে দুটো ভেঙ্গে না ফেলি,
সদা যাওয়া আসার পথে পড়ি।
তোমার গর্ভে জন্মি মাগো!
তোমারে না দেখি তারা,
কেবল জন্ম মৃত্যুর টানা হেঁচ্‌ড়ায়,—
আত্ম বুদ্ধি বিনাশ করি।
তারিণী কয় শ্যামা মাগো!
করিস্‌নে ও চরণ ছাড়া,
যদি একান্তই না দিস্‌ দেখা,
একবার ডাক্‌লে যেন পাই শঙ্করী।

ইমন কল্যাণ—একতালা।

কি ফুলে পূজিব ওগো,
শ্যামা মা তোর পা দুখানি।
কাননে যে পূজা তোমার,
আমি কি সে পূজা জানি?

ভ্রমর আরতি করে,
শাখীকুল অশ্রুঝরে,
খদ্যোৎ সহস্রদীপে তোমারে বরিছে আনি।
সুগন্ধে মলয় বায়,
ধূপ ধুনো দিয়ে যায়,
চামর ব্যজন করে আপনি মৃদুল-পাণি।
কাঁসর বাজায় ঝিঁ ঝিঁ,
পাখী গান গায় মজি,
শিশির জলেতে স্নান করায় নিশি আপনি।
চন্দ্র চন্দ্রাতপ ধরে,
দশ দিক হাস্য করে,
দেখিতে মায়ের রূপ কত তারা উঠে গুনি।
তারিণী কয় হেন মায়ে,
পূজিবে সাধ্য কি দিয়ে,
কেবল ভক্তিযোগে সদা বাধ্য সেই পাষাণ-নন্দিনী।

জয়জয়ন্তি—ঢিমে তেতালা।

গাও জয় নাদে শ্যামা নাম,
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষধাম যে মা।
শ্যামা বিমল অমল বরণী,
কামরূপা কৈবল্য দায়িনী,
কেবল আনন্দ-রূপা সকল সুখ উত্তমা।

শিবহৃদি বিহারিণী শ্যামা,
শিবানী সর্ব্বাণী অনুপমা,
শ্যামা ত্রিপুরাসুন্দরী ত্রিনয়না ত্রিগুণ কর মা।
শ্যামা অসুর নাশিনী মহামায়া,
শ্যামা অনন্তরূপিণী শ্যাম কায়া,
শ্যামা জয়া বিজয়া জগদ্ধাত্রী অনন্ত-প্রকৃতি মূলোত্তমা।
শ্যামা গণেশ-জননী জ্ঞান গুণময়ী,
মহাশক্তি মহেশ্বর মনোময়ী,
শ্যামা ভক্ত তারিণী হৃদয়ে অনন্ত রূপিণী জগন্নমা।

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমার মূল মন্ত্র শ্যামা-পদ-কমল,
শিব কোরে মন্ত্র হৃদে বেঁধেছে।
আমি সেই হতে শুকায়ে গেছি,
নানা বিপদ আপদ আমায় ঘিরেছে।
আমি যখন যাই শ্যামার কাছে,
শিব দেখি ঘুমিয়ে আছে,
আমি ভয় করি কি বলে চাব, ভয় হয় জাগিলে পাছে।
পায়ে হাত দিতে যাই মায়ে চেয়ে,
মা যে মানা করেন জিভ্ কাটিয়ে,
জানিনে কি যোগে শিব ঐ চরণ-পদ্ম কাইমী করে লয়েছে।

তারিণী কয় শিব জীবন মন,
শ্যামায় শব হয়ে করেছেন অর্পণ,
আগে শিবকে জাগাতে হবে—
শ্যামার চরণ পাবে পাছে।

ভৈরবী—ঠুংরী।

বিফলে দিন গেলো শ্যামা ভাবা হলো না।
শ্যামা নাম মূলমন্ত্র মোহবশে রলো না।
স্মৃতিরে বলি হতে সতর্ক,
স্মৃতি থাকে অসতর্ক,
তার উপসর্গ উপতর্ক সদা উপকল্পনা।
বৃথা মদে হয় সে বিভোর,
বৃথা বাক্যে তার বড় জোর,
তারিণী কয় স্মৃতি রে, শেষে কর্‌বে অনুশোচনা।

কাফি সিন্ধু—একতালা।

দে মা জলদবরণি! দয়া-জল দীন চাতকে।
ভব-পিয়াসে যায় যে প্রাণ মা
না হেরি নিকটে তোমাকে।
বাসনায় বিশুষ্ক রসনা,
সহি কত জীবন-যাতনা,
পাপ-আশা-তৃষ্ণা, মা যে ছাড়ে না আমাকে।

মরি মরি মা গো সদা মনে লয়,
মরিলেও পুনঃ জনমের ভয়,
তাই কি করি কি করি জিজ্ঞাসি পড়ি ঘোর বিপাকে।
তারিণী কয় ত্রিনয়না মোর,
একবার হৃদাকাশে সাজ ঘন ঘোর,
বরষ মা কৃপাবিন্দু চাও মা চপলা চমকে।

ভীমপলশ্রী—একতালা।

রাঙ্গাপদ শিবের গলে দোলে,
আহা কিবা সাজে রাঙ্গাফুলে।
রাঙ্গা নয়নে রাঙ্গা ভানু,
রাঙ্গা ভুরু—রামধনু,
হাসে দশন-দামিনী কালমেঘ কোলে।
কালো-চুল-ভ্রমর পাতি ধায়,
ধরিতে রাঙ্গাফুল ভাবি রাঙ্গাপায়,
গায় গুণ গুণ অনিবার এধার ওধার দোলে।
তারিণী কয় তিমির বরণী,
জগতের তিমির নাশিনী,
মা আমার অর্দ্ধচন্দ্রে পরকাশ জটাধর-জটাজালে।

ললিত—আড়াঠেকা।

কে গো দিগাম্বরী দনুজ-কর-বসনা।
বিরাজ মা রণ-সাজে ওসাজ কেন বল না।

ও কে পড়ে পদতলে তব,
ভাবভোরে আহা রয়েছে নীরব,
কি ভাবে ওভাব এমন স্বভাব তোমার কেন কহ না।
হেরি যে ও বাঘাম্বর,
পুরুষ তোমার বিহীন অম্বর,
সম্বর সম্বর নাম নাম ওবুকে আর নেচনা।
দুঃখে পতি তব খেয়ে হলাহল,
পড়ে মৃত প্রায় আছে অবিকল—
ও সাজে দেবতা সমাজে, তার হৃদে দুঃখ আর দিও না।
তুমি নারী জগতের আদর্শ,
একি বেশ তব জগতে দুর্দ্ধর্ষ,
তারিণী বিমর্ষ, তার বুকে কেন একবার (ঐমত) নাচনা।

বেহাগ—আড়া।

দেবতা সমাজে শ্যামা
একি বেশ ভয়ঙ্করী।
নাচিছ মহেশবক্ষে মহানন্দে মহেশ্বরী।
পরিধানে নাই বস্ত্র,
করে লয়ে মহা অস্ত্র,
কাটিয়া দনুজ শির পরেছ হার বিস্তারি।
কর্ণে নর-শির-কুণ্ডল,
কটিতটে নৃকর সকল,
বদনে হুঙ্কারধ্বনি লোলজিহ্বা মহামারী।

ব্রহ্মা বিষ্ণু দেবগণ,
সভয়ে কম্পিত হন,
লজ্জায় না কথা কন চক্ষু মুদে ত্রিপুরারি
কার নারী হেন বেশে,
এভাবে সমরে আসে,
পুরুষের অগ্রে ধায় একথা বুঝিতে নারি।
তারিণী কয় মহামায়া,
এ সংসার যার ছায়া,
তিনি উদ্ধারিতে দেবগণে এসেছেন সিংহেতে চড়ি।
(১৭ই আশ্বিন)

গৌরী—একতালা।

ও হে ভূতনাথ! কি দুখে বিষে ভরেছ হিয়া তোমারি।
গৃহে কি অমঙ্গল বল বল প্রকাশ করি।
মা কি গিরিপুরে যেতে অভিলাষি,
এনেছে কি নন্দি যাত্রার কলসী,
করিবেন যাত্রা মহেশ্বরী শূন্য করি কৈলাসপুরি।
কিম্বা দক্ষালয়ে প্রসূতি সদনে,
যেতে অনুমতি বিনা নিমন্ত্রণে,
অথবা কি শ্বশুরের বাক্যে (আপনি) বিষ খেয়েছিলে
হাতে করি।

কিম্বা কি হে পেয়ে সতী-পত্নী শোক,
বিষ খেয়ে বাবা ঘুরেছ ত্রিলোক,
অথবা কি শ্মশানে মশানে ভূত প্রেতে, কিম্বা বিষ দিল
কুচ্‌নী নারী।
তারিণী কয় ওরে ভোলামন!
তুই চিনিলিনে ভোলানাথ কেমন,
তিনি বিষকণ্ঠ সমুদ্র মন্থনে সুরগণে দিলেন বিষহীন করি।

টোরিভৈরবী—যৎ।

হরিবলে বৃন্দাবনে আয়রে মন চলে যাই।
হরে কৃষ্ণ বলে প্রাণ খুলে মাধুকুরি করে খাই।
অয়ে বৈষ্ণবের বল,
আয়নারে ভাই ভেক লইগে চল,
যাই গোবর্দ্ধনে একপ্রাণে জয় রাধা শ্রীরাধা গাই।
রাধা শ্যামের যুগল মূরতি,
আয়নারে ভাই হেরি দিবারাতি,
ওরে তারিণী কয় আমায় নে না তথায় কি তায়
শ্যামা নাই?

বাউলের—সুর।

নবদ্বীপে নধর বেশে এসেছ হরি
ও হে শ্রীচৈতন্য জগৎ ধন্য গোলোকবিহারী।

মুখে রাধাকৃষ্ণ বোল,
প্রেমের ভরে দিচ্ছ সবায় কোল,
ওহে তোমার সঙ্গে শ্রীবাস নিত্যানন্দ
অদ্বৈত প্রেম-কাণ্ডারী।
নাচে রামানন্দ হরিদাস,
আহা কিবা আনন্দ প্রকাশ,
ওহে মহাপাপী জগাই মাধাই আজ তারাও প্রেমের
ভিখারী ·
পেয়ে খোল্ করতালের সারা,
প্রেম-তুফান উঠ্ ছে ন'দে ভরা,
কেবা কোথায় ডুবে, কোথায় পড়ে কিছুই
বুঝ্ তে না পারি।
তারিণী কয় নিমাই নামে গলি,
শিশির কুমার যাচ্ছে ঐ চলি,
তাঁর ডিঙ্গিনৌকা প্রেমেভরা দিবে আজ ভোরে ন'দে পাড়ি॥
(১৮ই আশ্বিন)

কীর্ত্তণের সুর।

ওরে ভাই রামকৃষ্ণের চেলা,
রাম ভাব বা রহিম ভাব, ভাব এই বেলা।
যে ভাবে যা চিনেছ রে সবে,
ভেবে দেখ তাতেই মুক্তি হবে,
ওরে ভাই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন বোঝেন সব খেলা।

তিনি যখন নানা ভাবে রন,
রামকৃষ্ণতে ছাড়া তিনি নন,
ভজিলে হবে মুক্তি পাবে শক্তি করোনা হেলা।
যোগ উদ্যানে পাও যদি রে যোগ,
গিয়ে তথা কর উপভোগ,
তারিণী কয় ভুলনারে দক্ষিণেশ্বরের মেলা।

(১৮ই আশ্বিন)

বাউলের সুর।

ওরে ভাই কর্ত্তাভজার দল,
তুমি কোন্ কর্ত্তাকে ভজে হৃদে পাও হেন আনন্দ বল।
ঘোষ পাড়াতে তোমার ভাবের স্থান,
তথায় গিয়ে শীতল কর প্রাণ,
তোমার কোথায় কোন্ মা জননী ভাব কি তা অবিরল।
প্রতিদিন মেয়ে পুরুষ মিলে,
বল ভাই দেখাও কি নিলে,
ও ভাই কোন্ খেয়ালে গীত গাও লয়ে আপন দলবল।
তারিণী কয় ওহে ধর্ম্মের গোঁড়া,
কর্ত্তা পায় কি কর্ত্রীর হাত ছাড়া,
তুমি কর্ত্রীকে ডাকিয়ে অগ্রে কান্তে শেখ অনর্গল।

আগমনীর সুর।

ওমা গিরিরাণি! তোমার উমা এলো অই।
আর নয়ন-জলে ভেসো না ভেসো না,
এস মায়ে কোলে লই।
মা যে অনেক দিন পরে,
এলেন যে গো গিরি পুরে,
এস আগে মায়ে দুনয়ন ভ'রে দেখে শীতল হই।
ঐ দেখ মায়ের গণপতি কোলে,
পশুপতি তাঁর পড়ে পদতলে,
মায়ের মা বাপে দেখিতে প্রেম-ধারা নয়নেতে যায় বই।
আগে দিয়ে মাগো বসন অঞ্চল,
পুছা গো পুছা সে বদন কমল,
তারিণী কয় আগে ওপদ কমল পুছাতে বিলম্ব করিস্ নে
তুই।
(১৯ শে আশ্বিন)

বেহাগ—ঢিমেতেতালা।

ওগো গৌরি! গিরিপুরে কি দেখিতে
এলি আজ
আর কি সেই গিরি আছে
গিরি যে পাষাণ সাজ

নীরবে নিঝর বহে,
দাবানলে হিয়া দহে,
শৃগাল বায়স কুল এ দেহে করে বিরাজ।
নাহি ঋষি মুনি কুল,
আশ্রমে শ্বাপদ কুল,
শূন্য আজ পড়ে আছে আমার হৃদয় মাঝ।
ফোটে না কুসুম গাছে,
আর না ময়ুর নাচে,
গায় না মধুর রবে আর সে পাখী সমাজ।
দাঁড়ায়ে বিটপী দল,
ঝরে সদা অশ্রুজল,
আর না বলিছে কথা নীরব নিস্পন্দ আজ।
শ্মশান চৌদিক ঘেরা,
শুধু পেচকের সারা,
অন্ধকার গুহা সব বিলুপ্ত দেব-সমাজ।
যাও ফিরে যাও মাগো,
শিবের কৈলাসে যা গো!
(এক বার) যাবার কালে দীন তারিণীর দেখে যাস্
কি বিষাদ আজ।
(২১শে আশ্বিন

ছায়ানাট—কাওয়ালী।

কে বলে তোর রাজত্বে সুখ নাই মা!
তুই রাজ রাজেশ্বরী ত্রিভুবন রাণী ওমা!

ওগো তুমি নগরাজ কন্যা,
ত্রিজগত মাঝে ধন্যা,
মৃত্যুঞ্জয় তব পতি তিনি ভূতনাথ ওগো শ্যামা।
প্রজা তোর না মরে অন্নে,
অন্নপূর্ণা নাম ধন্যে,
ওগো! তোর মধুময় নাম নিলে সকল দুঃখ যায় উমা।

ললিত—একতালা।

আমার গিরিপুরি নিরানন্দে পূরি,
আজ কোথা যাবি গো শঙ্করি।
যদি যাবি চলি, তবে কেন এসেছিলি,
হৃদয়ে আগুন জ্বালালি, এখন কেঁদে কেঁদে আমি মরি।
আমার কত সাধ মনে রৈল,
কোন সাধ না পূরিল,
আর কি গো করি বলো এখন কি সাধে জীবন ধরি।
তারিণী কয় শুন রাণী, এখন শান্ত কর ওপরাণি,
তোর মেয়ে যে শিব-সোহাগিনী, শিবের কোলে
যাবেন চড়ি।

মধুকানের—সুর।

কোথা যাও জগত জননি!
ভাসায়ে এ জগতে রে।
তোমারে না হেরে যে মা ঐ কাঁদিছে সবে দুধারে।

THE BENCH & BAR DIARY PRESS, CALCUTTA.

গিরি পুরে যত জন,
করে অশ্রু বরিষণ,
যাস্‌নে গো জগদম্বে! কাঁদায়ে মা এ সবারে।
মায়াময়ী মহামায়া,
তুই যে মা বরাভয়া,
তুই গেলে কৈলাসে মা কি লয়ে রহিব ঘরে।
নিতান্তই যাবি যদি,
তবে আর হব না বাদী,
দেখিস্‌ যেন বৎসরান্তে ভুলিস্‌নে দীনতারিণীরে।

বাগেশ্রী—ঢিমেতেতালা।

রসনারে কালী বল না।
তুমি বৃথা স্বাদে মজে রৈলে
রসময়ী রস পেলে না।
কালী গতি, কালী মুক্তি,
কালী যে তোর আদ্যাশক্তি,
সেইকালী নাম নিলে মুখে
যায় রে যম যন্ত্রণা।

দীনতারিণীর—সুর।

শ্যামা মা তোর চরণ-ধন বিনে
এ দীনের আর কি ধন আছে
ঐ ধনের তরে ভোলা আগেই ভুলে রয়েছে।

আমি কি ক'রে করিব যতন,
শ্যামা তোর ঐ চরণ রতন,
ওরে! জানিনে কে এসে কখন, ওধন চুরি করে লয় পাছে
তারিণীর হৃদয় মাঝে,
ওধন বিনা আর কি আছে,
একবার চাইলে যদি পাই হৃদে চাই তবে শিবের কাছে

তারিণীপ্রসাদের রসময় শ্যামা-সঙ্গীত সম্পূর্ণ।

প্রকাশকের নিবেদন।

এই যে পূর্ব্বপৃষ্ঠার মহিমময়ী কালীমূর্ত্তি, আজ বিংশবৎসরাবধি এইরূপ কমলগুচ্ছের পুষ্পাঞ্জলিতে ভক্তগৃহে নিত্য সম্পূজিতা হইতেছেন। গ্রন্থকারের জীবন-ইতিবৃত্তের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক এইসঙ্গে বিজড়িত রহিয়াছে। যে সাধনার বলে মানবের তমসাচ্ছন্ন অন্তর্দৃষ্টি বিশ্বজগতের নিগূঢ় রহস্যের উদ্ঘাটনে নবীভূত আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, গ্রন্থকারের মধ্যজীবন সেই যোগ-সাধনায় অতিবাহিত হয়। তখন গ্রন্থকার নির্লিপ্ত ঋষিদিগের মত সন্তপ্তের সান্ত্বনারূপে, বিপন্নের উপদেষ্টারূপে, পৃথিবীর সর্ব্বপ্রকার আপদাদগ্ধ জীবের কল্যাণ-কামনায় বিশ্বজননীর চরণ প্রান্তে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছেন। সংসারী ও বিষয়ীর নিরাপদের জন্য সাধকের নিষ্কাম সাধনা মায়ের চরণে কোনকালেই ব্যর্থ হয় না। গ্রন্থকারের জীবন এই সত্যের জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণরূপে বিদ্যমান। তদীয় যশঃ ও প্রতিষ্ঠা, মান ও মর্য্যদা, তাঁহার অকপট ভক্তিপূত শক্তি-সাধনার গৌরব মাত্র।

গ্রন্থকার জ্যোতিষিক প্রতিষ্ঠায়ই দেশে বিদেশে সুপরিচিত। কিন্তু তদীয় জীবনের আরম্ভ সাহিত্যানুশীলনে। বাল্য-জীবনেই এই প্রতিভা বিকাশ পায়। তদানীন্তন সাময়িকপত্রে অতি সুন্দর সুন্দর খণ্ড কবিতা প্রকাশ করিয়া গ্রন্থকার অনেক কৃতবিদ্য দেশমান্য ব্যক্তিবৃন্দের প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন। যখন ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এসিয়াটিক সোসাইটীর কর্ত্তারূপে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের উৎসাহদাতা ছিলেন, তখন গ্রন্থকার বাঙ্গালা ও সংস্কৃতসাহিত্যে অত্যধিক অনুরাগবশতঃ প্রাচীন লুপ্তপ্রায় সাহিত্য-সম্পদের উদ্ধারকল্পে দেশ-ভ্রমণে বাহির হন। যাঁহারা তদীয় আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের বিবরণ অবগত হইতে চাহেন,

তাঁহারা তদীয় ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত বিস্তৃত জীবনীতে উহা দেখিতে পারেন। * সেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার, অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ, দেশের লুপ্তরত্ন উদ্ধারকল্পে জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া দুর্গম গিরি-গহনে সাধুসন্ন্যাসীর অন্বেষণে যে অসম সাহসিকতার পরিচয়, তাহা পাঠ করিলে বাস্তবিকই শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় মস্তক আপনা আপনিই অবনত হয়। এইরূপ দেশ-হিতৈষীতা, নিখুঁত প্রেম বর্ত্তমান সময়ে বড়ই বিরল। কিন্তু তদীয় এই চেষ্টা অর্থাভাবে সম্পূর্ণ সাফল্যলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহার এই ব্যর্থ চেষ্টা তদীয় জীবনযাত্রার পথে এক শুভযোগ আনিয়া দিয়াছিল। এই উপলক্ষে তিনি ঘটনাক্রমে তপস্যাতেজঃসম্পন্ন যে দু'একজন যোগী-সন্ন্যাসীর সন্দর্শন পান, তাঁহাদের প্রসাদেই মানবের জীবনসমস্যার বহু তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। মানুষের অমানুষিক শক্তি ও অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ যে জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও স্তম্ভিত করিয়া রাখে, মানবের ভূত ভবিষ্যৎ নখদর্পণের ন্যায় পাঠ করিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করিতে পারে, তৎকালীন অনেক ইংরেজী-শিক্ষিত-সমাজে একেবারে অবজ্ঞার কথা ছিল। কিন্তু অপূর্ব্ব শক্তিশালী মহাপুরুষগণ কোন্ শক্তিবলে এরূপ অদ্ভুত বিদ্যা অর্জ্জন করেন, আমাদের বর্ত্তমান গ্রন্থকার নির্ম্মল নিষ্ঠা ও জ্ঞান-বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে তাঁহাদিগের নিকট হইতে এ বিষয়ের বহু উপদেশ পাইয়াছিলেন। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ বন্দ্যো-পাধ্যায় বর্ত্তমান গ্রন্থকারের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিলেন এবং পরস্পর প্রীতিবিশ্রম্ভালাপে অনেক সময়ে কাব্য ও জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা করিতেন।

* A short Biograppy of Tarini Prosad Jyotishi The Indian Zadkiel) to be had of Messrs. Thaker Spink & co. and Mr. N. B. Dutt, 92 4 Corparation Street, Calcutta.

সাহিত্য-উদ্ধার-চেষ্টার গ্রন্থকার জ্যোতিষী মহাশয় সর্ব্বাশান্ত হইয়া পড়েন। তখন বিষণ্ণচিত্তে স্বকীয়কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। অল্প-দিনেই গ্রন্থকারের জ্যোতির্ব্বিদ্যার অপূর্ব্ব অমানুষিক শক্তি দেশীয় ও ইউরোপীয়দিগের চিত্ত আকৃষ্ট করে। প্রতিদিন শত শত নরনারী সাংসারিক বিপাকে বিপন্ন হইয়া শান্তির আশায় এই জ্যোতিষী মহাশয়ের শরণাপন্ন হইতেন। ভক্তি ও সাধনায় যাহার চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহার উপদেশ ও ব্যবস্থা অনেকেরই চিত্ত বিনোদন করিত।

আজিমগঞ্জের রায়বাহাদুর ধনপৎ সিংহ একবার তদীয় জমিদারী সংক্রান্ত কোন এক বিষম বিভ্রাটে পতিত হন। অনন্যোপায় হইয়া দৈববলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তখন জ্যোতিষী মহাশয়ের প্রতিষ্ঠা ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছে। তাঁহারই ব্যয়ানুকুল্যে তদীয় হিতার্থে নিজহস্তে পূর্ব্বোক্ত কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনমাসব্যাপি পূজা করেন। বলা বাহুল্য তাঁহার সে অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়াছিল। তদবধি এই মূর্ত্তি জ্যোতিষী মহাশয়ের গৃহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রতিদিনই ইঁহার যথাবিধি অর্চ্চনা হয়। এবং এই অর্চ্চনা হইতে তাঁহার যোগ ও সাধনার আরম্ভ হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের গান গুলি ২০বৎসর পূর্ব্বকার রচিত। প্রতিদিন পূজান্তে এক একটী গান রচনা করিয়া ভক্ত প্রাণের সরল উচ্ছাসরূপে মায়ের চরণে নিবেদিত হইত। কখনও বা ভক্তির নির্ম্মল ধারা বারিধারার ন্যায় সরলভাবে তদীয় গানে প্রবাহিত হইতেছে— কখনও সংসারিক শোক ও দৈন্যের ব্যথা ব্যথিত সন্তানের ন্যায় মাকে জানান হইতেছে,—কখনও বা ভণ্ড সমাজ ও সংস্কারকের প্রচণ্ড-প্রতাপ দেশের যে অনিষ্ট করিয়া যাইতেছে তাহা ব্যক্ত হইতেছে— কখনও বা শক্তি-পূজার পবিত্র নামে ঘৃণিত বিলাস-ব্যসনের কথা— অতি বড় দুঃখের কথা—দেশের অধঃপতনের কথা, মায়ের কাছে সঙ্গীতের উদাত্ত স্বরে বলা হইতেছে। ভাবের মাধুর্য্যে, সরল স্বচ্ছন্দ রচনা-

চাতুর্য্যে তদুপরি অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বভৌম প্রেমের হিল্লোলে গানগুলি সাধক-সঙ্গীতে স্থান পাইবার বাস্তবিকই উপযোগী। এ সম্বন্ধে বঙ্গের বাল্মিকী তারা-ভক্তি-পরায়ণ মহাত্মা তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয়েরবক্তব্যই যথেষ্ট। যে ভাষা সাধকের ভাষা, যে ভাষায় সাধুর প্রাণ-খোলা উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়, সে ভাষা চিরদিনই পুণ্যময়। চণ্ডীদাসের, ও রামপ্রসাদের শ্যাম-স্নিগ্ধ জন্মভূমি বঙ্গদেশ এই জন্যই চিরপুণ্যের-লীলা-নিকেতন। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, সে দেশে পাঠক ও শ্রোতার চিত্ত এইরূপ সাধুদিগের সাধক-সঙ্গীতে নির্ম্মল হইয়া চির-পুণ্যের আধার হউক !! সন ১৩১৭ ১১ই কার্ত্তিক।

শুদ্ধিপত্র।

—•:•:•—

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
তৃতাপ	৩	১২	ত্রিতাপ
কউ	৫	১৫	কেউ
কেঊ	৬	২	কেউ
নিরদবরণি	১০	১৪	নীরদবরণি
সারা	১৫	৪	সাড়া
"	"	৫	"
পথে	"	৬	পথে
কালা	১৬	১৯	কালী
রাঙ্গা জবা দিতে, পারিব কি আজ	২১	২৪	পারিব কি আজ রাঙ্গা জবা দিতে
আমার ভরসা	২৪	৩	আমার আশা ভরসা
ফুড়াবে	২৪	১১	ফুরাবে
মন	২৮	৬	এমন
গউর	২৯	২১	গৌর
মুণ্ডু	৩১	১৩	মুণ্ড
না	৩২	১২	না
শম্ভু	৩৩	৫	শুম্ভ
গাড়া	৩৩	১৮	গাঢ়া
কণ্ডলা	৩৭	৪	কওলা

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
দূর্য্য	৪০	২	দূর্য্য
প্রণ	৪১	১১	প্রাণ
থাকি	৪৩	১৫	থাকি
কেকরে	৪৫	১৬	কে করে
কেমারে	৪৮	১৪	কে মারে
পাবাণী	৫৮	৭	পাষাণী
আয়াঠেকা	"	১৫	আড়াঠেকা
ব জন	৬১	২৩	যে জন
কান্তে	৬৫	২২	কাঁদতে
ভঙ্কিলা	৭৬	২২	ভজিলা
হতো	৮১	১৭	হতে
সেহং	৮৪	২৩	সোহং
আমায়	৮৬	৮	আমায়
হচ্ছে	৮৯	৯	হচ্ছে
শাক্ত	৯১	৮	শক্তি
জলে	৯৬	১০	জলে
শনভুজা	৯৮	৬	দশভুজা
পঁথি	৯৮	২৪	পুঁথি
ভরে	৯৯	২	ভবে
ভায়	১০৯	৯	আয়
অমি	১১০	২০	অগ্নি
বিভোরা	১১২	৯	বিভোর
কেউ	১২৩	৪	কেটে

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
ভাগে	১২৫	৭	ভাবে
ব্রহ্মা	১২৭	২২	ব্রহ্ম
গেপান	১৩৩	৯	গোপনে
বুড়ে	১৩৩	১৩	বুড়ে
কেন	১৩৪	১২	কোন
মাষ্ট	১৩৫	১৫	নাস্তি
আগন	"	২২	আসল
দড়িয়ার	১৩৮	৩	দরিয়ায়
কিশারা	"	৬	কিনারা
ভক্ত	"	৮	তকত
নেস্তি	"	১৭	নেহি
বাজ্‌তে	১৩৯	৭	বান্‌তে
কেয়সা	"	৬	কেয়াসা
মংনা	"	৯	মাংনা
কুচ্‌মে ও কুচ্	১৩৯	১৬।১৮	কুছ্‌মে ও কুছ্
সঙ্গমে	১৩৯	১৭	সঙ্গ্‌মে
করন্	১৩৯	২১	করম্
ভর্গনার্থ	১৩৯	১৯	জগর্নাথ
জোজা	১৪০	১৮	জোদা
আছে	১৪৪	১৬	আসে
কোন	১৫৪	১০	কেন
লাভ্	১৫৭	১১	লাভ
বিছুতে	১৫৮	৩	কিছুতে

অশুদ্ধ	পত্রাঙ্ক	পংক্তি	শুদ্ধ
কিয়ার	১৫৮	৩	ফিয়ার
বোল	১৫৮	৯	বল্
পাটি	১৬০	২	পাটি
প্রসাদের	১৬২	২২	প্রসাদেরে
ভাণ্ডে	১৬৯	১৩	ভাণ্ড
প্রহরে	১৭৪	৬	প্রহারে
শিবে	১৮৫	৪	শিব
ভুমিকম্পের	১৯৫	৫	ভূমিকম্পের
তার	১৯৭	৭	তায়
সর্ব্বনাস	২১০	৮	সর্ব্বনাশ
কুপ্রবাশ	”	৯	কুপ্রবাস
নিরদ	২১৩	১১	নীরদ
হদি	২২১	২	যদি
ভগো	২২২	১৯	ওগো
পার	২৩১	১৯	পায়